ভূমিকা।

আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দক্ষিণাপথে শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। আমি বিগত ১৮১৮ শকাব্দের প্রারম্ভে গ্রীষ্মাবকাশের সময় পর্য্যটন-উপলক্ষে দক্ষিণাপথে গমন করি এবং ঐ দেশের নানা স্থানে নানা ব্যক্তির মুখে শঙ্করাচার্য্য-সংক্রান্ত বহুবিধ কিম্বদন্তী শ্রুত হওয়ায় তাঁহার জীবনচরিত প্রণয়নের ইচ্ছা জন্মে। নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় কিছুকাল উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। বিগত ১৮২২ শকাব্দের প্রারম্ভে উহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি। নিয়মিত অধ্যাপনা ও অন্যান্য কার্য্যের মধ্য হইতে কিছু কিছু সময় রক্ষা করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে অনেক বিলম্ব হওয়ায় উহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মুদ্রাযন্ত্রে অর্পণ করি। সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ প্রণয়নের অনুরোধে ইহার নিমিত্ত প্রতিদিন সময় দিতে পারি নাই, সুতরাং বহু বিলম্বে (সম্পূর্ণ তিন বৎসর পরে) ইহা প্রকাশিত করিতে হইল। এই পুস্তকে অদ্বৈত-মতের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত সমুদয় জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। তিনি যখন আবির্ভূত হন, তখন কেহই তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। কেবল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহে তদীয় শিষ্যগণ গুরুদেবের জীবনের প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আর কৃত কার্য্যের অনেক অংশ লোক-মুখেও প্রচারিত ছিল। পরবর্ত্তী

গ্রন্থকারগণ সেই সমুদয় অবলম্বন করিয়া তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃতভাষায় শঙ্করাচার্য্যের তিনখানি জীবনচরিত বিদ্যমান আছে। ১ম, মাধবাচার্য্য-রচিত শঙ্কর-বিজয়। ২য় আনন্দগিরিকৃত শঙ্কর-বিজয়। ৩য়, চিদ্বিলাস যতি-প্রণীত শঙ্কর-বিজয়। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানিই তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ে সবিশেষ পূজিত। এই গ্রন্থের প্রণেতা মাধবাচার্য্যই "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন "এই মাধবাচার্য্য বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা"। কেহ কেহ বা "ইঁহাকে সায়নাচার্য্য হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন"। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নানা গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, মাধবাচার্য্য ১৪শ খ্রীঃ প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কথিত আছে ;— ইনি প্রথম বিজয়নগরের রাজার প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শেষে সংন্যাস আশ্রয় করিয়া শৃঙ্গগিরি-মঠের অধিকারী হন। মাধবাচার্য্যের উপাধি বিদ্যারণ্য। ইনি শঙ্করাচার্য্য হইতে শিষ্যপরম্পরায় একাদশ। শঙ্করের আদেশে বিশ্বরূপাচার্য্য প্রথম শৃঙ্গগিরি-মঠের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ২য়, নিত্যবোধঘনাচার্য্য। ৩য়, জ্ঞানঘনাচার্য্য। ৪ র্থ, জ্ঞানোত্তমাচার্য্য। ৫ম, জ্ঞানগিরি আচার্য্য। ৬ষ্ঠ, সিংহগিরীশ্বরচার্য্য। ৭ম, ঈশ্বরতীর্থাচার্য্য। ৮ম, নৃসিংহতীর্থাচার্য্য। ৯ম, বিদ্যাশঙ্করতীর্থাচার্য্য। ১০ম, ভারতীকৃষ্ণতীর্থাচার্য্য। ১১শ, বিদ্যারণ্যাচার্য্য বা মাধবাচার্য্য। পূর্ব্বোক্ত তিনখানি শঙ্কর-বিজয়ের মধ্যে মাধবাচার্য্যের গ্রন্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ ইহার রচনা অতিপ্রাঞ্জল ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-পূর্ণ। স্থানে স্থানে এত মধুর যে পাঠ করিতে করিতে

মোহিত হইতে হয়। কিন্তু ইহার দার্শনিক অংশ বড়ই জটিল। আমি এই পুস্তকের আদ্যোপান্তই মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলন করিয়াছি। তবে যে সকল অলৌকিক ঘটনা নিতান্ত অসম্ভব ও ইতিহাসবিরুদ্ধ, সেই সমুদয় স্থলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। স্থানে স্থানে দীর্ঘ দীর্ঘ বিচারাংশেরও হ্রস্বতাসাধন করিয়াছি। আর এক জাতীয় বিচার বহু স্থানে বর্ণিত হওয়ায় কতক কতক পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহাতে সাধারণের বিরক্তিকর না হয় এবং আদরপূর্ব্বক সকলে ভগবানের পুণ্যময় চরিত্র-কথার আলোচনা করেন, তজ্জন্যই আমি ঐরূপ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি, নতুবা আমার অপর কোনই উদ্দেশ্য নাই। আশা করি, ভগবানের শিষ্যসম্প্রদায় কৃপাপূর্ব্বক আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। শঙ্করবিজয়ের কয়েকটী সংস্করণ হইয়াছে। তন্মধ্যে ধনপতিসূরি-বিরচিত বিজয়ডিণ্ডিমটীকার সহিত ১৮০৭ শকে মুম্বানগরীস্থ অরিএণ্ট্যাল্ যন্ত্রালয়ে যে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, উহা বেশ বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক। আমি উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছি। স্থানে স্থানে আনন্দগিরি-কৃত শঙ্করবিজয়ের মতও উদ্ধৃত হইয়াছে। শেষোক্ত পুস্তকখানি অনেক দিন পূর্ব্বে বঙ্গীয়-এসিয়াটিক-সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কথিত আছে;— ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য আনন্দগিরি ও এই শেষোক্ত গ্রন্থকার অভিন্ন ব্যক্তি, কিন্তু সকলে উহা স্বীকার করিতে চাহেন না। কেহ কেহ ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া বলেন "ইনি পরবর্ত্তী কোন আনন্দগিরি হইবেন।" যাহা হউক, আমি যখন উক্ত গ্রন্থ

বিশেষভাবে অবলম্বন করি নাই, তখন সে বিচারের প্রয়োজন কি?

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব-কাল লইয়া বড়ই বিতর্ক। শঙ্কর-বিজয়ের গ্রন্থকারগণ এবিষয়ে স্পষ্ট কিছু লেখেন নাই। দেশীয় ও য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে প্রভূত মতভেদ দৃষ্ট হয়। বম্বে বেলগাঁয়ের কে. বি. পাঠক মহাশয় "ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়ারি" নামকপত্রে ক্ষুদ্র এক "ত্রিপত্র" প্রকাশিত করিয়াছেন, উহাতে লিখিত আছে ;—

"নিধিনাগেভবহ্ন্যব্দে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ।
অষ্টবর্ষে চতুর্বেদান্ দ্বাদশে সর্ব্বশাস্ত্রকৃৎ॥
ষোড়শে কৃতবান্ ভাষ্যং দ্বাত্রিংশে মুনিরভ্যগাৎ।
কল্যব্দে চন্দ্রনেত্রাঙ্কবহ্ন্যব্দে প্রাবিশদ্ গুহাম্।
বৈশাখে পূর্ণিমায়াঞ্চ শঙ্করঃ শিবতামগাৎ"॥

সংস্কৃতজ্যোতিষের সঙ্কেতে নিধি ৯ নাগ ৮ ইভ ৮ বহ্নি ৩ অত-এব ৩৮৮৯ কল্যব্দ হইল। এখন কল্যব্দের ৫০০৪ বৎসর অতীত হইতেছে। সুতরাং এই প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, বর্ত্তমান সময় হইতে ১১১৫ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। দেশীয় ও য়ুরোপীয় অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞই এই মতের পক্ষপাতী কিন্তু বিগত ১৮২০ শকাব্দের বৈশাখ মাসে শারদা-মঠের তদানীন্তন আচার্য্য জগদ্-গুরু শঙ্করাচার্য্য-শ্রী রাজ-রাজেশ্বর শঙ্করাশ্রমস্বামী নিয়মিত পর্য্যটন-উপলক্ষে নবদ্বীপে আগমন করেন। তাঁহার সহিত আমার এবং আমার তৃতীয় সহোদর তদানীন্তন কৃষ্ণনগর-কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ.র সহিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক

কথোপকথন হয়। তিনি বলেন "ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অনেক পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কতকগুলি জীর্ণপত্র ছিল, উহাতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জীবনের ঘটনাবলী ও মঠাধিকারিগণের একটী ক্রমিক নামমালা লিখিত আছে। স্বামীজী কৃপাকরিয়া উহা আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। সুযোগ্য ঐতিহাসিক লেখক শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথরায় বি,এল্, মহাশয় জীর্ণপত্র হইতে ঐ সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ১৩০৬সালের চৈত্র মাসের "সাহিত্যপত্রে" একটী প্রবন্ধ লেখেন। উহাতে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের জন্ম-গ্রহণের বহুপূর্ব্বে। তাঁহার মতে ২৬৩১ কল্যব্দ বা খ্রীঃ পূঃ ৪৬১ অব্দে ভগবানের জন্ম হয়। পূর্ব্বোক্ত জগদ্গুরু শঙ্করাশ্রমস্বামীকর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে ২৬৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমীতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। ২৬৩৬ চৈত্রী শুক্লা নবমীতে উপনয়ন, ২৬৩৯ কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে সংন্যাস, ২৬৪০ ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়াতে পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য গোবিন্দনাথ হইতে উপদেশগ্রহণ, ২৬৪৬ জ্যৈষ্ঠী অমাবস্যা পর্য্যন্ত বদরিকাশ্রমে শারীরক-ভাষ্য-প্রণয়ন এবং জ্যোতির্ম্মঠনির্ম্মাণ, ২৬৪৭ কার্ত্তিকী শুক্লা অষ্টমীতে বারাণসী-ক্ষেত্রে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রচার এবং সনন্দনের শিষ্যত্বে গ্রহণ, ২৬৪৭ অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা তৃতীয়াতে মণ্ডনমিশ্রের সহিত বাদারম্ভ ২৬৪৮ চৈত্রী শুক্লা চতুর্থীতে মণ্ডনের পরাজয়, ২৬৪৭ চৈত্রী শুক্লা ষষ্ঠীতে উভয়ভারতীর সহিত কলাপ্রসঙ্গ, ২৬৪৭ চৈত্রী কৃষ্ণা অষ্টমীতে অমরকরাজার দেহে প্রবেশ, ২৬৪৮ কার্ত্তিকী শুক্লা ত্রয়ো

দশীতে নিজদেহে প্রত্যাবর্ত্তন, ২৬৪৮ কার্ত্তিকী কৃষ্ণা প্রতিপদে সরস্বতীর দ্বারকায় আকর্ষণ, ২৬৪৮ কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে সরস্বতীর দ্বারকায় স্থাপন, কার্ত্তিকী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী হইতে মাঘী শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত দ্বারকায় শারদাপীঠ-নির্ম্মাণ, এবং বৌদ্ধাদি-সম্প্রদায়ের পরাজয়, মন্দিরনির্ম্মাণ, ও দেবতাদি-স্থাপন, ২৬৪৮ ফাল্গুনী শুক্লা নবমীতে শৃঙ্গগিরিতে মঠস্থাপন, ২৬৪৮ চৈত্রী শুক্লা নবমীতে মণ্ডনমিশ্রের উত্তমাশ্রমদীক্ষা এবং সুরেশ্বরাচার্য্য নামকরণ, ২৬ ৪৯ অগ্রহায়ণী শুক্লা দশমীতে মহারাজ সুধন্বার শিষ্যত্বে গ্রহণ, ২৬৪৯ মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে সুরেশ্বরাচার্য্যের দ্বারায় শারদাপীঠে অভিষেক, ২৬৫০ বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া হইতে দিগ্বিজয়োৎসব আরম্ভ, ২৬৫৩।৫৪ শ্রাবণী সপ্তমী ও আশ্বিনী শুক্লা একাদশীতে তোটকাচার্য্য ও হস্তামলকের শিষ্যত্বে গ্রহণ, ২৬৫৪ পৌষী শুক্লা পূর্ণিমায় হস্তামলকের শৃঙ্গগিরিমঠে অভিষেক এবং সেই দিনেই তোটকাচার্য্যের প্রতি জ্যোতির্মঠে অভিষেকের সঙ্কেত, ২৬৫৫ বৈশাখী শুক্লা দশমীতে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দারুময় জগদীশ্বর-প্রতিষ্ঠা, গোবর্দ্ধনমঠস্থাপন এবং ঐ মঠে পদ্মপাদাচার্য্যের অভিষেক, ২৬৫৫ ভাদ্রী শুক্লা পৌর্ণমাসী হইতে ২৬৬২ পৌষী অমাবস্যা পর্য্যন্ত অবচ্ছিন্ন দিগ্বিজয়মহামহোৎসাহ এবং বৌদ্ধ-প্রভৃতি ১০৩২টী বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপমর্দ্দন, সুধন্ব-প্রমুখ নরপতিগণের প্রতি উত্তমরূপে প্রজাপালনের আজ্ঞাদান, বর্ণাশ্রমবিহিত বৈদিকধর্ম্মের মর্য্যাদা-স্থাপন, নিখিল যোগমাহাত্ম্য-প্রকটন, অশেষজনরঞ্জন, ভূলোকের উদ্ধার, কাশ্মীরমণ্ডলে শারদাপীঠে বাস, তদনন্তর ২৬৬৩ কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে কৈলাস-ধামে প্রবেশ।

উল্লিখিত তালিকাটীর প্রাচীনতা ও মৌলিকতা সম্বন্ধে বড়ই সন্দেহ। কারণ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরকভাষ্য পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয়, সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু উদ্ধৃত তালিকায় এমন সকল কার্য্যের উল্লেখ আছে, যাহা ভগবান্ আচার্য্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার মতের ও কার্য্যের সম্পূর্ণ বৈষম্য উপস্থিত হয়। যেমন উক্ত তালিকায় ২৬৫৫ বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশীতে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দারুময় জগদীশ্বর-প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। অথচ ভগবান্ ভাষ্যমধ্যে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব, ব্রহ্মের নিরাকারত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বারংবার শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার ভাষ্য বিশ্বাস করিলে তালিকায় বিশ্বাস করা যায় না, আবার তালিকায় বিশ্বাস স্থাপন করিলে ভাষ্যে বিশ্বাস করা যায় না। আমার বোধ হয়, পরবর্ত্তী কোন শঙ্করাচার্য্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দারুময় জগদীশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন, উহাই উক্ত তালিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। কারণ যখন যিনিই শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত মঠের অধিকারী হন, তিনিই শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব ঐরূপ কোন পরবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্যই হয়ত ভ্রমক্রমে তালিকা মধ্যে প্রথম শঙ্করাচর্য্যের স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন। আর তালিকায় উল্লিখিত কাল সম্বন্ধেও আমাদের মহাসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত-খণ্ডনেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মহিমা প্রকটিত। অথচ ২৬৩১ কল্যব্দ বা খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯ অব্দে তাঁহার আবির্ভাব-কাল স্বীকার করিলে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পরাজয়-

জনিত গৌরব ভগবানে পৌঁছায় না। যেহেতু তখন বুদ্ধদেবের জন্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু উহাদের দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি অথবা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষ কিছু অভ্যুন্নতি হয় নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ শাক্যসিংহ খ্রীঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ৮০ বৎসর জীবিত থাকিয়া খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে নির্ব্বাণ লাভ করেন। তিরোভাব-কালে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা অধিক ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ ভারতসম্রাট্ অশোকের রাজত্ব-কালেই বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিরূঢ় হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ২৫৯ অব্দে মহারাজ অশোক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন, খ্রীঃ পূঃ ২২৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ৩৭ বৎসরব্যাপী রাজ্য-কালের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের জয়পতাকা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীন হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যেই পাটলিপুত্র নগরে মহাবোধি-সঙ্ঘের অধিবেশন ও বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত যত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। তাহার পর, বৌদ্ধধর্ম্ম যখন জগদ্ব্যাপী হইয়া বৈদিক-ধর্ম্মের বিলোপ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখনই মহাত্মা কুমারিলভট্ট ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, বিনা প্রয়োজনে মহাপুরুষগণের উৎপত্তি হয় না। যখন লোকে বৌদ্ধধর্ম্মের উদারনীতি বিস্মৃত হইয়া নীতিবিচ্যুত তান্ত্রিক-বৌদ্ধধর্ম্মে আসক্ত হইতে লাগিল, শূন্যবাদ মানবসমাজকে নাস্তিকতার সরলপথ প্রদর্শন করিয়া ভীষণ নরকে নিমজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইল, সেই সময়েই ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের নিমিত্ত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ আচার্য্য শঙ্কর, নাগার্জ্জুন ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রভৃতি যে সকল বৌদ্ধ-দার্শনিকের

মত খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারাই ২৬৩১ কল্যব্দ খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯ অব্দের বহুকাল পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে এবং ধর্ম্মকীর্ত্তি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন। শঙ্কর, ধর্ম্মকীর্ত্তির মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার প্রধান শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য মত-খণ্ডনকালে বিশেষভাবে ধর্ম্ম-কীর্ত্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কারণে আমরা জগদ্গুরু শঙ্করাশ্রমস্বামীর প্রচারিত তালিকার উপর নির্ভর করিতে পারিলাম না। কে. বি. পাঠক মহাশয়ের প্রকাশিত "ত্রিপত্র'' কেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান সময় হইতে ১১১৫ বৎসর পূর্ব্বে (৭৮৮ খৃঃ) ভগবানের আবির্ভাবকাল স্থির করিলাম।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শঙ্কর অদ্বৈতমতের প্রবর্ত্তক। তিনি কপিল গোতমপ্রভৃতি দার্শনিকগণের দ্বৈতপ্রতিপাদক মত-সকল খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রুতিসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? কেহই বলিতে পারেন না। একই শ্রুতির দ্বৈতবাদিগণ দ্বৈতপক্ষে ও অদ্বৈতবাদিগণ অদ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যা করেন। বৈদান্তিকমতে বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়নান্তে শুদ্ধচিত্ত এবং শম দম-তিতিক্ষাদি-গুণসম্পন্ন শিষ্যকে গুরু "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের উপদেশ প্রদান করিবেন। উহার তাৎপর্য্য—তৎ (সেই ব্রহ্ম) ত্বং (তুমি) অসি (হও) অর্থাৎ হে শিষ্য! তুমিই সেই ব্রহ্ম। শিষ্য তখন "অহং ব্রহ্ম" ইত্যাকার ধ্যান করিবেন। অদ্বৈতমতে আমি বলিলে আমাকে উপাধিযুক্ত বুঝি, বাস্তবিক সে উপাধি আমার নিত্য

উপাধি নহে। ব্রহ্ম শব্দের যে অর্থ, প্রকৃত পক্ষে আমি তাহাই। কেবল ভ্রমবশতঃই আমি আমাকে বিশেষ কোঁন উপাধিযুক্ত জ্ঞান করিতেছি। গুরুর নিকট পরোক্ষ-ভাবে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আপনাকে নিত্য শুদ্ধ মুক্ত উপাধি-শূন্যস্বরূপ বুঝিয়া ব্রহ্মই আমি, এই রূপ ধ্যান করিতে থাকিব। ক্রমে ধ্যান ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিব, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম হইয়া যাইব। বস্তুর স্বরূপ না জানিয়া অপরের নিকট হইতে সেই বস্তুর প্রকৃত বিবরণ শুনিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান কহে। যেমন আমি কখনও মিষ্টান্ন খাই নাই, কোন ব্যক্তি আসিয়া মিষ্টান্নের বিবরণ আমার নিকট জ্ঞাপন করিল, তখন আমার মিষ্টান্ন সম্বন্ধে যে জ্ঞান হইল, তাহার নাম পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ অবগত হইয়া যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ মিষ্টান্ন খাইয়া মিষ্টান্ন সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম অপরোক্ষ জ্ঞান। ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপ উপদেশ পাইলে ব্রহ্ম-বিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম পরোক্ষ জ্ঞান। যখন ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি হয়, তুমি আমি ইত্যাদি কোন ভেদ থাকে না, যখন "সোহহম্" হইয়া যায়, তখনই ব্রহ্ম-বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। তখন আর কিছু থাকে না, প্রত্যেক বস্তুতে ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি হয়, অদ্বৈতবাদিগণ তাঁহাদের চরম স্থলে উপনীত হন। অদ্বৈতবাদি-গণ আরও বলেন "জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ জ্ঞান আমাদের আছে, সেই ভেদকে যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের একটী স্বরূপতঃ

ভেদ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই রূপ ভেদ স্বীকার করিলে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। যদিও পরবর্ত্তী কালে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ-স্বামী ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য নানাবিধ যুক্তি দ্বারা অদ্বৈত-মত খণ্ডনপূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তথাপি শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতমতের গৌরব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে। বিদ্বদ্বর্গ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যের প্রতিই সমধিক শ্রদ্ধাবান্।

মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। তিনি দ্বৈতবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতির নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখ্যা করেন। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"! হে শ্বেতকেতো! তস্য ত্বং অসি, অর্থাৎ বৎস শ্বেতকেতু! তুমি তাঁহারই (সেই ব্রহ্মেরই) হও (নিত্য সেবক বা সহচর হও) সুতরাং জীব ব্রহ্ম নহে। এই মতানুসারে পরমেশ্বর স্বতন্ত্র পূর্ণস্বাধীন। জীব অস্বতন্ত্র পরমেশ্বরের অধীন। দ্বৈত-বাদিগণ জীব ও ব্রহ্মের অভেদচিন্তাকে বড় নিন্দা করেন। তাঁহাদের মতে জীব, ব্রহ্মও নহে, ভ্রমও নহে। অদ্বৈতবাদীরা জাজ্জ্বল্যমান জগৎকে যে সর্পরজ্জুবৎ বলেন এবং জীবে ব্রহ্মত্বের অধ্যাস করেন, উহা অযুক্ত।

উপসংহারে বক্তব্য, আমি আমার সামান্য জ্ঞান ও ক্ষুদ্র-শক্তি অনুসারে "শঙ্করাচার্য্য-চরিত" প্রণয়নে পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই। এখন পাঠকবর্গ ইহা পাঠে যৎকিঞ্চিৎ প্রীতি লাভ করিলেই আমার পরিশ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব। এই গ্রন্থ যতই অযোগ্য হউক না কেন, আশা করি, ইহার আলো-

চনায় কাহারই ক্ষতি হইবে না। কারণ ভগবানের পুণ্যময় চরিত্রের অনুশীলনে যে, হৃদয়ে পবিত্রতা আনয়ন করে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। যাঁহাদের সৎপরামর্শে ও উৎসাহে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল, তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ভূমিকা শেষ করিলাম।

কলিকাতা
১১নং গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন
১লা আষাঢ়, শকাব্দ ১৮২৩

শ্রী[illegible]চন্দ্রশর্ম্মা।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

শঙ্করাচার্য্য-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

জন্মভূমি ও পিতৃকুল।

দক্ষিণাপথে কেরল * জনপদ অতিপুরাতন ও প্রসিদ্ধ। ঐ প্রদেশে বৃষনামক একটী পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। তাহার নিতম্ব-দেশে পুণ্যসলিলা পূর্ণা নদী প্রবাহিতা। সেই স্রোতস্বিনীর পবিত্র তটে একটী মন্দিরে রাজশেখরনামক নৃপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি বিরাজমান ছিলেন। জনপদবাসীরা অতিভক্তি সহকারে ঐ পাষাণমূর্ত্তি মহাদেবের অর্চ্চনা করিত। মন্দিরের অনতিদূরে "কালটি" নামক একটী অগ্রহার অথবা ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম আছে। সেই গ্রামে "বিদ্যাধিরাজ" † নামক বিখ্যাত পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার জন্মান্তরীণ পুণ্য-প্রভাবে

---

* কাবেরী নদীর উত্তর, পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের পশ্চিম, সমুদ্র-পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশকে কেরল দেশ কহে। উহার বর্ত্তমান নাম কাণাড়া।

† কথিত আছে, বিদ্যাধিরাজ "নম্বুত্তিরী" ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত ছিলেন। নম্বুত্তিরীরা এখন নম্বুরী নামে পরিচিত। ইঁহারা ৬৪ প্রকার বিশেষ নিয়ম পালন করেন। (১৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এক পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই শিশুকে দেখিলে মনে হইত যেন তাঁহার অভ্যন্তরে নিরন্তর ব্রহ্মতেজঃ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শিশুর যথাবিধি সংস্কারাদি সম্পন্ন হইল। পিতা সেই বালকের "শিবগুরু" এই আখ্যা প্রদান করিলেন। উপনয়ন বা বেদারম্ভ হইলে শিবগুরু ব্রহ্মচর্য্য পরিপালনের নিমিত্ত গুরুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি গুরু-শুশ্রূষায় অনুরক্ত থাকিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন রক্ষা করিতেন। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে যথাবিধি হোমক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বেদাধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। শিবগুরু অধীত বেদের সূক্ষ্মরূপে অর্থবিচার করিতেন। কারণ, বিনা বিচারে অর্থবোধ হয় না। বেদ একান্ত দুর্বোধ।

বেদসকল সম্যক্ অধীত ও তাহার অর্থ আলোচিত হইলে, শিষ্যানুরাগী অধ্যাপক শিবগুরুকে বলিলেন "বৎস! তুমি আমার নিকট ষড়্-অঙ্গের * সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ এবং উহার অর্থবিচারেও বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে। তুমি যদিও আমাতে একান্ত অনুরক্ত, তথাপি আমি আদেশ করিতেছি, সংপ্রতি গৃহে গমন কর, আর বিলম্ব করিও না। স্বজ-

---

* বেদের ছয়টি অঙ্গ যথা;—১ম, শিক্ষা। এই শাস্ত্রে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত প্রভৃতি স্বরভেদে শব্দের উচ্চারণ প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। ২য, কল্প। এই শাস্ত্রে যাগক্রিয়ার উপদেশ আছে। ৩য়, ব্যাকরণ। ইহা স্বপ্রসিদ্ধ, এই শাস্ত্র পাঠে শব্দের বুৎপত্তি অবগত হওয়া যায়। ৪র্থ, নিরুক্ত। ইহাতে তাৎপর্য্যের সহিত বৈদিক শব্দসমূহের অর্থ লিখিত হইয়াছে। ৫ম, ছন্দঃ। এই শাস্ত্রপাঠে নিয়মিত অক্ষর ও মাত্রাযুক্ত চতুষ্পদীপ্রভৃতির রচনা প্রণালী জানা যায়। ৬ষ্ঠ, জ্যোতিষ। এই শাস্ত্রপাঠে সূর্য্যাদি-গ্রহগণের গতি, স্থিতি-প্রভৃতিও গণিত জাতহোড়াদির সম্যক্ জ্ঞান হয়।

নেরা তোমার দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত আছেন। তুমি গৃহে গমন করিয়া বন্ধু বান্ধবের আনন্দ বর্দ্ধন কর। বৎস! যথাকালে ভূমিতে বীজ রোপণ করিলে যে প্রকার ফল উৎপন্ন হয়, বিপরীত সময়ে রোপিত বীজ কদাচ তাদৃশ ফল প্রদান করে না। তরুণ বয়সই বিবাহের পক্ষে যোগ্য কাল। এই সময় পরিণয় সম্পন্ন হইলে উপযুক্ত সন্তানাদি লাভ হয় এবং তাহাতেই পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। নতুবা অসময়ে বিবাহে কি ফল? উহা সম্পূর্ণ বৃথা হইয়া থাকে। সন্তানের জন্ম হইতেই পিতা মাতা কেবল বৎসর গণনা করেন। তাঁহাদের স্বভাবই এইরূপ যে তাঁহারা প্রথম সন্তানের উপনয়ন, অনন্তর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা চিন্তান্বিত হইয়া থাকেন। সৎকুলোৎপন্ন জনগণ যাহাতে পিতৃলোকের পিণ্ড-বিচ্ছেদ না হয় তজ্জন্য পুত্রগণের পরিণয় কামনা করেন। কারণ সন্তান উৎপন্ন হইলে আর পিতৃপুরুষের পিণ্ড-লোপের সম্ভাবনা থাকে না। বৈদিক যজ্ঞবিধির বিচার দ্বারাও এই অর্থ পরিজ্ঞান হয় যে পত্নীর সহিত মিলিত হইলেই ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে অধিকার জন্মে *। বেদবিদ্‌গণের ইহাই অভিপ্রেত।

শিবগুরু অধ্যাপকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "গুরো! আপনি যাহা বলিলেন উহা সত্য, কিন্তু গুরু গৃহে বেদাধ্যয়ন পরিসমাপ্ত হইলেই যে গৃহী হইবে, অন্য আশ্রম অবলম্বন করিবে না, এরূপ কোনই নিয়ম নাই। ব্রহ্মচারী যদি সংসারের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত হন তবে সংন্যাস আশ্রয় করিবেন, আর যদি তাঁহার

* সহোভৌ চরতাং ধর্ম্ম মিতিশ্রুতিঃ।

বিষয়বাসনা থাকে, তবে তিনি গৃহস্থ হইবেন। এই প্রথা চির-ক্ষুণ্ণ রাজপথের ন্যায় সর্ব্বদা বিদ্যমান। গুরো! আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব, মৃগচর্ম্ম পরিধান, দণ্ডধারণ ও নিত্য-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যাবজ্জীবন আপনার পার্শ্বে অবস্থান করিব এবং অধীত বেদের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিব, যাহাতে উহা কখনও আমার স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত না হয়। দার-পরিগ্রহ ততক্ষণ পর্য্যন্ত সুখপ্রদ, যতক্ষণ উহার সুখ হৃদয়ে অনু-ভূত না হয়। পরে ক্রমে ক্রমে উহা বিরস হইয়া পড়ে। গুরো! অনুভবগম্য বিষয়ের অপলাপ করিতেছেন কেন? যদি বলেন গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া যথাবিধি যজ্ঞ করিলে স্বর্গফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীতে বাস করিয়া সমুদয় বিধি পালন পূর্ব্বক যজ্ঞ করা এক প্রকার অসম্ভব। যদি গৃহী নিঃস্ব হন,তাহা হইলে যথাবিধি দানাদি করিতে অথবা স্বয়ং ভোগ করিতে সমর্থ হন না, সুতরাং তাঁহার নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আর সংসার যদি ধনধান্যে পূর্ণও হয় তথাপি মোহপ্রযুক্ত কেহই উহা পূর্ণ মনে করে না। অতএব যে যে বিষয়ে অভাব বোধ হয় তাহাতেই নরকযন্ত্রণার ন্যায় দুঃসহ ক্লেশ অনুভব করে।

শিবগুরু গুরুকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পিতা পুত্রকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য সমুপস্থিত হইলেন। তিনি বহু অনুনয় পূর্ব্বক পুত্রের দ্বারা তদীয় গুরুকে প্রচুর দক্ষিণাদ্রব্য প্রদান করিলেন এবং গুরুর আদেশক্রমে পুত্রকে লইয়া গৃহে আগমন করিলেন। কৃতবিদ্য শিবগুরু গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমেই জননীর চরণ বন্দনা করিলেন।

মাতাও স্নেহসহকারে আলিঙ্গন করিয়া তনয়ের বিরহ-জনিত খেদ পরিত্যাগ করিলেন। শিবগুরু বহু কাল পরে গৃহে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া বন্ধুরা তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত আগমন করিলেন। শিবগুরুও প্রত্যুদ্গম প্রভৃতি বিনীত ব্যবহার দ্বারা তাঁহাদের বিত্ত ও কুলানুরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধিরাজ পুত্রের শাস্ত্রে কি প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে জানিতে ইচ্ছা করিয়া বেদ ও উহার পদক্রম * এবং জটাদি † বিষয়ে ও ভট্টপাদের সিদ্ধান্ত ‡ প্রভাকরের মত, (১) কণাদ (২) গোতম (৩) কপিল (৪) প্রভৃতির দর্শনসংক্রান্ত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শিবগুরু

---

* বেদ মন্ত্রের পদ বিভাগের নিয়ম।

† ঋগ্বেদের পারায়ণ দুই প্রকার। প্রকৃতি রূপ ও বিকৃতি রূপ। প্রকৃতি-রূপ দুই প্রকার যথা;—রূঢ় ও যোগ। বিকৃতিরূপ আট প্রকার যথা; জটা মালা, শিখা, লেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ, ঘন। এই সকল শব্দে বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ বুঝায়। বেদপাঠ কালে ইহার প্রকৃত পরিচয় হয়।

‡ কুমারিল ভট্টের নামান্তর ভট্টপাদ। ইনি মীমাংসা দর্শনের বার্ত্তিক রচনা করেন।

(১) ভট্ট প্রভাকর মীমাংসা দর্শনের টীকাকার। ইনি একজন মত প্রবর্ত্তক। ইঁহার মত গুরু মত নামে অভিহিত।

(২) মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের সূত্রকার।

(৩) মহর্ষি গোতম ন্যায় দর্শনের সূত্রকার।

(৪) মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রবর্ত্তক। ইনি আদি জ্ঞানী, কপিলের প্রকৃতি পুরুষবাদ, সাংখ্যসূত্র ও সাংখ্য তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থে বিবৃত আছে।

আনন্দের সহিত বিনয়নম্র বাক্যে জনকের ঐ সকল জিজ্ঞাসার উত্তর করিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রের শাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য অবলোকন করিয়া অতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন।

শিবগুরুর অসাধারণ গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ কন্যা প্রদানের নিমিত্ত বিদ্যাধিরাজের গৃহে গতায়াত করিতে লাগিল। প্রত্যহই তাঁহার গৃহ কন্যা সম্প্রদানেচ্ছু বিপ্রবর্গে পরিপূর্ণ হইত। কন্যাদানেচ্ছুগণের মধ্যে অনেকে বহু অর্থদানে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু বিদ্যাধিরাজ তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ পরীক্ষা-পূর্ব্বক মঘপণ্ডিত নামক কোন পবিত্র-কুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণের কন্যা প্রার্থনা করিলেন। তাহার পর কন্যার পিতা ও বরের পিতা কোথায় বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে ইহা লইয়া পরস্পর বিতর্ক উপস্থিত করিলেন। বরের পিতা কন্যার পিতাকে বলিলেন "আপনি আপনার পুত্রীকে আমার গৃহে আনিয়া সম্প্রদান করুন"। কন্যার পিতা বরের পিতাকে বলিলেন "মহাশয় আমি প্রতিশ্রুত অর্থের দ্বিগুণ আপনাকে প্রদান করিতেছি, আপনি অনুকম্পা পূর্ব্বক গৃহে আসিয়া পুত্রের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করুন"। বরের পিতা বলিলেন "মহাশয় আপনি আমার গৃহে কন্যা আনয়ন পূর্ব্বক বিবাহ সম্পন্ন করুন, আমি এ বিষয়ে আপনার নিকট কিছুই প্রার্থনা করিব না"। এইরূপ পরস্পরের মতভেদ অবলোকন করিয়া একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কন্যার পিতাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনি বরের গৃহে লইয়া গিয়াই কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হন, নচেৎ যদি কেহ বিরোধ জন্মাইয়া এই বরে কন্যা সম্প্রদান করে, তথন আপনি

কি করিবেন ?” কন্যার পিতা বরের রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন।

তাহার পর বিদ্যাধিরাজ এবং মঘপণ্ডিত উভয়ে কুলদেবতাকে পূজা করিয়া পরস্পর পুত্র কন্যার বিবাহের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর্তৃক যথাশাস্ত্র বিবাহলগ্ন স্থিরীকৃত হইলে শুভ মুহূর্ত্তে বিদ্যাধিরাজ ও মঘপণ্ডিত যথাবিধি তনয় তনয়ার পরস্পর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বন্ধুবর্গ বিবিধভূষায় বিভূষিত নব দম্পতীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিল। বিবাহানন্তর শিবগুরু ভাবি যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কৃতী ঋত্বিক্‌গণের সহিত সমবেত হইয়া নিজ ভবনে গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক তিন প্রকার অগ্নি স্থাপন করিলেন। যে পুরুষ বিবাহকালে অগ্ন্যাধান না করেন, তিনি উত্তর কালে যজ্ঞাদিকার্য্যে অধিকারী হন না। শিবগুরু বিবিধ যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ তর্পণ, অতিথি সেবা, সৎপাত্রে দান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্য দ্বারা সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহ বেদ পাঠ, বেদাধ্যাপন, পরোপকার প্রভৃতি কার্য্যই তাঁহার জীবনের মুখ্যব্রত ছিল। তিনি যেমন সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়, সেইরূপ বিদ্বান্‌ ও ক্ষমাশীল ছিলেন। গর্ব্ব কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না, সর্ব্বদা বিনয় নম্র ব্যবহার দ্বারা জনসাধারণের পরিতোষ উৎপাদন করিতেন। এইরূপ শ্রুতিস্মৃতি বিহিত বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন কিন্তু পুত্রমুখ সন্দর্শন করিতে পারিলেন না। পুত্র উৎপন্ন না হওয়ায়

শিবগুরু একান্ত দুঃখিত থাকিতেন ; গো, হিরণ্য, শস্যশালিনী ভূমি, মনোহর ভবন, বন্ধুজনের সমাদর প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইত না।

জন্ম।

একদিন তিনি বিষণ্ণমনে ভার্য্যাকে বলিলেন "প্রিয়ে! আমাদের শারীরিক সামর্থ্যের সহিত বয়সের অর্দ্ধ অতিবাহিত হইল। যাহা ইহলোকে একান্ত সুখকর সেই পুত্র মুখ এ পর্য্যন্ত অবলোকন করিতে সমর্থ হইলাম না। এখনও যদি আমাদের পুত্রমুখ সন্দর্শন ঘটিত, তাহা হইলেও আমাদের মরণ সুখের হইত। কিন্তু আমি নিরন্তর চিন্তা করিয়াও পুত্র লাভের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না। হায়, একান্তই আমার জন্ম বিফল। লোকে পুত্রহীন ব্যক্তির জীবনকে ফলশূন্য তরুর ন্যায় বলিয়া থাকে।

পতির বাক্য শ্রবণে শিবগুরুপত্নী বলিলেন নাথ! চল আমরা মহাদেবের শরণাগত হই। তাঁহার সেবা করিলে নিশ্চয়ই আমাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে। তিনি ভক্তের অভীষ্ট-পূরণে কল্পবৃক্ষ-সদৃশ। মহাদেবের আরাধনায় যে সমুদয় অভীষ্ট-সিদ্ধি হয় উপমন্যুর সৌভাগ্যলাভই উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিবগুরু পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রলাভের নিমিত্ত চন্দ্র-শেখরের আরাধনায় অভিলাষী হইলেন। তিনি সমীপবর্ত্তিনী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীতে অবগাহন করিয়া জলমধ্যেই মহাদেবের উপাসনা করিলেন। কয়েক দিন কন্দমূল আহার করিয়া মহাদেবের পূজা ও ধ্যানে আসক্ত রহিলেন। তাঁহার পত্নীও একান্ত

বিমল প্রকৃতি। তিনি নানাবিধ নিয়ম উপবাসাদি ক্লেশ স্বীকার করিয়া নিরন্তর মহাদেবের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ মহাদেবের উপাসনায় সেই ব্রাহ্মণদম্পতীর অনেক দিন অতি-বাহিত হইল। কথিত আছে একদিন মহাদেব কৃপা-পরবশ হইয়া ব্রাহ্মণবেশে স্বপ্নে শিবগুরুর প্রত্যক্ষ হইলেন। তিনি শিব-গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে বিপ্র! তুমি কি বাঞ্ছা কর?" শিবগুরু বলিলেন "ভগবন্ আমি পুত্রার্থী, আমাকে একটি পুত্র প্রদান করুন। তাহার পর বিপ্ররূপী মহাদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে ব্রাহ্মণ তুমি কি সর্ব্বজ্ঞ এবং সকল গুণসম্পন্ন অল্পায়ু এক পুত্র প্রার্থনা কর, না মূর্খ গুণহীন দীর্ঘায়ু বহু পুত্র যাচ্ঞা কর?" তাহা শুনিয়া শিবগুরু বলি-লেন "প্রভো! আমার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সর্ব্বজ্ঞ এবং প্রখ্যাত-প্রতিভাসম্পন্ন এক মাত্র পুত্রই হউক। আমি নির্গুণ বহু পুত্র প্রার্থনা করি না"। তোমার সর্ব্বজ্ঞ তনয় লাভ হইবে, আর তপস্যার প্রয়োজন নাই, ভার্য্যার সহিত গৃহে গমন কর, এই কথা বলিয়াই সেই দ্বিজবেশধারী মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। ঐরূপ কথোপকথনে শিবগুরুর কিছুই অবিদিত রহিল না। তিনি পত্নীর নিকট সমুদয় বর্ণন করিলেন। পত্নী স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন "নাথ! শীঘ্রই আমাদের এক মহানুভব পুত্র উৎপন্ন হইবে"। তাহার পর সেই শিবপরায়ণ ব্রাহ্মণদম্পতী স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক বহু ব্রাহ্মণকে নানাবিধ ভোজ্য ও দক্ষিণাদ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন।

ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহে গমন

করিলে শিবগুরু ও পতিপরায়ণা তদীয় পত্নী প্রসন্ন-অন্তঃকরণে ব্রাহ্মণগণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিলেন। কিছু কাল পরেই শিবগুরুপত্নীর গর্ভ-সঞ্চার হইল। তিনি অনন্যসাধারণ তনয় গর্ভে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব দেহকান্তি লাভ করিলেন। তাঁহার গতি অলস হইল এবং অলঙ্কারাদি ধারণে একান্ত অনিচ্ছা জন্মিল। বন্ধুগণ তাঁহার জন্য নিত্য নিত্য কত উপাদেয় উপহার পাঠাইতেন কিন্তু শিবগুরুপত্নী সেই সকল বস্তু পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নূতন বস্তু প্রার্থনা করিতেন। দোহদাবস্থায় * তাঁহার কেবল মৃত্তিকার প্রতি রুচি হইত। একদিন তিনি স্বপ্নে মহাদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া সহসা জাগরিত হইলেন কিন্তু জাগরণের সহিত সেই দিব্যমূর্ত্তি তাঁহার দর্শনপথ হইতে অন্তর্হিত হইল। আর একদিন দেখিলেন তিনি সরস্বতীর সিংহাসনে উপবিষ্টা আছেন। এই সকল স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেই অনুমান করিতে লাগিল যে এই গর্ভস্থ শিশু এক আশ্চর্য্য চরিত্র-সম্পন্ন হইবে।

তাহারপর শুভগ্রহ যুক্ত ও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক ঈক্ষিত ও শুভলগ্নে সূর্য্যাদি গ্রহ সকল নিজ নিজ উচ্চস্থান † স্থিত হইলে শিবগুরুর পত্নী অতি সুখে এক অনুপম পুত্র প্রসব করিলেন। ‡ শিবগুরু

* অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় যে অভিলাষ জন্মে উহার নাম দোহদ।

† সূর্য্য মেষস্থ,মঙ্গল মকরস্থ, শনি তুলাস্থ এবং বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ হইলে।

‡ আনন্দগিরিকৃত 'শঙ্কর বিজয়' গ্রন্থে লিখিত আছে। সর্ব্বজ্ঞনামা কোন ব্রাহ্মণের কামাক্ষীনাম্নী পত্নী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাধ্বী ও সুলক্ষণযুক্তা। এক সময় সর্ব্বজ্ঞ ও কামাক্ষী চিদম্বরনামক মহাদেবের আরাধনা করিয়া এক কন্যা লাভ করেন। ঐ কুমারী সর্ব্বদা মহাদেবের ধ্যানে আসক্তা থাকিতেন বলিয়া বিশিষ্টা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিশিষ্টার বয়স যখন অষ্টম বর্ষ, তখন তাঁহার পিতা বিশ্বজিৎ নামক কোন ব্রাহ্মণকে কন্যা সম্প্রদান

পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সুখসাগরে মগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি জাত কর্ম্ম প্রভৃতি বৈধ আচার সম্পন্ন করিয়া পুত্রের মঙ্গল কামনায় বহু ধন, ধেনু প্রভৃতি বিতরণ করিলেন। সেই শিশুর জন্ম দিন * সকলের পক্ষেই অতিশয় আনন্দদায়ক হইল। দিক্‌সকল প্রসন্ন হইল, তরুলতা কুসুমরাশি বিতরণ করিতে লাগিল, মেঘগণ সুবর্ষণ দ্বারা ধরাতলকে স্নিগ্ধ এবং সুশীতল করিল। সূর্য্যোদয়ে যেমন পৃথিবীর কান্তি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং বিনয় দ্বারা বিদ্যার যে প্রকার শোভা বৃদ্ধি হয়, সদ্যো-জাত তনয়কে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া প্রসূতি ও সেই প্রকার শোভা

করেন। পরিণয়ের পরও বিশিষ্টা সর্ব্বদা মহাদেবের উপাসনায় রত থাকিতেন। স্বামী তাঁহাকে ঐ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া সংন্যাস আশ্রয় করেন। বিশিষ্টা সেই দিন হইতে বিশেষ পূজা ধ্যানাদি দ্বারা মহাদেবের পরিতোষ উৎপাদন করেন। একদা মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার মুখপঙ্কজে প্রবেশ করেন, সেই দিনই বিশিষ্টার গর্ভের সঞ্চার হয়। দশম মাস পূর্ণ হইলে তিনি বৈদিকধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে প্রসব করেন। (৯।১০ পৃঃ)

* বোম্বে—বেলগ্রামের "ত্রিপত্রে" লিখিত আছে—"নিধিনাগেভবহ্ন্যব্দে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ" ইহার অর্থ এই ৩৮৮৯ কল্যব্দে অর্থাৎ ৮৪৫ সংবতে কিংবা ৭০০ শকাব্দে ভগবান্ শঙ্কারাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ঐ মত স্বীকার করিলে বর্ত্তমান সময় হইতে ১১২৩ বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করের আবির্ভাব হইয়াছিল মনে করিতে হইবে। কিন্তু স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত দ্বারকা-তীর্থস্থ শারদামঠে যে একখানি অতি পুরাতন সংস্কৃত নামমালা আছে, উহাতে ভগবান্ শঙ্করের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমুদয় মঠাধিকারীরই নাম, কার্য্য ও সময় লিখিত আছে। উহার মতে ২৬৩১ কল্যব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ২৩৭১ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভূমিকায় বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ধারণ করিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পুত্রের জন্মসময় আলোচনা করিয়া শিবগুরুকে বলিলেন "আপনার এই পুত্র সর্ব্বজ্ঞ হইবে এবং অভিনব শাস্ত্রে প্রণয়ন করিবে। যত কাল পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তত কাল ইহার কীর্ত্তি ধরাতলে দেদীপ্যমান রহিবে"। শিবগুরু তখন আনন্দে এত অধীর হইয়াছিলেন যে, পুত্র কত কাল জীবিত থাকিবে, উহা জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। জ্ঞাতি বন্ধু ও সুহৃদ্‌-গণ এবং আত্মীয় রমণীগণ নানা উপহার লইয়া সূতিকা গৃহস্থিত পুত্র সন্দর্শনের নিমিত্ত আগমন করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যতাপে একান্ত পরিতপ্ত জনগণ পূর্ণচন্দ্র অব-লোকন করিয়া যে প্রকার আহ্লাদিত হয়, আত্মীয়গণও এই শিশুর সুন্দর মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া সেই রূপ আনন্দিত হইলেন। বহুকাল শঙ্করের আরাধনায় এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া পিতা শিবগুরু পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মণ্ডন-মিশ্র।

শঙ্কর যখন শৈশবে উপনীত, সেই সময় ষড়্দর্শনবেত্তা পণ্ডিতগণের বংশে পদ্মপাদ, হস্তামলক, তোটকাচার্য্য, উদঙ্ক, মণ্ডনমিশ্র, আনন্দগিরি, সনন্দন, চিৎসুখ-প্রভৃতি মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল জ্ঞানি-গণের মধ্যে মণ্ডনমিশ্রের বিবরণ অনেকটা কৌতুকাবহ তজ্জন্য আমরা প্রসঙ্গক্রমে উক্ত মনীষীর জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

মণ্ডনমিশ্র * রাজগৃহ † নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হিমমিত্র। মণ্ডন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, তিনি শৈশবে বিদ্যারম্ভ হইলেই অতি মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া নানা শাস্ত্রে অসীম বুৎপত্তি লাভ করেন। এদিকে শোণনদের তীরে একটি গ্রামে বিষ্ণুমিত্র নামক কোন ব্রাহ্মণের উভয়ভারতী ‡ নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেমন রূপবতী তেমনই গুণবতী ছিলেন। উভয়ভারতী শৈশব

---

* মণ্ডনমিশ্রের নামান্তর "বিশ্বরূপ"।

† "রাজগৃহ" মগধ বা বিহার প্রদেশের অন্তর্গত অতি প্রাচীন নগর। অদ্যাপি উহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখন সাধারণ লোকে উহাকে "রাজগিরি" বলে। পাটনার সন্নিহিত বক্তিয়ার পুর ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া রাজগিরিতে যাইতে হয়।

‡ আনন্দগিরিকৃত শঙ্করবিজয় গ্রন্থে মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী "সরসবাণী" নামে অভিহিত হইয়াছেন।

হইতে ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, জ্যোতিষ সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত-প্রভৃতি নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অতিশয় বিদুষী হইয়াছিলেন। মণ্ডন লোক-পরম্পরায় ঐ বিদুষী মহিলার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া উঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগী হইলেন। উভয়ভারতীও লোক-মুখে মণ্ডনের সুখ্যাতি শ্রবণে একান্ত উন্মনা হইলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার হৃদয়ে ঐ পণ্ডিতবরের দর্শনাকাঙ্ক্ষা বলবতী হইতে লাগিল। হিমমিত্র পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পরিয়া বিষ্ণুমিত্রের গৃহে দুইটি ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। বিষ্ণুমিত্র তাঁহাদের আদর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তাঁহারা বলিলেন "দ্বিজবর! আপনার দুহিতার শাস্ত্রে নৈপুণ্য, চরিত্রের পবিত্রতা ও ধর্ম্মানুরাগ-প্রভৃতি শ্রুত হইয়া রাজগৃহ-নিবাসী হিমমিত্র নামা ব্রাহ্মণ আপনার কন্যাকে নিজপুত্রের অনুরূপ স্থির করিয়া আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা আপনার নিকট কন্যা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। আপনি অনুকম্পা করিয়া হিমমিত্রের অভিলাষ পূর্ণ করুন। মণিযুগল পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করুক"।

বিষ্ণু মিত্র ইতিপূর্ব্বেই কন্যার মনোগত ভাব কথঞ্চিৎ অবগত ছিলেন সুতরাং তিনি বলিলেন "আপনারা আমার নিকট হিমমিত্রের যে অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন, উহা আমার অত্যন্ত প্রীতিকর, তথাপি আমি একবার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করি। কারণ কন্যা-সম্প্রদান কার্য্য স্ত্রীলোকেরই অধীন। যদি আমি পত্নীর অনুমতি গ্রহণ না করি, আর কোন কারণে আমার তনয়া দুঃখভাগিনী হয়, তাহা হইলে গৃহিণী আমার যথেষ্ট

তিরস্কার করিবার অবসর পাইবেন"। এই বলিয়া বিষ্ণুমিত্র পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "বরের যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, উহা না জানিয়া কিরূপে সম্মতি প্রকাশ করা যায়। যাহার ধন, চরিত্র ও কুল উৎকৃষ্ট, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে—কুল, শীল, বয়স্, রূপ, বিদ্যা,ধন ও সহায় এই সাতটি গুণের পরীক্ষা করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিবে। অবশিষ্ট বিষয়ের জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। অতএব অগ্রে এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা করা উচিত"। উহা শুনিয়া বিষ্ণুমিত্র বলিলেন "প্রিয়ে,তুমি যাহা বলিলে ঐরূপ বিশেষ কোন নিয়ম করিতে পার না। যদু-গোত্রোৎপন্ন দ্বারকাধিপ কৃষ্ণ যখন তীর্থ দর্শনচ্ছলে ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার কুলশীলাদি পরীক্ষা না করিয়াই কুণ্ডিননগরের অধিপতি রাজা ভীষ্মক আপন তনয়া রুক্মিণীকে তাঁহার করে অর্পণ করেন। যে কুমারিলভট্ট দুর্জ্জয় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া জগতে বৈদিক আচার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, এই মণ্ডনমিশ্র তাঁহারই প্রধানশিষ্য বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্মণের বিদ্যাই পরম ধন, অন্য ধনে প্রয়োজন কি? অতএব এই বরে সম্প্রদান করিলে যে আমার কন্যা সাতিশয় সৌভাগ্যবতী হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যাহা হউক, আমরা অগ্রে কন্যার মনোগত অভিলাষ পরিজ্ঞাত হইতে চেষ্টা করি। এই বলিয়া বিষ্ণুমিত্রও তাঁহার গৃহিণী কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। তবে কন্যার প্রফুল্লমুখ অবলোকনে তাঁহাদের সংশয় দূর হইল, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন এই বর কন্যার একান্ত অভীপ্সিত।

তাহার পর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। হিমমিত্র জ্যোতির্ব্বিদের দ্বারা বিবাহের মুহূর্ত্ত স্থির করিলেন। বিবাহ-দিবসে মণ্ডন, মাঙ্গলিক দ্রব্য সহ বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত শোণনদের তীরে উপনীত হইলেন। বিষ্ণুমিত্র শুনিলেন বহু সমারোহের সহিত জামাতা শোণ-তটে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রফুল্লচিত্তে অগ্রসর হইয়া বিবিধ বাদ্য সহকারে জামাতাকে গৃহে আনয়ন করিলেন এবং স্বাগত উচ্চারণ করিয়া মধুপর্কের সহিত জামাতাকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া বলিলেন "আমার কন্যা উভয়ভারতী এবং গৃহ, ধেনু, মণিরত্নাদি যাহা কিছু সমস্তই আপনি নিজের বলিয়া জানিবেন। অদ্য আমাদের কুল পবিত্র হইল এবং আমরা অদ্য সকলের নিকট আদরণীয় হইলাম, আমার গৃহে যাহা কিছু আছে ইহার কোন বস্তুই আপনি পরাধীন মনে করিবেন না"। অনন্তর বৈবাহিক হিমমিত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মহাশয়! ভাগ্যে বিবাহের কথা হইয়াছিল তাহাতেই সন্দর্শন ঘটিল নতুবা জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য আপনিই বা কোথায়, আর আমিই বা কোথায়"? প্রত্যুত্তরে হিমমিত্রও নানাবিধ বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেনও বলিলেন "আমারও যাহা কিছু প্রিয়বস্তু আছে সমুদয়ই আপনি নিজের বলিয়া জানিবেন। আপনি সর্ব্বদা বৃদ্ধমণ্ডলীকে সেবা করেন তজ্জন্যই আপনার মুখ হইতে এই সকল শোভন বাক্য উচ্চারিত হইতেছে। এইরূপে বিষ্ণুমিত্র ও হিমমিত্র উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে স্তুতিবাদ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন এবং উপস্থিত জনগণের মধ্যেও স্বেচ্ছা-বিহার হাস্য পরিহাস ও আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল। কন্যা-পক্ষীয় ও বর-পক্ষীয়

জনগণ বধূ-বরকে সন্দর্শন করিয়া সবিশেষ আনন্দ অনুভব করিল। বিষ্ণুমিত্র শুভলগ্ন উপস্থিত দেখিয়া উভয়ভারতীর কর-কমল মণ্ডনের করে অর্পণ করিলেন। মণ্ডনও শুভক্ষণে অনু-রাগিণী ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর, যে যাহা প্রার্থনা করিল, বধূবরের পিতা মাতা তাহাকে তাহাই দান করিয়া প্রীত হইলেন। মণ্ডনও স্বীয় গৃহ্যসূত্রোক্ত-পদ্ধতি অনুসারে বহ্নি-স্থাপন-পূর্ব্বক হোম করি-লেন এবং বধূ-লাজ হোমাগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইল। অনন্তর উভয়-ভারতী অগ্রে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলে মণ্ডনও অগ্নিপ্রদক্ষিণ-কারিণী পত্নীর সহিত পশ্চাৎ অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। হোমা-বসানে সমাগত দ্বিজগণকে ও অন্যান্য সুহৃদ-বর্গকে পরিতুষ্ট করিয়া গৃহে প্রেরণ করা হইল। মণ্ডন যথাবিধি অগ্নিরক্ষা করিয়া প্রফুল্লমনে চারিদিবস অগ্নিগৃহে বাস করিলেন। অনন্তর পঞ্চম দিবসে যখন বরের গৃহগমনের উদ্যোগ হইতেছে, তখন উভয়ভারতীর পিতা মাতা হিমমিত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন "আপনি অনুকম্পা করিয়া আমাদের কয়েকটি কথা শ্রবণ করুন। যে রূপ স্তন্যপায়িনী বালিকা কিছুই অবগত নহে, সেই রূপ আমাদের এই কন্যা কিছুই জানেনা। একটিমাত্র কন্যা বলিয়া কখনও গৃহকর্ম্ম করিতে বলা হয় নাই। অতএব আপনি ইহাকে নিজ কন্যার ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ এই কন্যার শুভ লক্ষণ দেখিয়া বলিয়াছিলেন "ইনি সাক্ষাৎ সরস্বতী, মানবীরূপে মর্ত্ত্য-লোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার চিহ্ন সকল বিদ্যমান। আপ-নারা কখনও ইঁহাকে কোন রূপ রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করিবেন

না”। সেই দিন হইতে আমরাও ইহাকে বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছি। আমার এই সরলা কন্যার শাশুড়ীকে বলিবেন যে, বধূর রক্ষা কার্য্যের ভার তাঁহারই অধীন। আমার এই লাবণ্যময়ী দুহিতা তাঁহার গচ্ছিত ধনস্বরূপ জানিবেন। তিনি যেন ক্রমে ক্রমে ইহাকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করেন। বাল্যকালে বালক বালিকাদের শিশুতা-নিবন্ধন অপরাধ অতিসুলভ কিন্তু যিনি বাটীর গৃহিণী তিনি সেই অপরাধ কখনই গ্রহণ করিবেন না। একবারে বিজ্ঞ হওয়া যায় না। দেখুন না, আমরা সকলেই ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি”।

অনন্তর তাঁহারা উভয়ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “বৎসে! তুমি আজ এক অভিনব অবস্থায় উপনীত হইলে। তুমি এই অবস্থায় সদাই বুদ্ধি-নৈপুণ্য দেখাইবে, কারণ তোমার শিশু-ব্যবহার পিতামাতার পক্ষে যেরূপ প্রীতিকর, অন্যের পক্ষে কদাচ সেরূপ হইতে পারে না। লোকে যাহাতে উপহাস না করিতে পারে তুমি সর্ব্বদা সেইরূপ ব্যবহার করিও। পরিণয়ের পূর্ব্বে মাতা পিতা কুমারীগণের রক্ষক বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু বিবাহ হইলে পর স্বামীই একমাত্র প্রভু। অতএব তুমি এক মাত্র পতির শরণাপন্ন হইও। স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি থাকিলেই ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সুখ লাভ করিতে পারিবে। বৎসে! পতি অভুক্ত থাকিলে তুমি কদাচ ভোজন করিও না, পতি দূর-পথে গমন করিলে কোন রূপ বেশভূষা করিও না, পতি রুষ্ট হইলে কোপপ্রকাশ করিয়া একটি কথাও বলিবে না, কেবল বলিবে আপনি আমায় ক্ষমা করুন। পতি প্রফুল্ল হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ প্রফুল্লতা প্রদর্শন করিবে, অধিক কি বলিব

ক্ষমাদ্বারাই সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে, ক্ষমার ন্যায় সদ্‌গুণ একান্ত দুর্ল্লভ। পতি গৃহে না থাকিলেও যদি তাঁহার আত্মীয় স্বজন অথবা কোন মহদ্ব্যক্তি তোমাদের গৃহে আগমন করেন, তাহা হইলে বহু সম্মান-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। বৎসে! পিতা মাতার ন্যায় শ্বশুর শাশুড়ীর আদেশ পালন করিবে এবং তাঁহাদের সেবা করিবে, সহোদরের মত দেবরের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিবে। ইহারা কুপিত হইলে সংসারে পরস্পর অনৈক্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাঁহারা এই সকল কথা বলিয়া বিরত হইলে মণ্ডন ও উভয়ভারতী সেই সকল হিতোপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের ও অন্যান্য গুরুজন এবং বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শঙ্করের শিক্ষা।

এদিকে বালক শঙ্কর প্রথম বর্ষে স্বীয় মাতৃভাষা ও দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াই অক্ষর-শিক্ষায় সমর্থ হইলেন। অনন্তর ক্রমে ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ-প্রভৃতি শুনিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যাহা একবার শ্রবণ করিতেন, তাহা আর বিস্মৃত হইতেন না, উহা অবিকল পাঠ করিতে পারিতেন। লিপিশিক্ষা সমাপ্ত হইলেই তাঁহার চূড়াকরণ হইল*। চূড়া-বিধান দ্বারা শঙ্করের দেহে এক অপূর্ব্ব কান্তির উদয় হইল। বৃদ্ধ শিবগুরু যথাসময়ে পুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন

* আনন্দগিরি লিখিয়াছেন তৃতীয়বর্ষে শঙ্করের চূড়াকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইতে দিল না। শঙ্করের বয়ঃক্রম যখন তিন বৎসর পূর্ণ হইল, তখন তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। অসময়ে মরণ হইল বলিয়া দুঃখ করিয়া কি হইবে? কাহার কোন্ কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়াছে সর্ব্বসংহারক কাল তাহা কিছুই বিচার করে না। প্রথমতঃ পুত্রমুখ দর্শনই দুর্লভ, পুত্রের বিভব-দর্শন তদপেক্ষাও অধিকতর দুর্লভ। শিবগুরু অতিকষ্টে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু পুত্রের বিভবদর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। শঙ্করের জননীর নাম ভদ্রা। তিনি শোকাকুল-চিত্তে জ্ঞাতিগণের দ্বারা পতির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। আত্মীয়গণ পতিহীনা শোকবিধুরা ভদ্রাকে নানা সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। সাধ্বী ভদ্রা মৃত পতির যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম মাসিক-শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডী-করণ প্রভৃতি স্বয়ংই সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে অসমর্থ হইলেন উহা জ্ঞাতিগণ দ্বারা সমাপ্ত করিলেন। অনন্তর তিনি শঙ্করের উপনয়ন সম্পন্ন করিবার জন্য একান্ত অভিলাষিণী হইলেন। যখন শঙ্করের বয়ঃক্রম পঞ্চম বৎসর, সেই সময় ভদ্রা জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের সহিত শুভ মুহূর্ত্তে শঙ্করের উপনয়ন কার্য্য * যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। উপনয়ন হইলে শঙ্কর গুরুর নিকট শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ,

* যদিও গর্ভ হইতে গণনা করিয়া অষ্টম-বর্ষেই ব্রাহ্মণের উপনয়ন বিহিত হইয়াছে কিন্তু উপনয়নার্হ যে বালক ব্রহ্মতেজঃ কামনা করেন তাঁহার পঞ্চমবর্ষে উপনয়ন সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন:—গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্। গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥ ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে। (মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ৩৬।৩৭ শ্লোক)।

জ্যোতিষ এই ছয়টি অঙ্গের সহিত চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলেন। ব্রাহ্মণ-কুমার শঙ্কর যদিও ক্ষুদ্রকায় ছিলেন কিন্তু তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা-দর্শনে সকলেই বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। তিনি প্রতিদিন এত অধিক অধ্যয়ন করিতেন যে, সহাধ্যায়ীদের মধ্যে কেহই তাঁহার সহিত অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইত না। শঙ্কর যখন যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, অল্প সময়ের মধ্যেই সেই শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। তিনি বেদাঙ্গ, বেদ, পূর্ব্বমীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রেই অনন্যসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার বাক্যবিন্যাসের অপূর্ব্ব ক্ষমতা জন্মিল। আন্বীক্ষিকী * বিদ্যায় সে সময়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। কপিলের সাংখ্যশাস্ত্রে ও পতঞ্জলির যোগদর্শনে তাঁহার অপূর্ব্ব পরিচয় হইল। তিনি ভট্টপাদের বার্ত্তিকসূত্রের পদার্থতত্ত্ব উত্তমরূপে অবগত হইলেন। এইরূপ শাস্ত্রালোচনায় ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ে অদ্বৈত-মত দৃঢ়ীকৃত হইতে লাগিল। তিনি অদ্বৈত-বিদ্যার সুখ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া আনন্দরসে অভিষিক্ত হইলেন। বস্তুতঃ কূপাদিতে জলপান করিলে যেরূপ তৃপ্তি লাভ হয়, বিস্তীর্ণ গঙ্গাদিতীর্থে জলপানে যে তদপেক্ষা অধিকতর সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় উহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পাঠাবস্থায় গুরুকুলে বাস-কালে শঙ্কর একদিন ভিক্ষাচরণের নিমিত্ত এক ধনহীন ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ-পত্নী ব্রহ্মচারী শঙ্করকে দেখিয়া আদরপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "আপনাদের ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তিদের যাঁহারা পূজা

* আন্বীক্ষিকী—তর্ক বিদ্যা।

অর্পণ করেন, তাঁহারাই ধন্য। বিধাতা আমাদিগকে ধনে বঞ্চিত করিয়াছেন, দারিদ্র্যবশতঃ আমরা যখন ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাদানে অসমর্থ হইলাম, অতএব আমাদের এই নিরর্থক জন্মে ধিক্"। এইরূপ করুণ বাক্য বলিতে বলিতে গৃহস্থপত্নী ব্রতী শঙ্করকে ভক্তিপূর্ব্বক কয়েকটি আমলকী-ফল প্রদান করিলেন। জ্ঞানী শঙ্কর ব্রাহ্মণ-পত্নীর বাক্যে অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যমোচনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় শঙ্করের প্রার্থনা ফলবতী হইল, অল্প সময়ের মধ্যেই সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহ সম্পদে পরিপূর্ণ হইল। এইরূপ চরিত্র-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া শঙ্কর গুরুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞান-পিপাসু বিদ্যার্থিবৃন্দ তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া থাকিত। শঙ্কর অতি উত্তম বক্তা ছিলেন। তাঁহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত ও ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক শোভা পাইত। তিনি অতিশয় সংযমী ছিলেন। শঙ্করের চরিত্রের এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে, কোন কারণেই তাঁহার চিত্তে বিকার উপস্থিত হইত না। তিনি যথার্থই আত্মজয়ী ছিলেন। তাঁহার বাক্‌চাতুর্য্যে সৌত্রান্তিক, যোগাচার্য্য, মাধ্যমিক * জৈন, † চার্ব্বাক, ‡ সাংখ্য,

---

* বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত প্রধানতঃ চারিটি যথা—সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক, বৈভাষিক ও যোগাচার। এখানে বৈভাষিক ভিন্ন অপর তিনটির কথা উক্ত হইয়াছে।

† জৈন-মত স্বতন্ত্র, উহা প্রায় বৌদ্ধ মতেরই তুল্য। মহাবীর স্বামী ঐ মতের প্রবর্ত্তক।

‡ চার্ব্বাক মত বৃহস্পতি-প্রবর্ত্তিত, ইহার নামান্তর লোকায়তিক দর্শন বা নাস্তিক দর্শন।

মীমাংসক, পাতঞ্জল, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক-প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী দার্শনিকগণের যুক্তি সকল কোথায় লয় প্রাপ্ত হইত *। শঙ্কর প্রতিপক্ষগণের সহিত বিচারকালেও ক্রোধের বশীভূত হই-তেন না। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন এবং কখনও কাহার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। লোভ, অসূয়া, অভিমান তাঁহার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়াছিল।

জননীর পরিচর্য্যা।

পাঠ সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী শঙ্কর যথাসময়ে গুরুকুল হইতে সমাবর্ত্তন † করিয়া গৃহে আগমন করিলেন। জননীর পরিচর্য্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ এই মাত্র তাঁহার নিত্য অনুষ্ঠেয় হইল। তাঁহাকে দেখিলে যুবকগণ যৌবনসুলভ দ্বেষ হিংসা ত্যাগ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিত। বৃদ্ধেরাও শঙ্করকে দেখিয়া আসন ত্যাগ করিয়া আসন দান করিতেন। সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইত। জননী ভদ্রা পুত্রের কোমল বাক্য, বিমল চরিত্র, মানসিক বল ও পরোপকারে অনুরক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া অপার

---

* শঙ্কর নিজে বৈদান্তিক ছিলেন বলিয়া এক বেদান্ত ব্যতীত বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক প্রভৃতি ও সাংখ্য পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায় এবং পূর্ব্ব মীমাংসা ইত্যাদি যাবতীয় দর্শনেরই যুক্তি সকল খণ্ডন করিয়াছিলেন।

† গুরুকুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের নাম সমাবর্ত্তন। ইহা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান।

আনন্দলাভ করিলেন। কথিত আছে—একদিন ভদ্রা বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন ধীরে ধীরে সমুদ্রগামিনী কোন দূরবর্ত্তিনী নদীতে স্নান করিতে গমন করিলেন। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হওয়ায় সূর্য্যমণ্ডল প্রখরকিরণ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। তিনি বহুক্ষণ সূর্য্যাতাপে দেবার্চ্চনায় নিরত থাকায় সূর্য্যের প্রখর কিরণে তাঁহার দেহ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। একাকিনী গৃহে আগমন করিতে সমর্থ হইলেন না, পুত্রের প্রতীক্ষায় নদীতীরে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে দেহ অবসন্ন হওয়ায় তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। মাতৃভক্ত শঙ্কর মাতার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন এবং দ্রুতপদে জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি অজ্ঞানাবস্থায় আছেন। ইহাতে শঙ্করের করুণ হৃদয় দুঃখে বিগলিত হইয়া গেল। তিনি জলসিক্ত নলিনীদলের দ্বারা বীজন করিতে করিতে জননীর মূর্চ্ছা অপনীত করিয়া অতি কষ্টে গৃহে আনয়ন করিলেন। শঙ্করের যোগপ্রভাবে রাত্রি মধ্যেই পূর্ব্ব কথিত তরঙ্গিণী তাঁহার গৃহ-সন্নিহিত বিষ্ণু-মন্দিরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইল। প্রভাতে তত্রত্য লোকেরা নব প্রবাহিত অপূর্ব্ব-স্রোতস্বিনী অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়-প্রকাশ ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

শঙ্করের এইরূপ লোকাতীত চরিত্রের বিষয় শ্রবণ করিয়া তদানীন্তন কেরলদেশের অধিপতি রাজা রাজশেখর একটি হস্তিনী উপহারসহ কোন অমাত্যকে শঙ্করের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি শঙ্করের নিকট আগমন পূর্ব্বক অতিবিনীত-ভাবে বলিলেন "মহাশয়! সুপ্রসিদ্ধ কেরলেশ্বরের আজ্ঞানুসারে আমি আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। সংগ্রাম-বিজয়ী কেরলদেশের অধিপতি রাজা রাজশেখর আপনার পদধূলি

লাভের জন্য একান্ত অভিলাষী। অতএব প্রভো! কৃপা করুন, আপনার পদধূলি-স্পর্শে পবিত্র রাজভবন অধিকতর পবিত্র হউক"। এই কথা বলিয়া অমাত্য বিরত হইলে শঙ্কর বলিতে লাগিলেন, "অমাত্যবর! আমি রাজার বদান্যতার বিষয় অবগত হইয়া একান্ত পরিতুষ্ট হইলাম কিন্তু আপনি তাঁহাকে বলিবেন, আমাদের অন্ন ভিক্ষালব্ধ, পরিধেয় মৃগ-চর্ম্ম, আমাদের কর্ম্ম শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত অতএব কষ্টসাধ্য। দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলদাতা বেদাদিশাস্ত্রই আমাদের একমাত্র শাসক। আমরা ব্রহ্মচারী, অতএব অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম-সকল পরিত্যাগ করিয়া করেণুদ্বারা গমন-প্রভৃতি কুৎসিত ভোগ্য বস্তুর ব্যবহার আমাদের একান্ত নিষিদ্ধ। আপনাকে সাধুবাদ, আপনি গৃহে গমন করিয়া আপনার প্রভুকে বলিবেন, সকলবর্ণই যাহাতে স্ব স্ব বিশুদ্ধ জীবিকা অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাঁহার তাহাই করা কর্ত্তব্য। তোমরা বর্ণোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ কর— একথা তিনি কাহাকেও বলিতে পারেন না।" অমাত্য কেরল-রাজের নিকট গিয়া ঐ সকল কথা বলিলে রাজা স্বয়ং শঙ্করের নিকট সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি অন্তেবাসিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আছেন, চন্দ্র কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিময় দেহে শ্বেতবর্ণ যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে। পরিধানে কৃষ্ণসার-চর্ম্ম, কটিদেশে মুঞ্জ-মেখলা। তিনি যেন কোন দ্যুলোকবাসী মানব-কলেবর পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাজা ভক্তি সহকারে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিয়া তদীয় চরণ-তলে দশ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা ও নিজরচিত তিনখানি নাটক * স্থাপন

* 'বালরামায়ণ' 'বালভরত' 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' এই তিনখানি সংস্কৃত নাটক ও নাটিকা রাজশেখর হরিবিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে মাধবা-

করিলেন। শঙ্কর, নাটক তিনখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং অনুরূপ পুত্রলাভ হইবে বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর বলিলেন "রাজন্ এই সুবর্ণমুদ্রাসকল কোন দরিদ্র গৃহস্থকে প্রদান করুন, উহাতে তাহার বহু উপকার হইবে। আমরা ব্রহ্মচারী, আমাদের সুবর্ণমুদ্রায় প্রয়োজন কি? এবম্প্রকার বিবিধ বাক্যে শঙ্কর স্বীয় অন্তঃকরণের নিস্পৃহ ভাব বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিলেন এবং রাজা রাজশেখরও শঙ্করের সহিত কথোপকথনে আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ-বোধ করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এদিকে বেদার্থবিৎ বিদ্যার্থিবৃন্দ শঙ্করের নিকট ফণিভাষ্য ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। সুধীবর শঙ্কর যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, নির্জ্জনে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করায় উহার সংস্কার তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। অন্তেবাসিগণ নিত্য নিত্য তাঁহার অধ্যাপন-কৌশল ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইত এবং এতাদৃশ অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়নের সৌভাগ্য ঘটিয়াছে বলিয়া আত্মসুখে নিমগ্ন থাকিত।

চার্য্য শঙ্করাচার্য্যের সহিত রাজা রাজশেখরের যে এই সাক্ষাৎকার বর্ণন করিয়াছেন ইহা পাঠ করিয়া নিশ্চয় প্রতীতি হয়, রাজা রাজশেখর ও রাজশেখরসূরি একই ব্যক্তি। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ বলেন বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজশেখরসূরি প্রাদুর্ভূত হন। ইহা দ্বারা বেলগাঁয়ের ত্রিপত্রে শঙ্করের যে আবির্ভাব কাল লিখিত আছে, উহার সহিত রাজশেখরের আবির্ভাব কালের ঐক্য হইতেছে। অতএব রাজশেখরসূরি ও রাজা রাজশেখর একই ব্যক্তি। রাজশেখর-কৃত আর একখানি নাটিকা দৃষ্ট হয়, উহার নাম 'কর্পূরমঞ্জরী'।

জননী শঙ্করের একমাত্র আশ্রয় ছিলেন এবং শঙ্করও জননীর অদ্বিতীয় অবলম্বন ছিলেন। উভয়ের বিচ্ছেদ উভয়ের পক্ষে একান্ত অসহনীয় ছিল। বন্ধুবান্ধবগণ কৃতবিদ্য শঙ্কর যাহাতে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কোন পবিত্র বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত শঙ্করের পরিণয় কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

সংন্যাস গ্রহণের অভিলাষ।

কিছুকাল পরে একদিন ঋষিতুল্য কতিপয় মনীষী * শঙ্করের সন্দর্শনের নিমিত্ত তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন। বিধিজ্ঞ শঙ্কর ভক্তি-নম্রভাবে জননীর সহিত তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। শঙ্কর প্রথমে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে মধুপর্ক ও পূজোপকরণ প্রদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে "আপনারা কৃপা করিয়া এই সকল আসন ও মধুপর্ক গ্রহণ করুন"—এই বলিয়া দণ্ডায়মান হইলে মনীষিগণ আসন গ্রহণ করিয়া শঙ্করের সহিত মোক্ষ-বিষয়ক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

* মাধবাচার্য্য স্বকৃত 'শঙ্কর বিজয়ে' এস্থলে যে সকল দেব ও ঋষির আগমনের কথা লিখিয়াছেন শঙ্করের জীবৎকালে তাঁহাদের আগমন কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অনেকে মনে করেন কতিপয় প্রভাব-সম্পন্ন অভ্যাগত শঙ্করের ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। শঙ্করের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থকার মাধবাচার্য্য তাঁহাদিগকেই বিশেষ দেব ও ঋষি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

অনন্তর শঙ্করের জননী ভদ্রা, সেখানে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন "অদ্য আমরা ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইলাম, যেহেতু ঋষিতুল্য-প্রভাব মনীষিগণের সন্দর্শন ঘটিল। প্রথম ভবাদৃশ মহাত্মাদের আগমনই দুর্লভ, তাহাতে আবার কৃপা করিয়া স্বয়ং আগমন করিয়াছেন। আরও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আপনারা আমার এই বালককে দয়ার্দ্র-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন" তিনি এইরূপ নানাবিধ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে পুত্রের বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মনীষিগণ সর্ব্বার্থদর্শী, তাঁহারা যেরূপে শিবগুরু শঙ্করের আরাধনা করিয়া এই পুত্র লাভ করেন, তাহা জানিতেন এবং মহাদেবের বরে শঙ্কর যে পরিমিতায়ু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, উহাও তাঁহাদের অবিদিত ছিল না, সুতরাং বলিলেন "অয়ি সাধ্বি! তোমার এই সর্ব্বজ্ঞ তনয় পরিমিতায়ু, ইনি অতি অল্পকাল পৃথিবীতে বাস করিবেন।"

পুত্র-বৎসলা ভদ্রা সেই ঋষিকল্প জ্ঞানিগণের অন্যতম এক মনীষীর সেই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ভীত ও শোকার্ত্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বায়ুতাড়িত কদলীতরুর ন্যায় ভূপতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। অনন্তর শঙ্কর কর্ত্তৃক তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইলে, তিনি অনেক প্রকার শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী শঙ্কর জননীকে ঐরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন "জননি! সংসারের স্থিতি একান্ত ক্ষণভঙ্গুর জানিয়াও আপনার কেন এইরূপ খেদ উপস্থিত হইতেছে? এই কলেবর নিতান্ত বিনশ্বর, মূর্খ ব্যক্তিরাও এই ক্ষণস্থায়ী দেহের প্রতি স্থিরবুদ্ধি প্রকাশ করে না,

আপনি পণ্ডিতা হইয়া কেন ঈদৃশ কলেবরের বিনাশ ভয়ে শঙ্কিত হইতেছেন? এই সংসারে কতবার জন্ম হইয়াছে, কতবার জন্ম হইবে, প্রত্যেক জন্মেই বহু পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করে। চিন্তা করিয়া দেখুন, এই সংসারে আপনি কত শত পুত্র কন্যার লালন পালন করিয়াছেন এবং আমিও কত শত রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি। এখন সেই সকল পুত্র কন্যা ও রমণীগণই বা কোথায়, আর আমরাই বা কোথায়? এই সংসারে স্ত্রীপুত্র-সমাগম প্রভৃতি পান্থসমাগমের তুল্য। পথিকগণ যেমন নানাদিগ্‌দেশ হইতে সমাগত হইয়া পান্থশালায় মিলিত হয় এবং পরদিন কে কোথায় চলিয়া যায়। সংসারে স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির সমাগমও সেই প্রকার। অজ্ঞানতাবশতঃ যাহারা নিয়ত সংসার-পথে পরিভ্রমণ করে তাহাদের অণুমাত্রও সুখ দেখিতে পাই না, বরং ঐ পথে জঠরযন্ত্রণা-প্রভৃতি বিবিধ দুঃখ ঘটিয়া থাকে। সংসারের যখন এইরূপ দুর্দ্দশা, অতএব আমি সংসারে আসক্ত হইব না, ভববন্ধন মোচনের নিমিত্ত চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিব।

মাতার অনুমতি গ্রহণ।

ভদ্রা শঙ্করের সংন্যাসগ্রহণের অভিলাষ বিদিত হইয়া আরও শোকার্ত্ত হইলেন। বাষ্পবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বাষ্পগদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন "বৎস! তুমি চতুর্থাশ্রম অবলম্বনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছ জানিয়া আমি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছি। তুমি অচিরাৎ ঐ বুদ্ধি পরিত্যাগ কর, আমার কথা শ্রবণ কর,

গৃহস্থ হও, পুত্র লাভ কর, অগ্রে যাগাদিদ্বারা দেবতাদিগকে প্রীত কর, তাহার পর সংন্যাস অবলম্বন করিও। এই চিরা-চরিত পদ্ধতির অন্যথাচরণ করিও না। আমি ভর্ত্তৃহীনা, তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে কিরূপে জীবনধারণ করিব ? বৎস ! তুমি অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও কি প্রকারে পুত্রপ্রাণা জননীকে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ ? আমাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া তোমার হৃদয় কি দ্রবীভূত হইতেছে না ? শঙ্কর শোকার্ত্ত জননীর এইরূপ বহু বিলাপ শ্রবণ করিয়া নানাবিধ উপদেশ দ্বারা তাঁহার সান্ত্বনা করিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "আমার মন সংসার কামনা করে না—কিন্তু জননী আমাকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। তিনি গুরু, তাঁহাকে বুঝাইব কিরূপে ? জননীর অনুজ্ঞা ব্যতীত কিরূপেই বা সংন্যাস গ্রহণ করি ?" তাহার পর তিনি কিছু দিন জননীর আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

সংন্যাস।

একদিন শঙ্কর গৃহসমীপবর্ত্তিনী নদীতে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময় এক কুম্ভীর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি উচ্চৈঃ-স্বরে জননীকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন "ভীষণ কুম্ভীর মুখব্যাদান-পূর্ব্বক আমার পদদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে, আমি কি করি ? আমার এমন সামর্থ্য নাই যে, ইহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া এক পদও গমন করিতে পারি অতএব জননি ! আমায় শীঘ্র রক্ষা করুন"। ভদ্রা শঙ্করের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে

তৎক্ষণাৎ নদী-তীরে উপস্থিত হইলেন। এবং পুত্রকে কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিতে লাগিলেন "হায় আমার একমাত্র পুত্রই জীবনের অবলম্বন, আমি মহাদেবের বহু আরাধনা করিয়া এই পুত্র লাভ করিয়াছিলাম, আমার দূরদৃষ্টবশতঃ তাহা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। হায় আমি কি করি, কি উপায়ে আমার তনয়ের জীবনরক্ষা হইবে? তথন শঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন "জননি! আমার জীবনরক্ষার এক উপায় আছে। যদি আমি সমস্ত বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ করি তাহা হইলে এই ক্রূর জলচর আমার পদদ্বয় ছাড়িয়া দিবে। অতএব আপনার অনুমতি হইলে আমি চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিতে পারি এবং আমার জীবন রক্ষা হয়।" শঙ্কর ঐ কথা বলিলে ভদ্রা অতিশীঘ্র পুত্রের সংন্যাস গ্রহণের অনুমতি করিলেন। মাতার অনুমতি পাইয়া শঙ্কর তৎক্ষণাৎ মনে মনে সংন্যাস গ্রহণ করিলেন। খল কুম্ভীরও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, সুতরাং তাঁহার মোক্ষলাভ * হইল। শিশু শঙ্কর নদীর তটে আসিয়া মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং বালকসুলভ ভয়ের অভিনয় করিতে লাগিলেন। ভদ্রা শঙ্করের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

---

* তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন সংসারসমুদ্রের প্রলোভন-রূপ কুম্ভীর শঙ্করকে আক্রমণ করিয়াছিল, তিনি জননীর অনুমতিক্রমে সংসার-সমুদ্র ত্যাগ করিয়া সংন্যাস গ্রহণ করায় তাঁহার মোক্ষ লাভ হইল।

অনন্তর শঙ্কর বলিলেন "জননি! আপনার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি এখন বিধিমত সংন্যাস অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সংন্যাসী হইয়া যাহা করিতে হয় যথাবিধানে উহা সম্পন্ন করি"। পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভদ্রা নিতান্ত শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন "বৎস! আমি তোমার জীবনরক্ষার জন্য সংন্যাস গ্রহণে অনুমতি করিয়াছি, এখন তুমি সত্য সত্যই আমাকে ত্যাগ করিতে চাহিতেছ ইহা আমার একান্ত অসহ্য। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলে কিরূপে আমার জীবন-নির্ব্বাহ হইবে এবং যদি আমি তোমার শোকে প্রাণত্যাগ করি তাহা হইলে কে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবে? উহা শ্রবণ করিয়া শঙ্কর বলিলেন "জননি! আমি সংন্যাস আশ্রয় করিলে আমার কিছুমাত্র সংগ্রহ থাকিবে না সত্য, কিন্তু আমার পৈতৃক ধন যাহারা গ্রহণ করিবে, সেই জ্ঞাতিগণই আপনার অন্ন বস্ত্র প্রদান করিবে। আমি গৃহ ত্যাগ করিলে যদি আপনার পীড়া অথবা মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে আমার জ্ঞাতিগণই আপনার শুশ্রূষা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। আমার পৈতৃক ধন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া এবং লোকাপবাদ ভয়ে তাহারা দাহাদি কার্য্যে অবহেলা করিতে পারিবে না"। জননী শঙ্করের ঐ কথা শুনিয়া একান্ত কাতর হইলেন এবং 'জ্ঞাতিগণ দাহাদি কার্য্য করিবে' এই কথা তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইল। তিনি বলিলেন "বৎস! তোমাকে আমি সংন্যাস গ্রহণে অনুমতি করিয়াছি সত্য, তথাপি আমার দেহপাত-সময়ে তোমার উপস্থিত থাকিতে হইবে এবং তুমি যথাবিধি আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করিবে। তুমি যদি আমার অগ্নি-

কার্য্য সম্পন্ন না কর, তবে তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমার কি ফল হইল ? যদি বল সংন্যাসীর দাহাদি কার্য্যে কোন অধিকার নাই* কিন্তু তুমি সাধারণ সংন্যাসী নহ, আমি তোমাকে সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার মনে করি। অতএব দেবতার পক্ষে এ কার্য্য কোন প্রকারেই বিরুদ্ধ নহে। দাহাদি কার্য্যের জন্য জননীর ঐরূপ নির্বন্ধ দেখিয়া শঙ্কর তাঁহার মানসিক খেদ দূর করিবার জন্য বলিলেন "জননি! আপনি যে আদেশ করিতেছেন, আমি সর্ব্বতোভাবে উহা প্রতিপালন করিব। আপনি সুস্থদেহে অথবা রোগাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া যখনই আমাকে চিন্তা করিবেন তখনই আমি স্বীয় আচার পরিত্যাগ করিয়া আপনার নিকটে আগমন করিব। আপনি আমার বাক্যে বিশ্বাস করুন, আমি আপনার দেহাবসান-কালে উপস্থিত থাকিয়া আপনার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিব।

অনন্তর শঙ্কর জননীর হিতকামনায় এক প্রধান জ্ঞাতিকে ডাকিয়া বলিলেন "আর্য্য! এক্ষণে আমার মন একান্ত সংন্যাস-গ্রহণের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, আমি দূরে যাইতেছি। আমার এই অনাথা বর্ষীয়সী জননীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনার প্রতি ন্যস্ত হইল, আমার প্রার্থনা, অনুকম্পাপূর্ব্বক আমার জননীর তত্ত্বাবধান করিবেন"। এই কথা বলিয়া অশ্রুসিক্তা রোরুদ্যমানা জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। শঙ্কর যোগবলে যে তরঙ্গিণীকে গৃহসন্নিহিত দেবমন্দিরের নিকটে

---

* সংন্যাসীর দাহাদিতে অধিকার নাই, এবিষয়ে মনু বলিয়াছেন যথা—

এবং সংন্যস্য কর্ম্মাণি স্বকার্য্যপরমোহস্পৃহঃ।
সংন্যাসেনোপহত্যৈনঃ প্রাপ্নোতি পরমাংগতিম্॥

আনয়ন করিয়াছিলেন, বর্ষাকালে উহার প্রবল তরঙ্গে দেব-মন্দিরের অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করিতেছিল। তিনি গমনকালে দেখিলেন ঐ মন্দির ভগ্নপ্রায়। সুতরাং ঐ মন্দিরস্থ নারায়ণ বিগ্রহকে একটি নিরাপদ স্থানে স্থাপন করিয়া "তুমি চিরকাল এই স্থানেই অবস্থান কর" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। শঙ্কর এখন সম্পূর্ণ সংসারবিরাগী, তাঁহার অন্তঃকরণে নির্ম্মল শান্তি বিরাজিত হইল। তিনি দমগুণে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু উপস্থ ও চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, নাসিকা, জিহ্বা-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার রোধ করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হইলেন। রাগ, দ্বেষ, শীত, উষ্ণ, প্রভৃতি পদার্থ-নিচয়ের সহিষ্ণুতা উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহার অন্তঃকরণ ক্ষমাশীল ও কোমল হইল। শ্রবণ ও মননাদি দ্বারা তাঁহার সমাধি বা চিত্তৈকাগ্রতা জন্মিল, তিনি গুরু ও বেদান্তবাক্যে শ্রদ্ধাশীল হইয়া এক অপূর্ব্ব প্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন। তাঁহার গৃহ ও বন্ধুবর্গের মমতা কোথায় বিলয় প্রাপ্ত হইল, বিজনে পরমাত্মার ধ্যানে নিরত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দনাথের আশ্রমে গমন।

একদা শঙ্কর রঞ্জিত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দণ্ড হস্তে ভ্রমণ করিতে করিতে নর্ম্মদাতীরে উপনীত হইলেন। তখন প্রচণ্ড-রশ্মি সূর্য্যদেব পশ্চিমাচলের শিখরদেশে অধিরূঢ়। দূরব্যাপি কাননে বিবিধ তরুরাজি পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিহগকুলের অস্ফূট মধুর ধ্বনি বনবাতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া শ্রোতার কর্ণ-কুহরে মধুধারা বর্ষণ করি-

তেছে। সমীপে পুণ্যতোয়া নর্ম্মদা, উহার বিমল সলিলে সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। শঙ্কর যাইতে যাইতে কাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, কুসুমের সৌরভবাহী মৃদুমন্দ সমীরণ তাঁহার পথশ্রান্তি বিদূরিত করিল। তিনি অদূরে তরুশাখায় মৃগচর্ম্ম ও কৌপীন বিলম্বিত দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন গোবিন্দনাথের আশ্রম তত দূরবর্ত্তী নহে। তাঁহার মনে কতিপয় প্রশ্ন উদিত হইল। উহার সদর্থ অবগত হইবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। যতীন্দ্রগণ একটি গুহা প্রদর্শন করিলে তিনি ঐ গুহা প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গোবিন্দনাথের স্তব আরম্ভ করিলেন। শঙ্করের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া গোবিন্দনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" শঙ্কর ঐ প্রশ্নের উত্তরে এমন ভাবে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন যে তদ্দ্বারা চার্ব্বাক, শূন্যবাদী, বৈশেষিক, তার্কিক, প্রভাকর-মতাবলম্বী সাংখ্যমতবাদী প্রভৃতি সকলের মতই নিরাকৃত হইল এবং শঙ্করের হৃদয় যে অদ্বৈতজ্ঞানে পরিপূর্ণ উহাও প্রকাশিত হইল। গোবিন্দনাথ বলিলেন "শঙ্কর! তুমি যথার্থ প্রজ্ঞাবান্, আমি সমাধিবলে জানিতে পারিয়াছি, তুমি ভূতলে অদ্বৈতমত প্রচারের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছ"। এই কথা বলিয়া তিনি শঙ্করকে নিকটে আহ্বান করিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ।

শঙ্কর গোবিন্দনাথের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চরণযুগল পূজা করিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদী হইলেও ইহা তাঁহার পক্ষে

অবিধেয় নহে। কারণ সংসারে গুরুপূজা একটি প্রধান আচার। তিনি এই পবিত্র আচরণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত উহার অনুষ্ঠানে যত্নশীল হইলেন। গোবিন্দনাথ ভক্তিমান্ শঙ্করের সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই চারিটি বাক্য দ্বারা শঙ্করকে ব্রহ্মভাব উপদেশ করিলেন। কথিত আছে পুরাকালে মহর্ষি বেদব্যাস "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান করেন। পরম তত্ত্বজ্ঞানী শুকদেব তাঁহার শিষ্য। শুকদেবের শিষ্য-পরম্পরা হইতে মহাত্মা গৌড়পাদ এই অদ্বৈত মত প্রাপ্ত হন। গোবিন্দনাথ সেই মহাজ্ঞানী গৌড়পাদের শিষ্য। বেদ, উপনিষদ্ ও দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা শঙ্করের হৃদয়ে এই অদ্বৈত জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও তিনি আচারানুরোধে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গোবিন্দনাথ হইতেই এই পরম তত্ত্ব লাভ করিলেন*। গোবিন্দনাথ শঙ্করকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াই সমাধিমগ্ন হইলেন। এ দিকে শঙ্করের হৃদয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্যক্‌রূপে বিকসিত হওয়ায় তাঁহার মুখ প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। হংসগণ বর্ষা-ঋতুর সমাগমে যেমন বিবিধ দুঃখ অনুভব করিয়া শরৎকালে প্রসন্নসলিলা কোন প্রবাহিণীর বিমল জলে ক্রীড়া করে, সেইরূপ পরমহংস শঙ্করও দ্বৈতবাদের পরস্পর-বিরোধী বিবিধ আবিল মত সকল অতিক্রম পূর্ব্বক অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এ দিকে প্রকৃতিরও এক

---

* ব্রহ্মবিষয়ে আপনা হইতে উপলব্ধি হইলেও তত্ত্বজ্ঞ গুরুর উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্রুতি দৃষ্ট হয় যথা;—সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ইতি শ্রুতিঃ।

অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল। শঙ্কর দেখিলেন গুরুদেব সমাধি-মগ্ন কিন্তু বেগবতী নর্ম্মদার জলপ্রবাহ দ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণগণের কলরবের ন্যায় কলকলধ্বনি করিতে করিতে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। উহা প্রত্যক্ষ করিয়া গুরুর সমাধিভঙ্গের আশঙ্কায় তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। কথিত আছে ;—তিনি নর্ম্মদা-সলিলে একটি নূতন কুম্ভ স্থাপন করিলেন এবং যোগবলে নর্ম্মদার সমুদয় সলিল আকর্ষণ করিয়া কুম্ভমধ্যে নিবেশিত করিলেন। তখন সেই উর্ম্মিমালিনী স্রোতস্বিনীর মুখরিত জলপ্রবাহ কোথায় অন্তর্হিত হইল। প্রকৃতি নিস্তব্ধ, শান্ত এবং গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। ক্ষণকাল পরে গোবিন্দনাথ প্রবুদ্ধ হইলেন। শিষ্যেরা শঙ্করের আশ্চর্য্য যোগবলের বিষয় তাঁহার নিকট নিবেদন করিল। তিনি উহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন। কিছুদিন পরে শরৎ ঋতুর আবির্ভাব হওয়ায় ধরাতল এক অভিনব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইল। আকাশমণ্ডল মেঘমুক্ত ও নির্ম্মল হইল। কাননে বিবিধ কুসুমরাজি বিকশিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল। হংস ও অন্যান্য জলচর বিহঙ্গসকল বিমলতোয়া স্রোতস্বিনীর বক্ষে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

এই মনোজ্ঞ সময়ে গোবিন্দনাথ শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "প্রিয়দর্শন শঙ্কর! ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা নির্ম্মল অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব যে প্রকার শোভা পায় সংপ্রতি শরৎ ঋতু সমাগত হওয়ায় নভোমণ্ডলও তদ্রূপ বিমল ও শোভাযুক্ত হইয়াছে। মায়ারূপ আবরণ মুক্ত হইলে তত্ত্ববিৎগণের বিশুদ্ধ বোধ যেরূপ প্রকাশ পায়, অধুনা মেঘসকল আকাশপথ বিমুক্ত করিয়া অন্তর্হিত

হওয়ায় সুধাংশুমণ্ডলও সেইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে এবং রাগ দ্বেষ, মাৎসর্য্য বিগত হইলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি যোগ-শাস্ত্রোক্ত আন্তরিক গুণসকল যেরূপ বিশুদ্ধ হইয়া শোভা পায়, মেঘসকল নির্গত হওয়ায় অন্তরীক্ষে শুদ্ধপ্রভ নক্ষত্রগণও সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। তোমার অন্তঃকরণ পরমহংস-গণের সংসর্গে যেমন পবিত্র ও নির্ম্মল হইয়াছে, এই সরোবর সকলও হংসগণের দ্বারা শোভিত হইয়া তদ্রূপ বিমল ভাব ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ তরুগণ সংপ্রতি যতিগণের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে। পুষ্পপরাগ উহাদের ভস্ম, পত্রসকল পরিধেয় বসন, ভ্রমরবৃন্দ জপমালা ও বৃন্তস্থিত কলিকাসকল কমণ্ডলুর কার্য্য করিতেছে। মহদ্ব্যক্তিরা ধ্যান ধারণা সমাধি শ্রবণ মনন ও নিধ্যাসনাদি দ্বারা কালযাপন ও পদধূলি দ্বারা জগৎ পবিত্র করিয়া জীবলোকে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকেন। বৎস! যখন এই নিয়ম আছে * অতএব আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নহে, জন্মমরণাদি—নিবন্ধন একান্ত সন্তাপজনক এই সংসাররূপ দাবানলের মেঘসদৃশ পরমার্থতত্ত্বের প্রকৃত পথ অবগত হইবার জন্য বারাণসীক্ষেত্রে গমন কর।

---

* যতিগণের সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করার প্রথা অতিপ্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। ঋষি, অর্থ ভ্রমণশীল। শঙ্কর গুরু গোবিন্দনাথের উপদেশে ঐ নিয়ম অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং পরেও যাহাতে ঐ নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য স্বয়ং ও "মঠাম্নায়" নামকপদ্ধতিতে লিখিয়া গিয়াছেন। যথা—স্ব স্ব রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠিত্যৈ সঞ্চারঃ সুবিধীয়তাম্। মঠেতু নিয়তং বাস আচাৰ্য্যস্য ন যুজ্যতে॥

কথিত আছে;—পুরাকালে হিমালয়-শিখরে এক মহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অত্রিপ্রভৃতি ঋষিগণ উহাতে ঋত্বিক্ ছিলেন। ঐ যজ্ঞে ইন্দ্রাদিসমুদয় দেবগণেরই শুভাগমন হইয়াছিল। পরাশর-তনয় মহর্ষি বেদব্যাস উহাতে বেদের মস্তক সদৃশ বেদান্ত-শাস্ত্রের উদার ব্যাখ্যা করেন। এক ঋষি বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আর্য্য! আপনি বেদ সকলের বিভাগ করিয়াছেন, মহাভারত ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ উপপুরাণ সকল প্রণয়ন করিয়াছেন, যোগমার্গের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় জ্ঞানিগণ স্ব স্ব মতানুসারে এই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন। অতএব আপনি কৃপা করিয়া ব্রহ্মসূত্রের এমন একটি ভাষ্য প্রণয়ন করুন, যাহা দ্বারা বিপরীত অর্থ সকল নিগৃহীত হইয়া প্রকৃত অর্থ মানবসমাজে প্রচারিত হয়। উহা শুনিয়া বেদব্যাস সেই ঋষিবরকে বলিয়াছিলেন "পূর্ব্বে দেব-সভায়ও এ কথা হইয়াছিল, তাহাতে এই স্থির হয়, যে ব্যক্তি একটি কুম্ভের মধ্যে সমুদয় নদীর জল রক্ষা করিতে পারিবে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থনির্ণয়ে সমর্থ হইবে *। আমরা

---

* এই সকল উপাখ্যান পাঠে বোধ হয় শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বিগণ নিজ নিজ ধর্ম্মমতের সমর্থনের নিমিত্ত ব্রহ্মসূত্রের স্বকপোল-কল্পিত বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিতেন। ঐ সকল ব্যাখ্যার অসার্ব্বজনীনতা-নিবন্ধন তত্ত্ববিৎগণ উহার একটি সার্ব্বজনীন উদার ব্যাখ্যার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শঙ্করকে উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত দেখিয়া যোগিবর গোবিন্দনাথ তাঁহাকেই উক্ত ব্যাখ্যা প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করেন।

এতদিন পরম্পরাক্রমে এই সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি, বৎস! সংপ্রতি তোমার অদ্ভুত কার্য্যের কথা শিষ্যগণের মুখে শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তুমিই সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, তুমিই দুষ্ট মতসকল নিরস্ত করিয়া ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য নির্ম্মাণে সক্ষম হইবে। ঐ ভাষ্যই তোমার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইবে, শিষ্য প্রশিষ্যগণ উহার ব্যাখ্যা দ্বারা তোমার যশ জগতে চিরস্থায়ি করিবে। বৎস! যাও সেই সুরতরঙ্গিণীর পবিত্র সলিল-প্রবাহে নিরন্তর বিধৌত চন্দ্রমৌলির পরমরমণীয় ক্ষেত্রে গমন করিয়া হৃদয়কে প্রফুল্ল কর"। এই বলিয়া গোবিন্দনাথ শঙ্করকে বিদায় করিলেন। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ গুরুর বিচ্ছেদ একান্ত অসহ-ণীয় হইলেও শঙ্কর গোবিন্দনাথের পদযুগল বন্দনা করিয়া কর্ত্তব্যানুরোধে অতি কষ্টে বহির্গত হইলেন।*

এক কলশীতে সমুদয় নদীর জল রক্ষা করার তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ যে, এক অদ্বৈতমতের অভ্যন্তরে সমুদয় ধর্ম্মমতকে বিলীন করা।

* আনন্দগিরিকৃত "শঙ্কর-বিজয়" গ্রন্থের মতে শঙ্কর অষ্টমবর্ষ বয়সে গোবিন্দযোগীন্দ্রের উপদেশানুসারে পরমহংসাশ্রম স্বীকার করেন এবং চিদম্বর-স্থল হইতে প্রথমেই মধ্যার্জ্জুন নামক স্থলে গমন করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

কাশীবাস ও সনন্দন-প্রভৃতির সহ মিলন।

শঙ্কর কিছুকাল ভ্রমণ করিয়া সুরশৈবলিনীর তটদেশে যজ্ঞীয়-স্তম্ভসমূহে সুশোভিত পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। অদূরে কদম্বকুসুম-সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ভাগীরথীর সলিলপ্রবাহ ভ্রমরঝঙ্কারের ন্যায় মধুরধ্বনিতে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। তিনি অসংখ্য মঠ ও দেবালয়-পরিব্যাপ্ত সেই কাশীক্ষেত্রের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় জাহ্নবী-জলে অবগাহন করায় তাঁহার দেহের এক অপূর্ব্ব শোভা হইল। শঙ্কর বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রণিপাত করিয়া সংযতচিত্তে কাশীক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একদিন অতিপ্রিয়দর্শন এক ব্রাহ্মণকুমার তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত শঙ্করের চরণে আসিয়া পতিত হইল। শঙ্কর ঐ বালকের অনির্ব্বচনীয় দেহকান্তি ও অপূর্ব্ব বিনয় সন্দর্শনে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং সত্বর ভূতল হইতে উত্তোলন করিয়া আদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে বালক! তুমি কে? ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়? তোমার বাসস্থান কোথায়? সংপ্রতি তুমি কোন্ দেশ হইতে আসিতেছ? তোমার শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই এবং তোমার ধৈর্য্য সন্দর্শন করিয়া আমি একান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি।" ব্রাহ্মণকুমার উত্তর করিল

"গুরো! আমি ব্রাহ্মণ, পুণ্যসলিলা কাবেরী-নদীর তটবর্ত্তী চোলপ্রদেশ * আমার জন্মভূমি। আমি মহাজন সন্দর্শনের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে সংপ্রতি এই দেশে উপস্থিত হইয়াছি। আর্য্য! আমি সংসারমোহে বিমুগ্ধ এবং একান্ত শঙ্কিত, ভগবান্ আমার প্রতি কৃপা করুন, যাহাতে আমি মোহপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারি তাহার উপায় বিধান করুন। গুরু-দেব! সংসারপথ নিতান্ত বিঘ্নসঙ্কুল, এখানে প্রত্যেক মানবেরই পদে পদে স্খলিতপদ হইতে হয়, যদি কায়িক বাচিক বা মানসিক কোন অপরাধ ঘটিয়া থাকে নিজগুণে ক্ষমা করুন। পর্য্যন্যদেব মরুভূমিতে জলবর্ষণ করেন বলিয়াই সজ্জনেরা তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, সুধু সমুদ্রগর্ভে জল বর্ষণ করিলে কে তাঁহাকে পূজা করিত? আপনার বাক্য চন্দ্রের অমৃতের ন্যায় স্নিগ্ধ। জগতের লোক কামশরে একান্ত প্রপীড়িত, আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত মানবগণ হিতাহিত বিচারে অশক্ত, তাহারা আপনার বাক্যের আলোচনা করুক, তাহা হইলেই কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে। যে সকল ব্যক্তি আপনার উপদেশে শ্রদ্ধাশীল, ইন্দ্রের অমরাবতী, সুধাংশুর সুধা, কুবেরের অলকা অথবা গন্ধর্ব্বরাজের মনোহর সৌধমালা তাহাদের বৈরাগ্য বিনষ্ট করিতে সমর্থ নহে। আপনাদের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জয়ী, স্রক্ চন্দন বনিতা প্রভৃতি পার্থিব ভোগ্যবস্তু সকল আপনাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। আপনাদের হৃদয় এতই বাসনাহীন যে, ইন্দ্রত্ব পদও

* চোল প্রদেশ বর্ত্তমান মহীশূররাজ্যের দক্ষিণাংশ, ইহা কাবেরীনদীর তীরে অবস্থিত।

আপনারা গণনীয় বস্তু বলিয়া মনে করেন না। আমার ঐহিক কিংবা পারত্রিক ভোগ বাসনা নাই। সুধাংশু হইতে বিগলিত সুধার ন্যায় আপনার বাক্যসুধা পান করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক। প্রভো! আজ্ঞা করুন চির-জীবন সেবকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া আপনার উপাসনা করি। শঙ্কর ব্রাহ্মণকুমারের ঐরূপ বৈরাগ্য দর্শনে একান্ত প্রসন্ন হইলেন এবং করুণাপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে যথাবিধি সংন্যাসে দীক্ষিত করিলেন। এই ব্রাহ্মণকুমারই পরে "সনন্দন" আখ্যা লাভ করেন। সাধু ব্যক্তিরা ইঁহাকে শঙ্করের আদ্যশিষ্য বলিয়া আহ্বান করিতেন।

তাহার কিছুদিন পরেই চিৎসুখ আনন্দগিরি-প্রভৃতি সংসার-বিরক্ত জ্ঞানিগণ বটমূলস্থিত মহাদেবের শিষ্য হইলেও লৌকিক নিয়ম রক্ষার নিমিত্ত শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক সংন্যাস আশ্রয় করিলেন। কাশীধামে অবস্থানকালে এইরূপে শঙ্করের অনেক শিষ্য সংগ্রহ হইল। অনেক বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি ও যুবা শঙ্করের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া আত্মসংশয় দূর করিতেন। পারিজাত তরু যে প্রকার কুসুম-সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভা পায়, জ্ঞানী শঙ্কর ও শিষ্যপংক্তি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া সেই রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন।

একদিন নিদাঘের মধ্যাহ্নে প্রকৃতি এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে বহ্নি-কণার ন্যায় সূর্য্যকিরণ বিকীর্ণ হওয়ায় মরালগণ পঙ্কজশ্রেণীর অভ্যন্তরে বিলীন হইল, মৎস্য সকল গভীর জলে প্রবেশ করিল, বিহঙ্গমকুল বৃক্ষকোটরে নিদ্রিত হইল, ময়ূর-সকল পর্ব্বতকন্দরে আশ্রয় লইল। সেই

সময় শঙ্কর শিষ্যগণের সহিত যথাবিধি আহ্নিক কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য জাহ্নবীতটে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন পথিমধ্যে এক চণ্ডাল চারিটি ভীষণ কুক্কুরের সহিত গমন করিতেছে। তিনি উহাকে দেখিয়াই ব্যগ্রভাবে "দূরে যাও, দূরে যাও" বলিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া চণ্ডাল প্রত্যুত্তর করিল "মহাশয়! আপনি আমাকে দেখিয়াই "দূরে যাও দূরে যাও" বলিতেছেন কেন? ইহা অতি অসঙ্গত। বেদে কথিত আছে, আত্মা এক, অদ্বিতীয়, পাপশূন্য, নিরঞ্জন, অসঙ্গ, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ *। অতএব আপনি একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক হইয়া সেই আত্মার ভেদ কল্পনা করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? যাহাদের হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু, যাহারা পাটলবর্ণ বসন পরিধান করে এবং যাহাদের জ্ঞানের লেশ মাত্র নাই অথচ বাক্যবিন্যাসে অত্যন্ত পটু, সেই সকল যতি সত্য সত্যই বেশ দেখাইয়া সরল গৃহস্থগণকে প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে। মহাশয়! আপনি বলিতেছেন "তুমি দূরে গমন কর" ইহার অর্থ, তুমি শরীর পরিত্যাগ কর কিংবা আত্মা পরিত্যাগ কর। ভাবিয়া দেখুন একথা বলা কি আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে উচিত হইয়াছে? যতিবর! আপনি ত জানেন অন্নময় হইতে অন্নময় ভিন্ন নহে এবং সাক্ষী হইতেও সাক্ষী ভিন্ন নহে। অম্বরমণি সূর্য্য জাহ্নবীজলে অথবা মদিরায় যেখানেই প্রতিবিম্বিত হউন না কেন

---

* "একমেবাদ্বিতীয়ং এষ আত্মা অপহতপাপ্মা নিরবদ্যং নিরঞ্জনং অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দমিতি শ্রুতিঃ"

তিনি এক ভিন্ন দুই নহেন। অতএব এ ব্রাহ্মণ, এ চণ্ডাল এরূপ ভেদবিচার কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? যিনি অচিন্তনীয়, কোন উপায়েই যাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না, সেই অনন্ত আদ্য আত্মস্বরূপকে বিস্মৃত হইয়া একান্ত চঞ্চল ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহে বিবেকীদের কিরূপে অহম্ভাব উৎপন্ন হয়, ইহা আমি বুঝিতে পারি না। মুক্তির প্রধান উপায় তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিয়াও আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত যখন লৌকিক তুচ্ছ কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে অক্ষম, তখন অন্যের কথা আর কি বলিব?

এইরূপ বলিয়া চণ্ডাল বিরত হইলে উদারহৃদয় শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "মহাশয়! আপনি আত্ম-বিদ্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনার কথানুসারে এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ এ ব্যক্তি চণ্ডাল এইরূপ ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলাম। বস্তুতঃ অভেদ-বুদ্ধি অতিশয় দুর্লভ, কেহই অভেদবুদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। অনেকে বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন, অনেক জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সর্ব্বদা ঐ শাস্ত্র হৃদয়ে চিন্তা এবং আত্মাতে সর্ব্বদা অন্তঃকরণ নিযুক্ত রাখিয়া নিদিধ্যাসন করিয়া থাকেন, তথাপি নানা প্রতিবন্ধকবশতঃ ভেদবুদ্ধি পরিহার করিতে পারেন না। যাঁহার চিত্ত একাগ্র হইয়াছে, যিনি সর্ব্বদা এই জগৎকে আত্মবৎ অবলোকন করিয়া থাকেন, তিনি ব্রাহ্মণই হউন বা চণ্ডালই হউন, তিনিই আমার বন্দনীয়, তিনিই আমার পূজ্য। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শঙ্করে যে চৈতন্য বিদ্যমান, কীট পতঙ্গা-দিতেও সেই চৈতন্য বিদ্যমান আছে। আমি ত্রিকালেই বিদ্যমান আছি, আত্মা ভিন্ন আর কোন দৃশ্য বিদ্যমান নাই, যাঁহার

এইরূপ বুদ্ধি, তিনি যদি চণ্ডালও হন তথাপি তিনি আমার গুরু। অধিক কি বলিব, যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, আমা হইতে অতিরিক্ত আর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, যাঁহার এইরূপ সংস্কার দৃঢ় হইয়াছে, তিনি যে কোন জাতীয় মানবই হউন না কেন, তিনিই আমার গুরু। সেই চণ্ডালের সহিত মহাত্মা শঙ্করের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সেই চণ্ডাল সহসা অন্তর্হিত হইল। তখন শঙ্কর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "যাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল নিশ্চয়ই ইনি একজন আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ হইবেন নতুবা সাধারণ মনুষ্যের মুখ হইতে ঐরূপ বাক্য নিঃসৃত হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। শঙ্কর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার অগ্রে এক মহাপুরুষ উপস্থিত হইলেন। ঐ মহাত্মার শুভ্রদেহ, প্রসন্নবদন ও জটাব্যাপ্ত মস্তক দেখিয়া ঠিক যেন মহাদেব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শঙ্কর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক স্তব করিলে সেই মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন শঙ্কর! তুমি আমাদের পথে দণ্ডায়মান হওয়ায় জগতের অশেষ উপকার হইবে। মহর্ষি বেদব্যাস বেদকে বিভাগ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, কপিলের সাংখ্য দর্শন ও কণাদের বৈশেষিকদর্শন ও পতঞ্জলির যোগদর্শনপ্রভৃতির মত সমূলে উন্মূলিত করিয়াছেন। অধুনা কতিপয় মূঢ় ব্যক্তি ঐ ব্রহ্মসূত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছে। অনেক মনীষী ঐ সকল ভাষ্যের বিরোধী, তাঁহারা ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ ব্যাখ্যার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি বেদের শিরোভাগ উপনিষদের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়াছ, অতএব তুমি দুর্বুদ্ধিদিগের মতসকল

নিরাকৃত করিয়া সূত্র ভাষ্য নির্ম্মাণ কর, তোমার ভাষ্য জগতের অশেষ উপকার সাধন করিবে এবং নিখিল মানবসমাজে পরিপূজিত হইবে। তুমি ভেদ ও অভেদ এই উভয়বাদী ভাস্কর, শাক্ত অভিনবগুপ্ত, ভেদবাদী শৈব নীলকণ্ঠ, গুরু প্রভাকর, ভট্টমতাবলম্বী মণ্ডনমিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া অদ্বৈততত্ত্ব প্রকাশ কর *। তোমার শিষ্যগণ তোমার বিশুদ্ধ মত দেশে দেশে প্রচার করুক। এইরূপে তুমি জগতের মহোপকার সাধন করিয়া দেহান্তে মোক্ষলাভ করিবে। এই কথা বলিতে বলিতে সেই মহাপুরুষ শঙ্করের সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন। শঙ্করও বিস্ময়াকুলচিত্তে শিষ্যগণের সহিত সুরশৈবলিনীর তীরে সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর তিনি সেখানে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থান করিয়া বাসস্থানে পুনরাগমন করিলেন এবং বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া লোক হিতার্থ ভাষ্য নির্ম্মাণে অভিলাষী হইলেন।

বদরিকাশ্রম-যাত্রা।

শঙ্কর অবিলম্বে বারাণসী ত্যাগ করিয়া বদরীকানন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি মূর্খজনের চিত্তের ন্যায় অব্যব-

---

* এই কথা দ্বারা নিশ্চয় প্রতীতি হয়, শঙ্কর শৈব শাক্ত প্রভৃতি কোন সম্প্রদায়ই মানিতেন না। তিনি সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। পরবর্ত্তী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ তাঁহাকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তজ্জন্যই কেহ তাঁহাকে শৈব কেহ বা শাক্ত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

স্থিত পথসকল প্রাপ্ত হইলেন। এই পথ অতিশয় দুর্গম, কোন স্থান উষ্ণ, কোন স্থান শীতল, স্থানে স্থানে সরল, স্থানে স্থানে বক্র। কখন কখন উর্দ্ধে আরোহণ করিতে হয়, কখনও বা নিম্নে অবতরণ করিতে হয়। কোন স্থান কণ্টকবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত, কোন স্থান বা কণ্টকবিরহিত। এইরূপ তিনি প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে তীর্থযাত্রী পথিকগণের সহিত নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রিয়সঙ্গী পথিকেরা যেখানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিতেন তিনিও সেখানে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি বিদূরিত করিতেন। তিনি জানিতেন আত্মার ক্রিয়া অথবা ক্ষয় নাই তথাপি লৌকিক রীতি অনুসারে পথিকদের ন্যায় ফলমূল ভোজন, বারিপান ও শয়নাদি দ্বারা কাল অতিবাহিত করিতেন। এই রূপে তিনি দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া বদরীবনের পুণ্যভূমিতে উপস্থিত হইলেন। এ স্থান অতিশয় মনোহর, উহার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতগুহায় সাধুগণ সর্ব্বদা ধ্যানাসক্তচিত্তে অবস্থান করেন, হিমালয় হইতে প্রতিনিয়ত পবিত্র নির্ঝরবারি নির্গত হইয়া তত্রত্য অধিবাসী মানব ও পশুপক্ষিকুলের পিপাসা বিদূরিত করে। শঙ্কর এই পুণ্যতীর্থে অবস্থান করিয়া সমাধিনিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মসূত্রের মনোহর ভাষ্য নির্ম্মাণ করিলেন। এই ভাষ্যই শারীরকভাষ্য নামে অভিহিত। তাহার পর উপনিষদের প্রতি তাঁহার মন অভিনিবিষ্ট হইল। তিনি ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য তৈত্তিরিয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই দশখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা

করিলেন। উপনিষদের ব্যাখ্যা শেষ হইলেই তিনি ভগবদ্গীতার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতাই যে মহাভারতের সারভূত এবং গীতাই যে নিখিল দর্শনার্থ-প্রকাশক উহা তাঁহার অবিদিত ছিলনা সুতরাং এই গ্রন্থে তিনি সবিশেষ শ্রম স্বীকার করিলেন। অতএব এই উৎকৃষ্ট 'গীতা-ভাষ্য' সমুদয় বিদ্বৎ-সমাজে অতিশয় আদরের সহিত গৃহীত হইল। তাহার পর তিনি "সনৎসুজাতীয়" ও "নৃসিংহতাপনীয়ের" ব্যাখ্যা করেন। এই দুই গ্রন্থ ও জ্ঞানিগণের মধ্যে সবিশেষ সম্মান লাভ করিল। ইহা ব্যতীতও তিনি অসংখ্য সদুপদেশ-পূর্ণ এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন যাহা পাঠ করিয়া সংসার-বিরক্ত যতিগণ সর্ব্বদা অবিবেক-পাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সূর্য্যোদয়ে যে প্রকার তিমির লয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ শঙ্করের 'বেদান্তভাষ্য' প্রকাশিত হইলে দ্বৈতবাদিগণের ব্যাখ্যা সকল লয়প্রাপ্ত হইল। বিনীত এবং শম দম ও তিতিক্ষাদি-গুণসম্পন্ন শিষ্যগণ অতিযত্নের সহিত শঙ্করের চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া অভিনব ভাষ্য অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সনন্দনের অন্তঃকরণ রাগদ্বেষাদি বিরহিত ছিল। তিনি শঙ্করের একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী ও ভক্ত ছিলেন। যদিও তিনি সমগ্রবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তথাপি শঙ্কর স্নেহ-প্রযুক্ত তিন বার তাঁহাকে আপন ভাষ্য অধ্যয়ন করাইলেন এবং নিখিল বেদান্ত-রহস্যের উপদেশ দিলেন। সনন্দনের প্রতি স্নেহাধিক্য দেখিয়া অন্যান্য শিষ্যবর্গ কথঞ্চিৎ ঈর্ষ্যান্বিত হইল কিন্তু শঙ্কর উহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

পাশুপত মত-খণ্ডন।

কথিত আছে, একদা শঙ্কর প্রিয়শিষ্য সনন্দনকে জাহ্নবীর পরপার হইতে আহ্বান করিলেন। তখন সনন্দন ভাবিতে লাগিলেন "কি প্রকারে নদী উত্তীর্ণ হইবেন"। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল গুরুপদে যাহার ভক্তি থাকে, সে সংসাররূপ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে, আমি সর্ব্বক্ষণ গুরুপদে মতি রাখিয়াও এই অনতিপ্রশস্ত প্রবাহিণীর পরপারে যাইতে পারিব না? এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি যেই জলে অবতরণের জন্য অগ্রসর হইলেন, অমনি তাঁহার গন্তব্যপথে শ্রেণীবদ্ধভাবে পদ্ম বিকশিত হইল। তিনি সেই সকল প্রফুল্ল কমল কুসুমে ক্রমে চরণ বিন্যস্ত করিয়া অতিসুখে সুরশৈবলিনীর পরপারে উপনীত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া শঙ্করের হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তিনি সনন্দনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার "পদ্মপাদ" এই আখ্যা প্রদান করিলেন। পদ্মপাদও সর্ব্বদা গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকিয়া শঙ্করের নিকট হইতে একাগ্রচিত্তে অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পদ্মপাদ শঙ্করের চরণপ্রান্তে বসিয়া যখন আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিতেছিলেন এবং শিষ্য প্রশিষ্য ও অন্যান্য তত্ত্ববিৎগণ যখন শঙ্করের সেবায় নিরত ছিলেন, ঐ সময়ে কতিপয় পাশুপত-মতাবলম্বী * তান্ত্রিক সেই তত্ত্ববিৎ-সমাজে সহসা উপস্থিত হইয়া আপনাদের ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন।

---

* পাশুপত-মতাবলম্বিগণের দর্শনের নাম পাশুপতদর্শন বা "নকুলীশ-

পাশুপতমতাবলম্বিগণ বলিলেন ;—পশুপতি একমাত্র ঈশ্বর। তিনি মোক্ষ সাধনের নিমিত্ত কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত এই পাঁচটি পদার্থের উপদেশ করিয়াছেন।

১। কার্য্য যথা ;—মহৎ, অহঙ্কার, মন ইত্যাদি চতুর্বিংশতি * পদার্থ।

২। কারণ যথা ;—প্রধান বা মূলপ্রকৃতি।

৩। যোগ যথা ;—চিত্তের একাগ্রতা, উহা দুই প্রকার ক্রিয়া এবং উপরম। ক্রিয়া, জপ ধ্যানপ্রভৃতি আর উপরম বাসনা ত্যাগ।

৪। বিধি যথা ;—ধর্ম্মার্থ-সাধক কার্য্য। উহা দুই প্রকার মুখ্য ও গৌণ। মুখ্যবিধি, পশুপতির পরিচর্য্যাদি। আর গৌণ-বিধি, যেমন ত্রৈকালিক স্নান, ভস্মলেপন, জপ, প্রদক্ষিণ, নমস্কার প্রভৃতি।

৫। দুঃখান্ত যথা ;—মোক্ষ, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত সমতা, ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হওয়া।

পাশুপত-মতাবলম্বিগণ এইরূপে নিজ ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা করিয়া পুনরায় বেদান্ত-পক্ষপাতী শঙ্করের মতে দোষ আরোপ করিয়া বলিলেন"হে বৈদান্তিকগণ! তোমরা যে ব্রহ্মকে জগতের

পাশুপত দর্শন"। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামক দর্শন গ্রন্থে মাধবাচার্য্য এই দর্শনের মত বর্ণন করিয়াছেন।

* মহৎ, অহঙ্কার, মনঃ, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম।

উপাদান কারণ বল, উহা একান্ত অসঙ্গত। কেন না শ্রুতিতে আছে "স ঈক্ষাং চক্রে স প্রাণমসৃজত" তিনি পর্য্যালোচনা করিলেন এবং প্রাণ সৃজন করিলেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হই-তেছে—ঈশ্বর আলোচনা পূর্ব্বক জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ বা কর্ত্তা। মনে কর, কুম্ভকার যেমন প্রথম ঘটের কল্পনা করে, তাহার পর ঘট নির্ম্মাণ করে, ঈশ্বরও তদ্রূপ প্রথম পর্য্যালোচনা করেন, তাহার পর জগৎ সৃষ্টি করেন। ঘটের পক্ষে যেমন কুম্ভকার নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তা আর মৃত্তিকাদি উপাদান কারণ। জগতের পক্ষে ও তদ্রূপ পশু-পতি বা ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ বা কর্ত্তা, প্রধান বা প্রকৃতিই উপাদান কারণ। আর ব্রহ্মকে যদি এই দুঃখমোহ-পরিপূর্ণ কার্য্য-সমষ্টি বা জগতের উপাদানকারণ বল, তাহা হইলে প্রলয়কালে যখন জগৎ বা সমুদয় পদার্থ বিভাগ প্রাপ্ত হইবে, তখন ঈশ্বর স্বীয় কার্য্যগত দোষ দ্বারা দূষিত হইবেন অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের সহিত স্বয়ংও বিভাগ প্রাপ্ত হইবেন। অতএব ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ কল্পনা করিলে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না।

ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিলেন, 'হে পাশুপত-মতাবলম্বিগণ! তোমাদের মত সারগর্ভ নহে। তোমরা যে সকল যুক্তির অবতারণা করিতেছ উহা অঙ্গীকার করিলে প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রথমে আমি প্রতিজ্ঞা বিরোধ দেখাই-তেছি। শ্রুতিতে আছে "উত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি"। তুমি আমাকে সেই আদেশ বলিয়াছ, যে আদেশ দ্বারা অশ্রুত শ্রুত

হয় অমত মত হয় ও অজ্ঞাত জ্ঞাত হয়। যদি ব্রহ্ম উপাদান কারণ না হন তাহা হইলে এরূপ প্রতিজ্ঞার বিরোধ উপস্থিত হয়। যেহেতু কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন নিমিত্তকারণের জ্ঞান দ্বারা সেই কার্য্যের জ্ঞানই হয় না *।

আর দৃষ্টান্তেরও বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্রুতিতে আছে "সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" হে মনোজ্ঞ! একটি মৃৎপিণ্ড জানিলে সকল মৃৎপিণ্ড জানিতে পারা যায়, তবে বাক্য দ্বারা অমুক হরি, অমুক যাদব, কিংবা অমুক পর্ব্বত, অমুক বৃক্ষ ইত্যাদি নাম কেবল বিকার মাত্র। বাস্তবিক মৃত্তিকাই সত্য। এমন কোন বস্তু নাই যাহা মৃত্তিকায় পরিণত না হইবে। এই সকল বেদবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান কারণ তাহাই জানা যায়। যদি জগতের অন্য কেহ অধিষ্ঠানকর্ত্তা না থাকে তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতির দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মমাত্র ছিলেন। "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" তিনি কামনা করিলেন আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি, তিনি পর্য্যালোচনা করিলেন আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। এই সকল শ্রুতি দ্বারাও পরমাত্মা

* যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার ও উপাদান কারণ মৃত্তিকা, আর কার্য্য ঘট। এখানে কার্য্য ঘট দেখিয়া উপাদান কারণ মৃত্তিকার জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু নিমিত্ত কারণ কুম্ভকারের জ্ঞান হয় না। সেইরূপ জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়া উহার উপাদান কারণ প্রধান বা প্রকৃতির জ্ঞান সম্ভব কিন্তু নিমিত্ত কারণ পশুপতি বা ঈশ্বরের জ্ঞান সম্ভব নহে।

যে জগৎকর্ত্তা ও পরমাত্মা যে জগৎ—প্রকৃতি ইহাই নিশ্চিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ বা ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন।

আর তোমরা যে বলিতেছ ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হন, তাহা হইলে প্রলয় কালে তিনি স্বীয় কার্য্যগত দোষ দ্বারা দূষিত হইবেন অর্থাৎ জগতের অন্যান্য পদার্থের সহিত বিভাগ প্রাপ্ত হইবেন, এ কথাও অসঙ্গত। কার্য্য ঘট সময়ান্তরে কারণ মৃত্তিকার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইলেও উহার দূষক হয় না। কেন না প্রলয়কালেও কার্য্যকে কারণ হইতে অভিন্ন দৃষ্ট হয়। শ্রুতিতে আছে "আত্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈব সর্ব্বম্।" এই যাহা কিছু দেখা যাইতেছে সমুদয়ই আত্মা, সমুদয়ই ব্রহ্ম। এই সকল বেদবাক্য দ্বারাও কার্য্য কারণ উভয়ই এক বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অতএব হে পাশুপতগণ! তোমরা বেদান্তের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছ, উহা নিতান্ত অযৌক্তিক।

পাশুপতগণ কর্ত্তৃক বেদান্তের উপর আরোপিত দোষের নিরাকরণ পূর্ব্বক যতিবর শঙ্কর পুনরায় পাশুপতদর্শনের মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন 'হে পাশুপতগণ! তোমাদের মতে পশুপতি বা ঈশ্বর প্রকৃতি-পুরুষের অধিষ্ঠাতা অতএব তিনি কিরূপে জগতের নিমিত্ত কারণ হইবেন? আর পশুপতিকে যদি জগতের নিমিত্ত-কারণ বা স্রষ্টা বলিয়াই অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলেও নীচ, মধ্যম ও উত্তম এই ত্রিবিধ জীবের সৃষ্টি করায় তিনি রাগ, দ্বেষ ও হিংসার আশ্রয় হইতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহাতে ঐ সকল গুণ না থাকিলে জীবের এত বৈষম্য হয় কেন?

আর পাশুপত-মতে পশুপতি বা ঈশ্বরের সহিত সমতাই মুক্তি। তোমাদের মতে ভেদ বস্তু যদি সত্য হয় তবে ঐরূপ মুক্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? বস্তুতঃ ভেদ বস্তু যখন সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ, তখন কোনরূপেই ভেদের নিবৃত্তি হইয়া ঈশ্বরের সহিত সমতা হইতে পারে না। যদি বল মোক্ষাবস্থায় জীবের উপর পশুপতির বা ঈশ্বরের গুণ সকল সংক্রমিত হয়, এ কথাও যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ আকার বিশিষ্ট পদার্থেরই পদার্থান্তরে সংক্রম দৃষ্ট হয়। যদি বল গন্ধবহ বায়ুতে যেরূপ পদ্মগন্ধ নিরবয়ব হইয়াও সংক্রান্ত হয় সেইরূপ পশুপতির গুণসকল জীবে সংক্রান্ত হইবে কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ গন্ধ-সমবেত কমল সূক্ষ্ম অবয়ব দ্বারা বায়ুতে সংযুক্ত হইয়া বায়ুতে গন্ধবুদ্ধি প্রদান করে, এ স্থলে সেরূপ নহে। আর যদিই বা পশুপতির গুণ জীবে সংক্রমিত হয় স্বীকার করা যায় তাহাতেও দোষ ঘটে। যদি বল পশুপতির গুণের কিয়দংশ জীবে সংক্রমিত হয় তাহা হইলে আমরা বলিব, গুণ পদার্থ নিরবয়ব, উহার কিয়দংশ কিরূপে সংক্রমিত হইবে? আর যদি বল সমুদয়ই সংক্রমিত হয়, তাহা হইলে স্বয়ং পশুপতি গুণ-শূন্য হইয়া পড়েন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বারাণসীতে প্রত্যাগমন।

এইরূপে শঙ্কর কর্ত্তৃক পাশুপত-মত নিরাকৃত হইলে গর্ব্বিত পাশুপতগণ অভিমান পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর যতিবর শঙ্কর শিষ্যগণ সহ কিয়ৎকাল বদরিকাশ্রমে বাস করিয়া পুনরায় বারাণসী-ধামে প্রত্যাগত হইলেন। একদা শঙ্কর বারাণসী-ধামস্থ সুরশৈবলিনীর তীরে বসিয়া শিষ্যবর্গকে শারীরক-সূত্রের ভাষ্য পড়াইতেছেন। অন্তেবাসিগণের মনে যখন যে আশঙ্কার আবির্ভাব হইতেছে, আচার্য্য অতিযত্নে উহার অপনোদন করিতেছেন। ক্রমে প্রখরকিরণ প্রভাকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলেন, শিষ্যেরাও পাঠ গ্রহণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল। সেই সময় আচার্য্য সে স্থান হইতে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি শঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে, কি শাস্ত্র পড়াইতেছ"? শঙ্করের মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শিষ্যগণ বলিল "মহাশয়! সমস্ত উপনিষৎ যাঁহার আয়ত্ত, যিনি সমুদয় ভেদবাদ নিরাকরণ করিয়া শারীরক-সূত্রের ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইনিই সেই ভাষ্যকার, আমাদিগকে এখন সূত্রভাষ্য পড়াইতেছেন"। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শঙ্করের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "এই সকল শিষ্য তোমাকে ভাষ্যকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। এখন ঐ সকল কথা

থাকুক, ওহে যতীন্দ্র! তুমি যদি মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত ব্রহ্ম-সূত্রের অর্থ জান তাহা হইলে আমাকে একটি সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাও।"

আগন্তুকের কথা শেষ হইলে শঙ্কর বলিলেন "মহাশয়! যে সকল গুরু ব্রহ্মসূত্রের অর্থ অবগত আছেন, আমি তাঁহা-দিগকে নমস্কার করি। যদিও সূত্রবিৎ বলিয়া আমার কোন অহঙ্কার নাই তথাপি অনুকম্পা করিয়া আপনি যে প্রশ্ন করি-বেন, আমি যথাশক্তি উহার উত্তর করিতে চেষ্টা করিব। তখন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্রটির ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। ঐ সূত্রটি এই ;—

তদনন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ
প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ * ৩।১।১।

শঙ্কর ঐ সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। জীব ইন্দ্রিয় সমূহের অবসাদে (মরণ সময়ে) দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে দেহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ পঞ্চভূতে বেষ্টিত হইয়া গমন করে। তাণ্ডবশ্রুতিতে মহর্ষিগৌতমের প্রশ্ন ও জৈমিনিমুনির প্রত্যুত্তর দ্বারা উহা নির্ণীত হইয়াছে।

শঙ্করের ব্যাখ্যা শুনিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণ উহাতে দোষারোপ করিলেন। ক্রমে উভয়ের আট দিন-ব্যাপী বাদ-বিতণ্ডা হইল। কোন পক্ষই পরাজয় স্বীকার করেন না। উভয়ের প্রতিভা

---

* জীবঃ করণানামিন্দ্রিয়াণামবসাদে মরণসময়ে দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ দেহবীজৈঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংপরিষ্বক্তঃ সংবেষ্টিতো রংহতি গচ্ছতীত্যবগন্তব্যম্। কুতঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ তাণ্ডবশ্রুতৌ গৌতমজৈমিনীয়-প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাম।

সন্দর্শনে তত্ত্ববিৎ-সমাজ মুগ্ধ হইলেন *। অনন্তর পদ্মপাদ শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "গুরো! আপনি অনন্ত জ্ঞানের আধার আর এই যে মহানুভব সমাগত হইয়াছেন, ইঁহার অলৌকিক শক্তি দেখিয়া মনে হইতেছে, স্বয়ং বেদব্যাসই বা বুঝি আপনার প্রতিভা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন। আহা ভবাদৃশ ব্যক্তিগণ কি অসাধারণ জ্ঞানের আশ্রয়! জীবগণ সৌভাগ্যক্রমে যদি আপনাদের সঙ্গলাভ করিতে পারে তাহা হইলে এই সংসার-সমুদ্র আর তাহাদের পক্ষে দুস্তর থাকে না। এই কথা বলিয়া পদ্মপাদ নীরব হইলে শঙ্কর আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন মহাশয়! আপনার শুভাগমন ত? আপনি আমাকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন, বলুন আমার অদ্বৈত-ভাষ্য আপনার অভিমত কি না? আমি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিতে গিয়া অত্যন্ত সাহস প্রকাশ করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইহার উত্তরে আগন্তুক বলিলেন "যতিবর! তোমার ভাষ্য আমার অত্যন্ত প্রীতিদায়ক। তুমি অদ্বৈত-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া জ্ঞানিগণের অশেষ উপকার করিয়াছ। তুমি ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়া সাহস প্রকাশ কর নাই। যদিও ব্রহ্মসূত্র একান্ত দুর্জ্ঞেয় তথাপি তুমি তাহার সদর্থ করিয়া অতি সহজ বোধ্য করিয়াছ। তুমি উৎকৃষ্ট গুরুর নিকট শিক্ষিত হইয়াছ, গোবিন্দনাথের শিষ্যের মুখ হইতে কখন কি অসদ্ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইতে পারে? আমি তোমার ভাষ্য পাঠ করিয়া ও তোমার শাস্ত্রে গভীর অধিকার দেখিয়া বুঝিলাম তুমি সকল মীমাংসকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি

* বাহুল্য-ভয়ে এই স্থলে বাদ প্রতিবাদ বিবৃত করা গেল না।

সাধারণ মনুষ্য নহ, তুমি সর্ব্বার্থদর্শী এক অসাধারণ পুরুষ। দিবাকর যেমন অন্ধকার-রাশি বিদূরিত করিয়া আকাশে পরিভ্রমণ করেন, তুমিও সেইরূপ জগতের মোহান্ধকার নিরাকৃত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছ। যতিবর! তুমি পুনরায় বেদান্ত ব্যাখ্যায় নিরত হও, আমি যথাভিলষিত স্থানে গমন করি।

প্রয়াগতীর্থে গমন।

আগন্তুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্কর বলিলেন "যতিবর! নানা লোকে নানাবিধ কুৎসিত ব্যাখ্যা করিয়া বেদান্ত-শাস্ত্রকে কলুষিত করিয়াছিল। আমি যথাশক্তি উহার সংস্কার-সাধন করিয়া অদ্বৈত-মত স্থাপন করিয়াছি। আমার কর্ত্তব্য-শেষ হইয়াছে, আর কিছু করিবার নাই। আপনি কিছুক্ষণ মণিকর্ণিকা-সন্নিধানে উপস্থিত থাকুন। আমি আপনার সাক্ষাতে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ পরিত্যাগ করি। উহা শুনিয়া সেই আগন্তুক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ বলিলেন "ওহে যতীন্দ্র! কদাচ তুমি এরূপ কার্য্য করিও না, এখনও জগতের অনেক গুলি কৃতবিদ্য পণ্ডিতকে জয় করা হয় নাই। যদিও সেই সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তির জয় করিবার উপযুক্ত গ্রন্থসকল তুমিই প্রণয়ন করিয়াছ,তথাপি তুমি স্বয়ং তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য কিছুকাল পৃথিবীতে বাস করিবে। তুমি এখন পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলে জগতের লোকের মোক্ষ-লাভের ইচ্ছা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইবে। বৎস! বিধাতা তোমার অল্পায়ু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন,

বিবিধ পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা তোমার আয়ু-বৃদ্ধি হইয়াছে। যতকাল চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল অবস্থান করিবে, ততকাল তোমার ভাষ্য পৃথিবীতলে স্থিতিলাভ করিবে। যাও বিরোধী বাদিগণের গর্ব্ব বিচূর্ণ কর, তেজস্বি বাক্য দ্বারা অদ্বৈতমতের পরিপন্থীদিগকে ভেদ-বাদ হইতে নিবৃত্ত কর। এই বলিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে শঙ্কর কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইলেন, কারণ বিবেকিগণেরও অন্তঃকরণ সময়ে সময়ে কারুণ্যরসে আর্দ্র হইয়া থাকে। তাহার পর তিনি দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ভট্টপাদ দ্বারা স্বীয় ভাষ্যের বার্ত্তিক নির্ম্মাণ করাইবার অভিপ্রায়ে দক্ষিণদিক্ অভিমুখ যাত্রা করিলেন।

যেখানে কলিন্দ-দুহিতা যমুনা স্বীয় হৃদয়ের পবিত্র ভাবরাশি ঢালিয়া দিবার জন্য যেন প্রিয়সখী জাহ্নবীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন; যেখানে স্নান করিলে মানব দিব্য দেহ লাভ করিয়া সুরলোকে গমন করে,* যেখানে মরালকুল তরঙ্গমালার উপরিভাগে নিয়ত বিচরণশীল, তাপসগণ যেখানে নিয়ত ব্রহ্মচিন্তায় নিরত, যেস্থলে অসংখ্য নরনারী স্নান দান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মে সর্ব্বদা আসক্ত, তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর পবিত্র-সঙ্গম সেই প্রয়াগতীর্থে উপস্থিত হইলেন। যদিও তখন তাঁহার ভেদবুদ্ধি সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে, তিনি অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তথাপি লোক-শিক্ষার্থ ত্রিবেণীতীর্থকে যথাবিধি স্তব করিয়া কটিদেশ

* প্রয়াগতীর্থের কথা শ্রুতিতেও আছে "সিতাসিতে সরিতে যত্র সঙ্গতে তত্রাপ্লুতাসো দিবমুৎপতন্তি"। যেখানে কৃষ্ণ শুক্ল নদীদ্বয় মিলিত হইয়াছে তথায় স্নান করিলে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে।

আচ্ছাদন ও হস্তস্থিত বেণুদণ্ড ঊর্দ্ধে ধারণ-পূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত জলে অবতীর্ণ হইলেন। অবগাহনান্তে ভক্তিভাবে কিয়ৎক্ষণ স্বর্গীয়া জননীকে হৃদয়ে ধ্যান করিলেন। যিনি তাঁহাকে দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়া দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, যাঁহার অসীম স্নেহে তিনি লালিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, জননীর সেই করুণাময়ী মূর্ত্তি তখন বারংবার তাঁহার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল।

শঙ্কর শীঘ্র অবগাহনকার্য্য সমাপ্ত করিয়া জল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। পুষ্প-সৌরভবাহী সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। তিনি শিষ্যগণের সহিত বিশ্রামের নিমিত্ত তমালতরু-শোভিত জাহ্নবী-তীরে উপবেশন করিলেন।

ভট্টপাদের * সহিত সাক্ষাৎকার।

শঙ্কর শিষ্যগণের সহিত কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে অনতিদূরে কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল। লোকে বলিতেছে—"যিনি বেদবাক্যের প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে স্বর্গবাসী দেবগণ প্রাক্তন যজ্ঞভাগ পাইয়া থাকেন, যিনি নিখিল মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, নদী-জলে অবগাহনের ন্যায় যিনি অখিলশাস্ত্রে অবগাহন করিয়াছিলেন, যিনি দুষ্ট তন্ত্র সকল দূর

* কুমারিলভট্টের নামান্তর ভট্টপাদ। তাঁহার অনন্যসাধারণ কীর্ত্তির জন্য লোকে তাঁহাকে স্বনামে আহ্বান না করিয়া ভট্টপাদ এই গৌরবাত্মক উপাধি দ্বারা আহ্বান করিত।

করিয়া দিয়াছেন, যে মহাপুরুষের কীর্ত্তি সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই কুমারিলভট্ট * পর্ব্বত হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গুরুর পরাজয়-জনিত মহৎ দোষের নিরাকরণের জন্য আস্তিক্যবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তুষানলে প্রবেশ করিতেছেন"। এই কথা শ্রবণমাত্র শঙ্কর সত্বর কুমারিলের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন ভট্টপাদ তুষানল-মধ্যে অবস্থিত, বিখ্যাতনামা ভট্টপ্রভাকর প্রভৃতি প্রিয়শিষ্যগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছেন। প্রধূমিত তুষানলে ভট্টের প্রায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে, কেবল তাঁহার বদনমণ্ডল উত্তপ্ত কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

ভট্টপাদ পূর্ব্বেই শঙ্করের নাম শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ অবগত ছিলেন। তিনি শঙ্করকে দেখিয়াই অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন "আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের দর্শন অতিদুর্লভ। আমি পূর্ব্ব জন্মে কত পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলাম তাহারই ফলে অদ্য আপনি আমার দৃষ্টিপথে উপনীত হইয়াছেন। এই অসার সংসারতাপে যাহারা একান্ত-সন্তপ্ত, ভবাদৃশ ব্যক্তিগণের সহিত তাহাদের মিলন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য উপায় নাই। আমি এ জীবনে অনেক নিবন্ধ রচনা করিয়াছি, কর্ম্মমার্গ † নির্ণয় করিয়াছি,

* শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যের ১।১।৩ সূত্রের শেষে কুমারিলভট্টের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন কুমারিলভট্ট শঙ্করাচার্য্যের জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব্বে বিদ্যমানছিলেন কিন্তু কুমারিল যে প্রকার অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে তাঁহার জীবৎকালে শঙ্কর কর্ত্তৃক তাঁহার মত উদ্ধৃত হওয়াও একান্ত অসম্ভব নহে। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

† কোন্ কর্ম্ম বিহিত কোন্ কর্ম্ম নিষিদ্ধ, উহা স্থির করিয়াছি।

নৈয়ায়িকগণের যুক্তিজাল খণ্ডন করিয়াছি, বৈষয়িক সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছি কিন্তু কোন ক্রমেই কালকে অতিক্রম করিতে পারিলাম না। আমি স্বতঃসিদ্ধ বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করিতে গিয়া বেদবাক্য ও লৌকিক বাক্যদ্বারা অঙ্গীকৃত ঈশ্বরের নিরাকরণ করিয়াছি। হে যতিবর! ঈশ্বর ব্যতীত জগৎ সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না, অতএব সেই ঈশ্বরের অপলাপ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল তর্কচ্ছলে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছি বস্তুতঃ ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করা আমার অভিপ্রেত নহে। বেদ-বিরোধী বৌদ্ধগণ জগৎ আক্রমণ করিলে বেদোক্ত পন্থা এককালে বিরল প্রচার হইয়া পড়িল। আমি উহা পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত এবং বৈদিক আচার রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রথমে প্রবৃত্ত হই *। সে সময় বৌদ্ধ সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল। তাহারা রাজা,

* সকলেই জানেন এক সময় বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এমন কোন জনপদ নগর অথবা গ্রাম বিরল ছিল যেখানে অধিকাংশ বৌদ্ধমতাবলম্বী লোক ছিল না। কুমারিলভট্টই প্রথম ঐ প্রবল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন। পরে শঙ্করাচার্য্য ও অন্যান্য ধর্ম্মমত-প্রবর্ত্তকগণের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হয়। কুমারিলভট্ট কোথায় কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। তবে "কেরলোৎপত্তি" নামক একখানি গ্রন্থপাঠে এই মাত্র অবগত হওয়া যায় "কুমারিলভট্ট নামক একজন উত্তরদেশবাসী ব্রাহ্মণ মলয়বরে আসিয়া তথাকার বৌদ্ধগণকে তর্কে পরাস্ত করেন"। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় তিনি আর্য্যাবর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বরচিত "মানবশ্রৌতসূত্র ভাষ্য" ও "তন্ত্রবার্ত্তিক" গ্রন্থে পূর্ব্বাচার্য্য, বৃদ্ধাচার্য্য, ভাষ্যকার, ব্রাহ্মণভাষ্যকার, গৃহ্যভাষ্যকার, হারিতভাষ্যকৃৎ সূত্রকার, যজুর্ভাষ্য-

রাজকীয় অমাত্যবর্গ ও জনপদবাসীদিগকে স্ববশে রাখিবার নিমিত্ত নিয়ত শিষ্যগণের সহ প্রচার কার্য্যে নিরত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল "হে গৃহস্থগণ! দেখ রাজন্যগণ আমাদের বশ, অমাত্যবর্গ আমাদের আজ্ঞাবহ, এদেশ আমাদেরই, তোমরা

কার, বেদভাষ্যকার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিলভট্ট তাঁহার মীমাংসা-তন্ত্রবার্ত্তিক গ্রন্থে ও অন্যান্য নিবন্ধে বেদবিরোধী বৌদ্ধগণের আপত্তির খণ্ডন করিতে গিয়া শাস্ত্রের যে সকল মনোহর ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহাতে তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করা যাইতেছে। বৌদ্ধেরা এই বলিয়া আপত্তি করেন "হিন্দু সম্প্রদায়ে যাঁহারা সদাচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহারা ও ধর্ম্মের অতিক্রম ও হিন্দুশাস্ত্রনিষিদ্ধ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন। দেখ প্রজাপতির আপন কন্যায় গমন, ইন্দ্রের গুরুপত্নীহরণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন, দ্রোণবধের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা ব্যবহার, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মাতুলকন্যা সুভদ্রার বিবাহ এবং সুরাপান প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম শাস্ত্রীয় বাক্যদ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে কুমারিলভট্ট বলেন "প্রজাপালনের অধিকারী বলিয়া প্রজাপতি শব্দের অর্থ আদিত্য। তাঁহার আগমনে বেলা বর্দ্ধিত হয় বলিয়া বেলা তাঁহার দুহিতা। বেলাতে অরুণের কিরণ-স্বরূপ যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয় উহাকেই স্ত্রীপুরুষ সংযোগ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রজাপতি আপন কন্যায় গমন করেন নাই। আর ইন্দ্র শব্দের অর্থ তেজঃ-পুঞ্জ বা সূর্য্য। অহঃ অর্থাৎ দিবাতে লীন হয় বলিয়া অহল্যা শব্দের অর্থ রাত্রি। ইন্দ্র (সূর্য্য) অহল্যার (রাত্রির) জরণের (ক্ষয়করণের) কারণ বলিয়া ইন্দ্র "অহল্যাজার" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ পরস্ত্রী ব্যভিচার দোষে তাঁহাকে অহল্যাজার বলা হয় না। পতিহীনা পুত্রাভিলাষিণী রমণী ঋতুমতী হইলে গুরু-কর্ত্তৃক আদিষ্ট দেবর হইতে পুত্র গ্রহণ করিতে পারেন ইহা শাস্ত্রবিহিত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাতার আদেশে ভ্রাতৃজায়ায় পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন সুতরাং

কদাচ বৈদিকমার্গে আদর প্রকাশ করিও না, বেদোক্ত-ক্রিয়া-কলাপ পরিত্যাগ কর, তোমরা আমাদের শাস্ত্র আশ্রয় কর, বেদপথ আশ্রয় করিও না। বৈদিক বাক্যের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। অতএব বৈদিক বিধি কখনই শ্রদ্ধেয় নহে"।

তিনি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য করেন নাই। যুধিষ্ঠির দ্রোণবধে যে অসত্য ব্যবহার করিয়াছিলেন তজ্জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন। পরেও উহারই নিমিত্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সুরা তিন প্রকার—গৌড়ী, পৈষ্ঠী ও মাধ্বী। এই তিন প্রকারের মধ্যে পৈষ্ঠী পান করা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ। গৌড়ী ও মাধ্বী ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। সুভদ্রা যদি বসুদেবের ঔরসজাতা কন্যা হইতেন তাহা হইলে তাঁহার বিবাহ করা অর্জ্জুনের পক্ষে দোষজনক হইত কিন্তু তাহা নহে সুভদ্রা জ্ঞাতি-সম্পর্কে বলরামের ভগিনী সুতরাং তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া অর্জ্জুনের পক্ষে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় নাই। কুমারিলভট্ট মীমাংসক ছিলেন, বৈদিক যাগ যজ্ঞের উপদেশ দিতেন। বেদবিরুদ্ধ শাক্য জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়াই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সময়ে অনেক বৌদ্ধ যে আপন ধর্ম্ম-মত ত্যাগ করিয়া বেদ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার লেখা হইতে জানা যায়। মীমাংসা-দর্শন মতে ঈশ্বর নাই, কর্ম্মফলই জীবের শুভাশুভ ফলের নিদান অতএব যাগাদি করা কর্ত্তব্য। কেন না অনুষ্ঠিত যাগাদি দ্বারা সুকৃতের সৃষ্টি হয়, সেই সুকৃতের ফলে স্বর্গাদি লাভ হয়। শবরস্বামী মীমাংসাসূত্র বা জৈমিনিসূত্রের প্রথম ভাষ্য করেন উহা শবরভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। কুমারিল-ভট্ট শবরভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের যে বার্ত্তিক রচনা করেন। উহার নাম "শ্লোকবার্ত্তিক" আর প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত যে বার্ত্তিক লিখিয়াছিলেন উহাই প্রসিদ্ধ "তন্ত্রবার্ত্তিক" বা "মীমাংসা-তন্ত্রবার্ত্তিক" নামে উক্ত। আর পঞ্চম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত যে টীকা লেখেন উহা "লঘুবার্ত্তিক" নামে অভিহিত।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি শুনিয়া আমি নিতান্ত ব্যথিত হইলাম, কিন্তু কোনই প্রতীকারের উপায় না পাইয়া বিচক্ষণ বৌদ্ধগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম কিন্তু বৌদ্ধগণের কোনই সিদ্ধান্ত-রহস্য আমার জানা ছিল না সুতরাং তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিলাম না। অগত্যা বৌদ্ধগণের শরণাপন্ন হইলাম, বৌদ্ধগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের উপদেশ শ্রবণ করিতে বাধ্য হইলাম। এইরূপে কিছুকাল গত হইল। একদা কুশা-গ্রের ন্যায় তীক্ষবুদ্ধি একজন বৌদ্ধ স্বীয়যুক্তি দ্বারা একটি বৈদিক পথ দূষিত করিয়া দিল। উহা শ্রবণ করিয়া হঠাৎ আমার চক্ষু হইতে অশ্রু-বিন্দু পতিত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী বৌদ্ধগণ উহা জানিতে পারিল এবং সেই দিন হইতে তাহাদের হৃদয়ে শঙ্কা প্রবেশ করিল। তাহারা আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ভাব পরিত্যাগ করিল। বৌদ্ধগণ পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল "যদিও আমরা বিপক্ষগণকেও আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া থাকি কিন্তু ইহাকে শিক্ষা দেওয়া ভাল হয় নাই। এই বলবান্ ব্রাহ্মণ আমাদের দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, আমাদের যুক্তিসকল প্রতিগ্রহ করিয়াছে, কোন উপায়ে ইহাকে তাড়াইতে হইবে, ইহাকে আর এখানে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। এই ব্যক্তি হইতে আমাদের বিলক্ষণ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।

এইরূপ পরামর্শ করিয়া একদিন বৌদ্ধগণ অহিংসাপরায়ণ বৈদিকগণের সহিত একস্থানে সম্মিলিত হইল এবং তাহারা বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষার নিমিত্ত কোন উচ্চতর প্রাসাদের উপরিভাগ হইতে আমাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। আমি পতনকালে বলিলাম "বেদ যদি সত্য হয় তবে এই স্থলে পতিত

হইয়াও যেন আমি জীবিত থাকি"। অনন্তর আমি পতিত হইয়াও জীবিত রহিলাম কিন্তু বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে "যদি" এই সন্দেহসূচক পদের প্রয়োগ করায় ও কপটতা অবলম্বনপূর্ব্বক বৌদ্ধগুরুর নিকট শাস্ত্র শ্রবণ করায় আমার একটি চক্ষু বিনষ্ট হইল। উহা দৈবঘটনাও বলা যাইতে পারে। যিনি একটি মাত্র অক্ষর প্রদান করেন তিনি গুরু, আমি বৌদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট হইতে বিধিমত শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিয়াছি, অতএব তাঁহারা আমার অবশ্যই গুরু। আমি সেই গুরুপদবাচ্য বৌদ্ধকুলের ধ্বংসসাধন করিয়াছি। উহাতে আমার একটি পাপ হইয়াছে, আর মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসাদর্শনে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়াছি। ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করায় আমার আর একটি পাপ উৎপন্ন হইয়াছে। যতিবর! আমি এই উভয়বিধ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য সংপ্রতি তুষানলে প্রবেশ করিয়াছি।

শঙ্কর এতক্ষণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভট্টপাদের কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহার কথা পরিসমাপ্ত হইলে বলিলেন "আর্য্য! আমি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইলাম, বড়ই আক্ষেপের বিষয় আমি পূর্ব্বে আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি নাই। আপনি জানেন আমি অদ্বৈতমত দৃঢ় করিবার মানসে ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছি, আমার অত্যন্ত বাসনা, আপনি উক্ত ভাষ্যের একটি বার্ত্তিক রচনা করেন"। শঙ্করের কথা শুনিয়া ভট্টপাদ বলিলেন "যতিবর! আপনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা আমি অবগত আছি। আপনার ভাষ্যের বৃত্তি রচনা করিয়া যশস্বী হইব—এ ইচ্ছা আমার বলবতী

ছিল, এখন আর সে কথায় প্রয়োজন কি? আপনি আর্য্যজনের নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অদ্বৈতমত রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন, যদি তুষানলে প্রবেশের পূর্ব্বে আপনি আমার নয়নপথে উপনীত হইতেন তাহা হইলে পাপক্ষয়ের নিমিত্ত আমি এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম না। যতিবর! আমি গুরুহিংসা ও ঈশ্বর নিরাকরণ এই উভয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক তুষানলে প্রবেশ করিয়াছি। অতএব শবরভাষ্যের * তুল্য আপনার ভাষ্যে কিছু লেখা আমার ভাগ্যে ঘটিল না। এই কথা বলিয়া ভট্টপাদ নীরব হইলে শঙ্কর পুনরায় বলিতে লাগিলেন "অন্যে যদিও ইহার কিছুই অবগত নহে, কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানি যাহারা বেদের অর্থ গ্রহণে পরাঙ্মুখ এবং সম্পূর্ণরূপে বৈদিক আচার পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিনাশের নিমিত্ত আপনি ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আপনার পাপ কি? আপনি সজ্জনদিগকে বেদোক্ত মার্গে প্রবৃত্ত রাখিবার জন্য এই মহদ্ ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আমি আপনাকে কমণ্ডলুর জলের দ্বারা উজ্জীবিত করিতেছি। আপনি আমার ভাষ্যের একটি বার্ত্তিক রচনা করুন।

ভট্টপাদ ইহার উত্তরে অতিবিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন "যতীশ্বর! আপনি যাহা বলিতেছেন আমার আর এখন ওরূপ লোক-বিরুদ্ধ, কার্য্য করিতে সাহস হইতেছে না। আপনাতে যোগ-প্রভাব দেদীপ্যমান। আপনার কৃপা হইলে মৃত ব্যক্তি ও পুনরায় জীবন লাভ করিতে পারে কিন্তু আমি দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক যে

* শবরস্বামী মীমাংসা দর্শনের ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার ভাষ্য অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ভট্টপাদ ও শঙ্করের বহু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

বেদোক্ত ব্রতের অবলম্বন করিয়াছি তাহা পরিত্যাগ করিলে আমাকে প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হইবে, পণ্ডিতগণ আমাকে নিন্দা করিবেন। অতএব আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার আর এখন কোন বিষয়ে বাসনা নাই। আপনি বারাণসীধামে যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন আমার কর্ণে এখন সেই তারকব্রহ্ম নাম দিয়া কৃতার্থ করুন। আপনি সমুদয় ধর্ম্মমত খণ্ডনপূর্ব্বক বৈদিক অদ্বৈত-বাদ প্রচারে ব্রতী। আপনি যান, যাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ দিগ্‌দিগন্তে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে সেই মণ্ডনমিশ্রকে গিয়া জয় করুন। অধিক কি, তাঁহাকে জয় করিতে পারিলে সমস্ত জগৎ জয় করা হইবে। তিনি সংপ্রতি বৈদিক কর্ম্মমার্গ প্রচার করিতেছেন। তাঁহার নিবৃত্তি-শাস্ত্র বা মোক্ষ-বিষয়ে কিছুমাত্র আস্থা নাই। আপনি তাঁহাকে বশীভূত করুন, তিনি যাহাতে মুক্তিপথ অবলম্বন করেন, তাহার উপায় বিধান করুন। আমা অপেক্ষা মণ্ডনের শাস্ত্রে গভীর অধিকার। আমার শিষ্যগণের মধ্যে মণ্ডন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম। তাহাকে বাদে জয় করিতে পারিলে আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে। মণ্ডনের পত্নীর নাম উভয়ভারতী। তিনি ভূতলে অবতীর্ণা সাক্ষাৎসরস্বতী। আপনি বাদে তাঁহাকেই সাক্ষ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। আপনি মণ্ডনকে জয় করিয়া তাঁহার দ্বারা অপনার ভাষ্যের বার্ত্তিক নির্ম্মাণ করাইয়া লইবেন। যোগীন্দ্র! আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র আমাকে তারকব্রহ্ম নাম দান করিয়া কৃতার্থ করুন। আর ক্ষণকাল

এখানে উপস্থিত থাকুন, আমি যোগীন্দ্রগণের হৃৎকমলের বাঞ্ছিত ফলস্বরূপ আপনার রূপ দর্শন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি।

ভট্টপাদ এই কথা বলিলে কৃপালু শঙ্কর প্রদীপ্ত-সুখ ও প্রকাশ স্বরূপ তারক ব্রহ্ম নাম তাঁহার কর্ণে প্রদান করিলেন। তিনি শঙ্করের দিব্যমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ পার্থিব দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মাহিষ্মতীনগরীতে গমন।

অনন্তর শঙ্কর শিষ্যগণ সহ মণ্ডনমিশ্রকে পরাজয় করিবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন পর্য্যটন করিয়া নানাবিধ অট্টালিকা-পরিশোভিত মণ্ডনের বাসভূমি মাহিষ্মতী নগরীতে * উপস্থিত হইলেন। নগরীর অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ ও বিস্ময়ে তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ হইল। তিনি বিশ্রামার্থ রেবা-নদীর † তীরস্থিত একটি মনোহর উদ্যানে প্রবেশ করি-

---

* মণ্ডনমিশ্র জন্মভূমি রাজগৃহ ত্যাগকরিয়া মাহিষ্মতী নগরীতে আগমন পূর্ব্বক জীবনের অধিকাংশ ভাগ যাপন করেন এইরূপ জনশ্রুতি ও আছে। মাহিষ্মতী নগরী মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্গত, বিন্ধ্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী জব্বলপুরের নিকটে অবস্থিত ছিল।

† রেবা নদীর নামান্তর নর্ম্মদা।

লেন। কমল-বনবিহারী সুশীতল সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া তাঁহার গাত্রে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর শিষ্যগণের সহিত নর্ম্মদার পবিত্র সলিলে অবগাহন কার্য সম্পন্ন করিয়া মণ্ডনমিশ্রের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি মণ্ডনের গৃহ কোথায় জানেন না সুতরাং রাজপথ-গামিনী কতিপয় পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা মণ্ডনমিশ্রের দাসী, জল আনয়নের নিমিত্ত যাইতে ছিল। শঙ্করের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিল "যে বাটীর দ্বারে পিঞ্জরবাসিনী শুক-ললনা "বেদবাক্য স্বতঃপ্রমাণ অথবা পরতঃ প্রমাণ'' * এই কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক করে, সেই মণ্ডনমিশ্রের গৃহ জানিবে। আর যে বাটীর দ্বারে পিঞ্জরবাসিনী শুকললনা "কর্ম্মই জীবের শুভাশুভ ফল প্রদান করে অথবা ঈশ্বর শুভাশুভ ফল প্রদান করেন'' এই কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক করে সেই মণ্ডনমিশ্রের গৃহ জানিবে। আর যে বাটীর দ্বারে পিঞ্জরবাসিনী শুকললনা"জগৎ নিত্য অথবা অনিত্য'' এই কথা লইয়া তর্কবিতর্ক করে সেই মণ্ডনমিশ্রের গৃহ জানিবে।

দাসীদের কথা শুনিয়া শঙ্করের মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। তিনি ভাবিলেন কি আশ্চর্য্য! মণ্ডন এরূপ অসাধারণ পণ্ডিত যে তাঁহার গৃহপালিত শুকপক্ষী ও এই ইতর পরিচারিকারা পর্য্যন্ত দার্শনিক প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে। তাহার

---

* কোন মতে বেদ নিত্য সুতরাং স্বতঃ-সিদ্ধ প্রমাণ। কোন মতে বা বেদ ব্রহ্মের নিশ্বসিতের ন্যায়, উৎপন্ন। অতএব যাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন তাহা অবশ্য প্রমাণ সুতরাং ইহা পরতঃ প্রমাণ।

পর তিনি মণ্ডনমিশ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সে দিন মণ্ডন-মিশ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন। ঋষিতুল্য দুইটি ব্রাহ্মণকে যথাবিধি নিমন্ত্রণপূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের চরণ ধৌত করাইতেছিলেন। মণ্ডন প্রবৃত্তিশাস্ত্রে আস্থাবান্, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে অত্যন্ত আসক্ত সুতরাং শিখা এবং যজ্ঞোপবীত-বিহীন মুণ্ডিত-মস্তক শঙ্করকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া কুপিত হইলেন কারণ শ্রাদ্ধ-কালে মুণ্ডিতমস্তক সংন্যাসীর দর্শন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। অনন্তর উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত বাদ বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। মণ্ডন বলিলেন "ওহে আগন্তুক! দেখ গর্দ্দভেরা পর্য্যন্ত যাহা বহন করিতে কাতর, তুমি সেই কন্থা অনায়াসে বহন করিতেছ, আর শিখা এবং যজ্ঞোপবীতই কি তোমার নিকট এত ভার বোধ হইয়াছে"?

প্রত্যুত্তরে শঙ্কর বলিলেন "রমণী যাহাকে তিরস্কার করে, সেই ব্যক্তি যদি পুনরায় রমণীতে অনুরক্ত হয় তাহার নাম গর্দ্দভ। রমণী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত এবং পুনরায় রমণীতে আসক্ত গর্দ্দভেরা যাহা বহন করা ক্লেশকর মনে করে, আমি সেইকন্থার ভার বহন করিয়া তাহাদেরই ভার লঘু করিতেছি ইহাতে আমার কি দোষ হইয়াছে? দেখ শ্রুতিতে আছে "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" ব্রাহ্মণ কর্ম্মসঞ্চিত স্বর্গাদি লোক-সকল পরীক্ষা করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"। যে দিবস সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে সেই দিবসই প্রব্রজ্যা (সংন্যাস) আশ্রয় করিবে। ব্রহ্ম-চর্য্যাদ্ বা গৃহাদ্ বা বনাদ্বা সংন্যস্য শ্রবণং কুর্য্যাৎ" ব্রহ্মচর্য্য হইতে কিংবা গৃহস্থাশ্রম হইতে অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে সমুদয় পরিত্যাগ

করিয়া আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" কর্ম্মদ্বারা সন্তান দ্বারা কি ধনদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, একমাত্র ত্যাগ স্বীকারেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। "অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ" পরিব্রাজক বর্ণভেদশূন্য বস্ত্রবিহীন মুণ্ডিতমস্তক হইবেন, দারপরিগ্রহ করিবেন না। অতএব শিখা এবং যজ্ঞোপবীত রক্ষা করিলে উপরি উক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহের উপর ভার অর্পণ করা হয়, তজ্জন্যই আমি উহা পরিত্যাগ করিয়াছি। আর দেখ সংন্যাস ব্যতীত কদাচ ব্রহ্মনিষ্ঠা হয় না। অতএব আমি আশ্রমোচিত চিহ্ন শিখা, উপবীত পরিহার করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বলাভের উদ্দেশে সংন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে যে তুমি কেন ক্রুদ্ধ হইতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না"।

উত্তরে মণ্ডন বলিলেন "ওহে আগন্তুক! বুঝিয়াছি পত্নীকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াই তুমি গৃহত্যাগ করিয়াছ। যাহা হউক ইদানীং শিষ্যও পুস্তকের ভার বহন করায় তোমার বিলক্ষণ ব্রহ্মনিষ্ঠা * প্রকাশিত হইয়াছে"।

শঙ্কর বলিলেন "ওহে গৃহস্থপ্রবর! ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থায় গুরু-শুশ্রূষা করিতে আলস্য বোধ করিয়া গুরুকুল হইতে গৃহে আগমন করিয়াছ। আর অহরহঃ পত্নী-সেবায় অনুরক্ত থাকায় তোমার যে কর্ম্মনিষ্ঠা † প্রকাশিত হইয়াছে, উহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি"।

শঙ্করের কথা শুনিয়া মণ্ডন বলিলেন "ওহে আগন্তুক! স্ত্রীলো-

* ব্রহ্মনিষ্ঠা ব্রহ্মপরায়ণতা।

† কর্ম্মনিষ্ঠা—গৃহস্থের কর্ত্তব্য বেদোক্ত পঞ্চমহাযজ্ঞ যথা;—ব্রহ্মযজ্ঞ,

কের গর্ভেই প্রথম বাস করিয়াছ, স্ত্রীলোকেরাই লালন পালন করিয়া তোমার বয়োবৃদ্ধি করিয়াছে, তুমি এমন মূর্খ ও কৃতঘ্ন যে, সেই স্ত্রীলোকের উপকার বিস্মৃত হইয়া তাহাদিগকেই আবার নিন্দা করিতেছ"।

ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিলেন "হাঁ আমি মূর্খ বটে কিন্তু তোমার ব্যবহারও অল্প অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। তুমি শৈশবে যে স্ত্রীজাতির দুগ্ধ পান করিয়াছ, যাহাদের দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, ভাবিয়া দেখ সেই স্ত্রীজাতির সহিত কিরূপ পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাক''।

অনন্তর মণ্ডন বলিলেন, "হঁা আমরা পশু বটে, কিন্তু তুমি যে গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক ত্রিবিধ অগ্নিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সংন্যাস গ্রহণ করায় ইন্দ্রহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াছ। শ্রুতিতে আছে, যাহারা উক্ত ত্রিবিধ অগ্নি পরিত্যাগ করে তাহারা "বীরহা" অর্থাৎ ইন্দ্রহত্যাকারী হয়*।

শঙ্কর বলিলেন, "যত পাপ হউক না কেন আত্মহত্যারূপ পাপ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। আত্মতত্ত্ব না জানিয়া তুমি সেই আত্মহত্যা-রূপ পাতকে লিপ্ত হইয়াছ। শ্রুতিতে আছে, যাহারা ব্রহ্মবিৎ নহে তাহারা আত্মঘাতী †। আত্মঘাতীরা মরণান্তে অসূর্য্যনামক তিমিরাচ্ছন্ন লোকে গমন করে ‡।

দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, এবং নরযজ্ঞ। বেদাধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, ভূতবলি, ভূতযজ্ঞ, অতিথিপূজা নরযজ্ঞ।

* "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নীনুদ্বাসয়তি ইতি শ্রুতিঃ।"

† "অসন্নেব স ভবত্যসদ্ ব্রহ্মেতিচেদ্ বেদ ইতিশ্রুতিঃ।"

‡ অসূর্য্যা নামতে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥
ইতিশ্রুতিঃ।

মণ্ডন বলিলেন "তুমি দ্বারপালদিগকে বঞ্চনা করিয়া কেন চোরের মত আগমন করিয়াছ?"

শঙ্কর বলিলেন, "হাঁ আমি চোরের মত আগমন করিয়াছি বটে, কিন্তু "তুমি ভিক্ষুদিগকে আহারের ভাগ না দিয়া কেন চোরের মত বিষয় উপভোগ করিতেছ?"

মণ্ডন বলিলেন, "কোথায় ব্রহ্ম, আর কোথায় তোমার মত মেধাহীন লোক? কোথায় সংন্যাস এবং কোথায় কলিকাল? তুমি কেবল সুস্বাদু অন্নের লোভে এইরূপ যতিবেশ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ"।

শঙ্কর বলিলেন, "কোথায় স্বর্গ এবং কোথায় তোমার ন্যায় সংসারাসক্ত লোক? কোথায় অগ্নিহোত্র যাগ, আর কোথায় ঘোর কলিকাল? আমি বুঝিয়াছি তুমি কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ উপ-ভোগের নিমিত্ত ছলনা করিয়া ধার্ম্মিক গৃহস্থ সাজিয়া আছ"।

শঙ্করের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া মণ্ডন "যাও আমি কর্ম্মকালে মূর্খের সহিত সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা করি না" এই বলিয়া নীরব হইলে নিমন্ত্রিত ঋষিকল্প পণ্ডিতদ্বয় বলিলেন, "বৎস মণ্ডন! যাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির কামনা বিনষ্ট হইয়াছে, যিনি আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা সাধু-জনের আচার নহে। এই ব্যক্তি যতি সুতরাং নারায়ণ-স্বরূপ। ইনি কৃপা করিয়া তোমার গৃহে আগমন করিয়াছেন অতএব তুমি যথাবিধি ইহাকে নিমন্ত্রণ কর"।

মণ্ডন উত্তম শিক্ষা লাভ করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদ্বয়ের উপদেশে শান্তমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আচামনান্তে শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের ন্যায় যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া ভিক্ষা-গ্রহণের জন্য শঙ্করকে

নিমন্ত্রণ করিলেন। শঙ্কর বলিলেন, “বিদ্বদ্বর! আমি তর্ক-ভিক্ষা কামনা করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, চিরা-চরিত অন্ন-ভিক্ষায় আমার প্রয়োজন নাই। অতএব যে যাহার নিকট বিবাদে পরাস্ত হইবে সে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে এইরূপ পণ করিয়া আমায় তর্ক-ভিক্ষা প্রদান করুন। আপনি অবগত হউন বেদান্তশাস্ত্রের পথ বিস্তার করা ব্যতীত আমার অন্য কিছুই বাঞ্ছনীয় নহে। আপনি সর্ব্বদা যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হইয়া সংসার-সংতাপহারী সেই বেদান্তোপদিষ্ট মুক্তিমার্গের উপর অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন। আমি সমুদয় বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া জগতে বেদান্তপথ বিস্তৃত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। হয় আপনি আমার বেদান্তের সিদ্ধান্ত শুনিয়া ঐ উত্তম মত অবলম্বন করুন, নয় বিবাদ করুন, না হয় বলুন আমি আপনার নিকট পরাজিত হইলাম”।

শঙ্করের ঐরূপ গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া মণ্ডন বিস্ময়াপন্ন হই-লেন এবং স্বীয় গৌরব রক্ষা করিবার মানসে বলিতে লাগিলেন “মহাশয়! স্বয়ং সহস্রবদন ফণিপতি অনন্তনাগও যদি আগমন করেন, তাহা হইলেও এই মণ্ডন “আমি বিজিত হইলাম” একথা মুখদিয়া বলিবে না। অনেক দিন হইতে আমার হৃদয়ে এই বাঞ্ছা উদিত হইয়াছে যে, কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি আমার গৃহে আগত হন এবং তাঁহার সহিত আমার শাস্ত্রীয় বিবাদ হয়। আজ স্বয়ংই সেই উৎসব উপস্থিত। অতএব সংপ্রতি আমাদের বিবাদ হউক এবং ঐ শাস্ত্রীয়-তর্ক দ্বারা আমাদের শাস্ত্রাভ্যাসের পরিশ্রম সফল হউক। ভূতলবাসী পণ্ডিতগণ কি আমাদের এই তর্কসুধা গ্রহণ করিবেন না? যতিবর!

আমি যদি তর্কদান করি, তবেই আপনি ভিক্ষা গ্রহণ করি-বেন, একথা বলা সঙ্গত হয় নাই। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে জানেন না, আমি স্বয়ং কৃতান্তের নিয়ন্তা যে ঈশ্বর তাঁহারও নাশ-কর্ত্তা। কারণ মীমাংসকেরা বলেন "ঈশ্বরো নাস্তি" আমি তর্ক দ্বারা উক্ত মত দৃঢ় করিয়াছি, আমার তর্ক-প্রভাবে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি একজন বাদকর্ত্তার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, দৌর্ভাগ্যক্রমে এত দিন আমার সে আশা পূর্ণ হয় নাই, এপর্য্যন্ত একজন বাদকর্ত্তাও আমার গৃহে আগমন করেন নাই। অদ্য আমি আপনাকে পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। লোকে আমাকে যাজ্ঞিক গৃহস্থদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আপনি বিবাদিগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ভিক্ষু। আমাদের উভয়ের বিবাদস্থলে কে মধ্যস্থ হইবে? কে আমাদের উভয়ের জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ করিবে? বলুন এই কথা বলিয়াই তিনি নিমন্ত্রিত ঋষিকল্প পণ্ডিতদ্বয়কে এই বিবাদের সাক্ষী হইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন "সুধীবর! আপনার পত্নী উভয়ভারতী এই বিবাদের সাক্ষ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি, তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী, ভূতলে নারীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাকে এই কার্য্যে বরণ করুন, তাহা হইলেই নিরপেক্ষ বিচার হইবে।

পণ্ডিতগণের কথা শেষ হইলে মণ্ডন কৃতাঞ্জলি হইয়া শঙ্করকে বলিলেন "মহাশয়, আপনি যে কৃপা করিয়া আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আত্মাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছি। আমাদের বাদকথা আগামী কল্য হইবে, সংপ্রতি

মাধ্যাহ্নিক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বাসনা করি। নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদ্বয়ের প্রস্তাবে ও অনুমোদনে উভয়ভারতীই মধ্যস্থতা করিবেন স্থির হইল। তাহার পর মণ্ডন বেদোক্ত তিনটি অগ্নির ন্যায় সেই অতিথি তিনটিকে যথাশাস্ত্র অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহারা আহার করিয়া উপবেশন করিলে মণ্ডনের শিষ্যগণ তাঁহাদিগের চামর বীজন করিতে লাগিল। তাঁহারা ক্ষণকাল পরস্পর কথোপকথনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন। অনন্তর নিমন্ত্রিত দুই ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিয়া যথাভীষ্ট স্থানে গমন করিলে শঙ্কর ও শিষ্যগণ সহ কদম্ব ও সালতরু-পরিশোভিত রেবানদীর পরমরমণীয় তটে এক দেবালয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। পদ্মিনীবান্ধব দিবাকরের লোহিতবর্ণ রশ্মিজালে পূর্ব্বদিক্ অলঙ্কৃত হইল। সুশীতল সমীরণ বিকশিত কুসুমের সৌরভ বহন করিয়া ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রবুদ্ধ বিহঙ্গমগণের মধুর কাকলীতে বনরাজি মুখরিত হইয়া উঠিল। শঙ্কর যথাবিধি স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া প্রধান প্রধান শিষ্য সহ পণ্ডিতবিভূষিত মণ্ডনপণ্ডিতের গৃহে গমন করিলেন। শঙ্করের আগমনের পূর্ব্বেই নানাশাস্ত্রবিদ্‌বিদ্বদ্‌বর্গে মণ্ডনের গৃহস্থিত মহতী সভা পূর্ণ হইয়াছিল। মণ্ডন যথাসময়ে আপন ভার্য্যা সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপিণী উভয়ভারতীকে কর্ত্তৃত্বপদে অভিষিক্ত করিয়া বাদের জন্য উৎসুক হইলেন।

অনন্তর অদ্বৈতবাদী শঙ্কর মণ্ডনের বাদে উৎসুক্য দেখিয়া পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য-বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি বলিলেন "শুক্তি * যে প্রকার রজতের স্বভাবাক্রান্ত হইয়া

* শুক্তি—ঝিনুক।

রজতরূপে রজতাকারে প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার নিত্যজ্ঞান-সুখস্বরূপ এক পরমার্থ ও নির্ম্মল ব্রহ্ম নিবিড় ও অনাদি অজ্ঞানে আবৃত হইয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যজ্ঞান হইলে নিখিল জগতের এক-মাত্র কারণ ঐ অজ্ঞানের নাশ হয়, যে স্থানে গিয়া ঐ অজ্ঞান লয় প্রাপ্ত হয়, উহাই পরমাত্মা, সেই পরমাত্মার বোধই নির্ব্বাণ এবং তাহাই জীবনমুক্তি বলিয়া অঙ্গীকৃত। এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্রসকল আমার প্রমাণ যথা,—"একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমনন্তং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার অন্ত নাই, তিনি বিজ্ঞান-ময় ও আনন্দময়। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই পরিদৃশ্যমান অখিলব্রহ্মাণ্ড কেবল ব্রহ্মময়। "তরতি শোকমাত্মবিৎ" আত্মজ্ঞানী শোক উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। "তত্র কোমোহঃ কঃশোক একত্বমনুপশ্যতঃ" যিনি একমাত্র ব্রহ্মদর্শন করেন, তাঁহার সেই অবস্থায় শোকই বা কি, মোহই বা কি? "ব্রহ্মবেদ "ব্রহ্মৈব ভবতি" যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই। "ন স পুনরা-বর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে" তিনি আর সংসারে আগমন করেন না, তিনি আর সংসারে আগমন করে না। শঙ্কর ব্রহ্মবিষয়ক এই সকল বেদান্ত-বাক্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"বিদ্বদ্বর! আমার প্রমাণ বিবৃত হইল, যদি আমি এই বাদে পরাজয়ভাগী হই তাহা হইলে এই কাষায় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনার মত শুক্লবসন পরিধান করিব। বাদকালে এই উভয়ভারতীই জয় পরাজয়ের বিচার করিবেন।

ভিক্ষুবর শঙ্করের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া গৃহিশ্রেষ্ঠ মণ্ডন

বলিলেন "আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিলেন পরমাত্মা চিৎস্বরূপ, এ বিষয়ে বেদান্ত বাক্য কখনই প্রমাণ হইতে পারে না। যেহেতু চিৎবস্তু * নিত্য, কার্য্যের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। শব্দের শক্তি একমাত্র কার্য্যেই সংশ্লিষ্ট হয় কিন্তু কার্য্যের অতীত চিৎবস্তু পরমাত্মায় সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। অতএব চিৎস্বরূপ বা পরমাত্মা যে আছেন, উহা কিরূপে জানিব? বেদান্তের পূর্ব্ব-ভাগ "মীমাংসা-বাক্য" অবশ্যই প্রমাণ, কেন না উহা কর্ম্ম বিষয়ক, প্রসিদ্ধ শব্দসমূহের কেবল কার্য্যের প্রতিই শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে, কর্ম্ম হইতেই মুক্তি হয়। অতএব কর্ম্মই শরীরী জীবগণের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত প্রার্থনীয়। "যাবজ্জীবমগ্নি-হোত্রং জুহুয়াৎ" যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই উহার প্রমাণ। এ বিষয়ে বাদ করিয়া যদি আমি পরাজয় লাভ করি, তাহা হইলে শুক্ল বসন ও গৃহস্থাশ্রম বিসর্জ্জন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিব। যেমন আপনার সাক্ষ্য-কার্য্যে আমার পত্নী উভয়ভারতী নিযুক্ত হইয়াছেন, সেইরূপ আমার সাক্ষ্য-কার্য্যেও নিযুক্ত হইলেন।

যিনি এই সভায় বাদে পরাজিত হইবেন, তিনি জেতার আশ্রম অবলম্বন করিবেন—এই কথা প্রচারিত হইলে অসংখ্য পণ্ডিত সভায় আগমনপূর্ব্বক তর্ক বিতর্ক শ্রবণ করিতে লাগি-লেন। শঙ্কর ও মণ্ডন উভয়েই দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত পরস্পর পরস্পরকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহকর্ম্মরতা উভয়ভারতী মনোহর পুষ্পমালা উভয়ের গলদেশে অর্পণ করিয়া নিজপতির মাধ্যাহ্নিক ভোজন ও ভিক্ষুর নিমিত্ত

* চিৎস্বরূপ—জ্ঞানস্বরূপ।

ভিক্ষা-খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। গমন কালে তিনি বলিয়া গেলেন, যাঁহার গলদেশস্থিত পুষ্পমালা মলিন হইবে তিনিই নিশ্চয় পরাজিত হইবেন। তাহার পর ক্রমশঃ নানাদিগ্‌দিগন্ত হইতে যেমন বিদ্বন্মণ্ডলীর সমাগম হইতে লাগিল এবং উভয়ের অন্তঃকরণে জয়াভিলাষও তদ্রূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় বিচারকালে এই সুধীদ্বয়ের কাহারও শরীর কম্পিত কিংবা ঘর্ম্মাক্ত হয় নাই এবং কেহই আকাশের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া চিন্তা করেন নাই। আর কাহারও মুখে ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। উভয়েই ধীরভাবে নিজমতের বিরুদ্ধ যুক্তিসমূহের খণ্ডনে প্রবৃত্ত রহিলেন।

মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচার।

মণ্ডন আবার বলিলেন "যতিবর! আপনি যে জীবাত্মার বাস্তবিক অভেদ বিশুদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই"।

শঙ্কর বলিলেন "উদ্দালক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহান্ গুরুগণ শ্বেতকেতু ও জনকপ্রভৃতি শিষ্যকে পরমাত্মাকে আত্মারূপে গ্রহণ করাইয়াছিলেন, উহাই প্রমাণ। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জনককে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" হে জনক! তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ। "তদাত্মানং বেদ" তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিও। "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমিই সেই ব্রহ্ম। "তস্মাৎ সর্ব্বমভবৎ" সেই ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত বস্তু

উৎপন্ন হইয়াছে! "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" যিনি পরমাত্মার সহিত সমুদয় বস্তুর অভেদ দর্শন করেন, তাঁহার সেই অবস্থায় মোহই বা কি শোকই বা কি (অর্থাৎ শোক বা মোহ কিছু থাকে না)। এই সকল বাক্য কি আপনি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন" ?

শঙ্করের বাক্য শুনিয়া মণ্ডন বলিলেন "মহাশয়! বেদান্তে "হুম্ ফট্" প্রভৃতি বাক্য যেমন জপ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় ও পাপ নাশ করে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যও সেইরূপ জপের উপযোগী ও পাপনিবারক। অতএব যোগিবর! বেদান্ত বাক্যের এমন কোন বিশেষ অর্থ নাই, যাহা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নত্ব প্রকাশিত হইতে পারে।

মণ্ডনের কথা শেষ হইলে শঙ্কর বলিলেন "মহাশয়! আপনি যে কথা বলিলেন উহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, কেন না "হুং ফট্ প্রভৃতি শব্দের অর্থবোধ হয় না বলিয়াই উহা জপের উপযোগী কিন্তু "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের স্পষ্টরূপে অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, অতএব উহা কিরূপে জপের সমান হইবে? আপনি বিজ্ঞ হইয়াও দৃষ্টান্তের এই তারতম্য বুঝিতেছেন না ইহাই আশ্চর্য্য।

শঙ্করের কথায় নিরস্ত হইয়া মণ্ডন অন্য পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন "হে যতীশ্বর! যদিও আপাততঃ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ প্রতীয়মান হয় তথাপি "যিনি যজ্ঞাদির কর্ত্তা, তিনি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন" ইত্যাদি স্তববাক্যে যে জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ দেখা যায়, উহা বিধিবাক্যের শেষ মাত্র* ।

* জৈমিনি বলেন "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" অর্থবাদ

উহা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন "আদিত্য যূপ, যজমান প্রস্তর ইত্যাদি বেদ বাক্যের দ্বারা যজ্ঞের অঙ্গ যূপ, প্রস্তরাদিকে আদিত্য যজমানরূপে প্রশংসা করায় বিশেষতঃ ঐ সমুদয় বস্তু কর্ম্ম-কাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া যদি বিধিবাক্যের শেষ হয় হউক কিন্তু জ্ঞান কাণ্ডে "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্যসকল কিরূপে বিধিবাক্যের শেষ হইবে"?

ইহার উত্তরে মণ্ডন বলিলেন "মহাশয়! যদি কর্ম্মসকলের উৎকর্ষের নিমিত্ত "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্তবাক্য জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ বোধক হয়, হউক। ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই "মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত" মনই ব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা করিবে। "অন্নমুপাস্ব" অন্নের উপাসনা কর। "আদিত্যো ব্রহ্মোত্যা-দেশঃ" সূর্য্যই ব্রহ্ম ইহাই আদেশ। "বায়ুর্বাবসংবর্গঃ" বায়ুই সমুদয়। "প্রাণো বাবসংবর্গঃ" প্রাণই সমুদয়। এইরূপে মন অন্ন, সূর্য্য ও বায়ু প্রভৃতি যে সকল ব্রহ্মভিন্ন পদার্থ আছে, অন্ত হইতে ঐ সকল বেদান্ত বাক্য সমুদয় কর্ম্মের সম্যক্ রূপে উৎক-র্ষের জন্ম ব্রহ্ম-বুদ্ধি করিয়া দিবে। বস্তুতঃ জীবাত্মার উপর

সকল কোন কার্য্যের নিমিত্ত নহে, অতএব বেদবচন সকল অনর্থক। বিধি-বাক্যের সহিত একবাক্য করিয়া স্তুতির অর্থ থাকায় বেদবাক্য বিধির অধীন হইয়া থাকে। অর্থবাদ সকল বিধিবাক্যের সহিত এক বাক্য থাকাতে তাহার প্রমাণ হয়। বেদান্ত বাক্য সকল কোন ক্রিয়া পরতন্ত্র বলিয়া এবং ব্রহ্মরূপ বিধিবাক্য স্বীকার করিয়া যে সিদ্ধান্ত সূত্রের বিরোধ হইতে পারে তাহাও বলিতে পারা যায় না। সমস্ত বিধিবাক্য ভবিষ্যৎ ভাবনার অধীন সুতরাং ঐ বিধিবাক্য ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপ যে সমস্ত কার্য্য আছে তাহার বিধি হইতে পারে না।

ব্রহ্ম-ভাব আরোপিত হইয়া থাকে এবং বেদান্ত-সকলও ঐ জীবাত্মার উপাসনার জন্য হইয়াছে। অতএব জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। শঙ্কর ঐ মতে *দোষ আরোপ করিয়া বলিলেন "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যাদি* বাক্যে যেরূপ ব্রহ্মভাবনা করিবার নিমিত্ত উপপূর্ব্বক আস্ ধাতুর বিধিলিঙের শ্রবণ হইতেছে, তদ্রূপ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে লিঙাদিরূপ কোন বিধির শ্রবণ হয় নাই। সুতরাং ঐ বাক্যে লিঙাদির বিধান কোন প্রকারেই ঘটিতে পারে না। যদি বিধিবাক্যেরই অভাব হইল, তবে জীবাত্মার ব্রহ্মভাব প্রকাশক বেদান্তসমূহ কখনই জীবাত্মার উপাসক হইতে পারে না, বরং জীবাত্মা ও যে পরমাত্মার সহিত এক বেদান্ত তদ্বিষয়েই প্রমাণ হইতেছে।

উহার উত্তরে মণ্ডন বলিলেন "হে যতিবর! বেদান্তবাক্যসকল ব্রহ্মাত্মবিষয়ে প্রমাণ হয় হউক কিন্তু জ্ঞান-কার্য্যর বিধি দ্বারা "তত্ত্বমসি" বাক্যে কেন বিধি কল্পনা করা হইবে না? মনে করুন, শ্রুতিতে আছে "প্রতিতিষ্ঠন্তি হবা য এতা রাত্রীরূপযন্তি" যাঁহারা এই সকল রাত্রিকালে যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হন তাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই স্থলে যেমন "প্রতিতিষ্ঠন্তি" এই পদটি ব্যাকরণ শাস্ত্রোক্ত সনন্তরূপ অর্থের অন্তর্গত করিয়া "যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সমস্ত রাত্রি (সোমযাগাদি) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন" এইরূপ বাক্যের বিপরীত অন্বয় করিয়া অর্থাৎ সোমযাগাদি করিলে প্রতিষ্ঠালাভ হয়, যেমন এইরূপ বিধিবাক্য কল্পিত হয় তদ্রূপ ঐ স্থলেও "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈবভবতি"।

যিনি ব্রহ্ম জানিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মই হয়েন ইত্যাদি মুক্তিফলের শ্রবণ থাকাতে পূর্ব্বরূপ সমস্ত পদের মত অর্থ করিয়া যিনি ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন ইত্যাদি বিধি কল্পনা করা আপনারও আবশ্যক। "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ য আত্মা অপহতপাপ্মা সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" হে শ্বেতকেতো! যে আত্মা নিষ্পাপ তাঁহারই দর্শন অন্বেষণ ও জ্ঞান করিতে ইচ্ছা করিতে হইবে। "আত্মেত্যেবোপাসীত" আত্মাকেই উপাসনা করিতে হইবে। "আত্মানমেব লোকমুপাসীত" আত্মলোকেরই উপাসনা করিবে। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মই হয়েন। ইত্যাদি বিধিবাক্য থাকাতে কে আত্মা, কে ব্রহ্ম, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়। অনন্তর "নিত্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগতো নিত্যতৃপ্তো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ" তিনি নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী নিত্যতৃপ্ত নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ইত্যাদি বেদান্তবাক্যসকল অবশ্যই বিধির উপযুক্ত। আর ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা যে মুক্তি হয় উহা অদৃষ্ট। অথচ শাস্ত্রদৃষ্টান্তে মোক্ষ হয় ইহা আপনারই মত। কর্ত্তব্যবিধির সহিত ব্রহ্মবিধি সংলগ্ন না হইলে কেবল মাত্র কোন এক অদ্ভুত বস্তু কল্পনা করিলে ব্রহ্ম গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা জানা যায় না। "সপ্তদ্বীপা বসুমতী রাজাসৌ গচ্ছতি" পৃথিবীতে সাতটি দ্বীপ আছে, ঐ রাজা গমন করিতেছেন ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বেদান্ত বাক্যসমূহ অনর্থক হইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন বেদান্তশাস্ত্র সকল যাগাদি কার্য্যের প্রবর্ত্তক অথবা সর্ব্ববৈরাগ্যবোধক না হইলে শাস্ত্র বলিয়া গণ্যই হইতে পারে না। যে শাস্ত্র প্রবৃত্তি কিংবা

নিবৃত্তিবোধক শাস্ত্রকারগণ তাহাকেই শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। "রজ্জুরিয়ং নায়ং সর্পঃ" ইহা রজ্জু, সর্প নহে ইত্যাদি বাক্য শুনিলে যেমন ভয় ও কম্পাদির নাশ হয় ব্রহ্মের স্বরূপ শ্রবণে তেমন সংসার-বিভ্রম বিনষ্ট হয় না। কারণ যে ব্যক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারও সংসারধর্ম্ম ও সুখ দুঃখ অনুভব করিতে দেখা যায়। "মন্তব্যো নিধিধ্যাসিতব্যঃ" এই বেদবাক্য শ্রবণের পরক্ষণেই নিধিধ্যাসনের উল্লেখ করা হইয়াছে অতএব বেদান্তবাক্য বিধি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

শঙ্কর ঐ মতে দোষ আরোপ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, যে প্রকার স্বর্গ যাগক্রিয়াজন্য বলিয়া অনিত্য, সেই প্রকার মোক্ষ ও জ্ঞানক্রিয়া জন্য বলিয়া অনিত্য হইতে পারে। কোন কর্ত্তব্যবিধির শেষ থাকাতে আত্মোপদেশ উপযুক্ত নহে। স্বর্গ যেরূপ অনিত্য ও সাতিশয় দোষে দূষিত, সেইরূপ মোক্ষও ঐরূপ দোষে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। আপনার মতে জ্ঞান যদি মানসিক ক্রিয়া হয়, তবে মুক্তি কেন অনিত্য হইবে না? জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া হইলেও যথার্থ বস্তুর স্পষ্ট প্রমাণ থাকাতে কিছু করিতে অথবা তাহার বিপরীত করিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদের মতে ঐরূপ দোষ নাই। যেরূপ দেবতার নিমিত্ত ঘৃত গ্রহণ করা হইয়া থাকে "তাং ধ্যায়েদ্ বষট্ করিষ্যন্" যিনি বষট্কার মন্ত্র পড়িবেন, তিনি সেই দেবতার ধ্যান করিবেন। "সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েদ্" মনদ্বারা সন্ধ্যার ধ্যান

* "প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা।
পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে"।

করিবে—ইত্যাদি স্থলে ধ্যান যেরূপ মানসিক ক্রিয়া ও কোন পুরুষের অধীন বলিয়া কিছু করিতে অথবা তাহার অন্যথা করিতে পারা যায়, সেই রূপ উপাসনা ক্রিয়া ও কিছু করিতে কি না করিতে পারা যায়, কিংবা তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারা যায়। কিন্তু জ্ঞান কখনই ঐরূপ নহে এবং জ্ঞানজন্য মুক্তিও স্পষ্ট অনিত্য জানিবেন। অতএব কর্ম্মকাণ্ডস্থলে বেদে যে লিঙ্ বিভক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে; তাহা নিতান্ত অনুপযুক্ত সুতরাং উহা কুণ্ঠিত বিধিবাক্যের ছায়া মাত্র বলিয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবিষয়ে কেবল লোকদিগকে বিমুখ করিয়া থাকে। ইহার অন্যথা হইলে "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" সেই পরাৎপর পরব্রহ্মের জ্ঞান হইলে তাহার কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" যে ব্যক্তি আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন তাঁহার আর কিছুতেই ভয় হয় না। "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি তদাত্মানং বেদ" হে জনক! তুমি অভয় প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে। "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমিই ব্রহ্ম, ইত্যাদি শ্রুতি সকল ব্রহ্মবিদ্যার পরই মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। (তখন মোক্ষজ্ঞানজন্য যে অপূর্ব্ব জন্মায় তাহা নিবারণ করিতে পারে) ইহাও বলিতে পারা যায়। ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পর কর্ত্তব্যকার্য্যসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও কৃতার্থতা লাভ করা যায় এবং তাহাই আমাদিগের অলঙ্কার ও গৌরবের বিষয়। মনন ও নিদিধ্যাসনের সহিত শ্রবণ হইলে যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় তখন সংসার ও সংসারী এই সমস্ত ভাবের নিবৃত্তি হয়। তখন ঐ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার শ্রুতি স্মৃতি ও সকলেরই অনুভবসিদ্ধ হইয়া থাকে সুতরাং

হিতসাধন দ্বারা ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্র যে প্রধানশাস্ত্র তাহাতে আর কোন সংশয় নাই।

মণ্ডন বলিলেন "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদবাক্য যে কথনই উপাসনা কার্য্যে মিশ্রিত হয় না, তাহা আমি যথেষ্ট অঙ্গীকার করিলাম। তথাপি ঐ বেদবাক্য ব্রহ্মের অভেদবোধক হইতে পারে না। হে পণ্ডিতবর! ঐ সকল বেদবাক্য জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কোন সাদৃশ্য বুঝাইয়া দিউক।'

উহার উত্তরে শঙ্কর বলিলেন, "তত্ত্বমসি" এই বাক্য কি চেতন রূপে সাদৃশ্য বুঝাইবে? অথবা ঈশ্বরের যে সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বাত্মতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণ আছে তাহা দ্বারা সাদৃশ্য বুঝাইবে? যদি চেতন ভাবে সাদৃশ্য স্বীকার করা হয় তাহা বৃথা স্বীকার করা মাত্র। কারণ পরমাত্মা চেতনরূপে চিরকালই প্রসিদ্ধ, তন্নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করাও অনর্থক। তবে যদি গুণসমষ্টি দ্বারা সাদৃশ্য স্বীকার করেন, তাহাও বৃথা। কারণ জীব পরমাত্মার সহিত একীভাবাপন্নমাত্র পরস্পরের মধ্যে কোন ভেদ নাই, সুতরাং আপনার নিজের মতের বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব "তত্ত্বমসি" বেদবাক্য যে ঐক্য-বোধক ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

মণ্ডন বলিলেন 'বিদ্বর! অবিদ্যারূপ আবরণ থাকাতেই উভয়ের প্রতীতি হয় না। নতুবা নিত্যরূপে পরমাত্মার যে সমস্ত গুণ আছে ঐ সমস্ত সুখ, বোধ ও অনন্তা প্রভৃতি গুণ দ্বারা "তত্ত্বমসি" বেদবাক্য যদি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাদৃশ্যবাচক হয় তাহাতে দোষ কি?

শঙ্কর বলিলেন 'বিজ্ঞবর! যদি আপনার ঐ কথাই স্বীকার

করা যায়, তবে জীবাত্মা যে পরমাত্মা 'তত্ত্বমসি' বাক্য দ্বারা কেন উভয়ের অভেদ বোধ হইবে না। বস্তুতঃ উভয়ের অভেদ বিষয়ে আর কোন দুষ্ট অভিসন্ধি থাকিতে পারে না এবং জীবাত্মা কথনই পরমাত্মভাবে প্রকাশিত হয় না। ইতি পূর্ব্বে আপনি বলিয়াছেন পরমাত্মা সুখস্বরূপ ও অনন্ত। কেবল অবিদ্যারূপ আবরণ থাকাতে স্বয়ং প্রতিভাস অর্থাৎ জীবাত্মার পরমাত্মভাবে কথন প্রকাশ হইতে পারে না।

মণ্ডন বলিলেন 'যতিরাজ! এই জগতের কারণ চেতন পদার্থ হইলে, অবশ্যই আপনার জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাদৃশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অপিচ জগৎ চেতন বস্তু হইতে সৃষ্ট বলিয়া সাংখ্যের প্রকৃতি ও বৈশেষিকাদির পরমাণু মত সকল খণ্ডন করা হইল।

শঙ্কর বলিলেন 'যদিচ এরূপ হয় তবে আপনার মতে "তৎ" শব্দে জগতের কারণ আর "ত্বং" অর্থাৎ আপনার সদৃশ হয়। ঐরূপ ভাবে প্রয়োগ করিলেও "তত্ত্বমসি" পদ কথন সিদ্ধ হয় না ——কিংবা জড় বলিয়া শঙ্কা করিতে পারা যায় না। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" পরমাত্মা পর্য্যালোচনা করিলেন আমি বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করি;—ইত্যাদি বেদবাক্যের দ্বারা ঈক্ষ ধাতুর প্রয়োগ করা হইয়াছে। জগৎকারণ যে চেতন হইতে অভিন্ন "তত্ত্বমসি" এই বাক্য কেবল তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছে। অথচ লক্ষ্য বস্তুর অভাব থাকাতে প্রকৃতি ও পরমাণু প্রভৃতি মত খণ্ডনের নিমিত্ত কথনই আপনি ঐরূপ বলিতে পারেন না।

এইরূপ সকলদিকে বিব্রত হইয়া মণ্ডন ঐ পক্ষ উপেক্ষা

করিয়া পুনর্ব্বার "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য জপের উপযোগি বলিয়া অবলম্বন করিলেন। অপিচ ঐ বেদবাক্য পরমাত্ম-পক্ষে ন্যস্ত হইলে প্রত্যক্ষের বিরোধ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং বলিতে লাগিলেন ঐ বেদবাক্য যদি সাদৃশ্য-বোধক না হয় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু "নাহমীশ্বরঃ" আমি ঈশ্বর নই এইরূপ প্রত্যক্ষ ও বলবান্ জ্ঞানের বিরোধ হওয়াতে ঐ বেদব্যক্য উভয়েরই ঐক্য-বোধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ" স্বীয় শাখা অধ্যয়ন করিবে, এই বাক্য বিধিযুক্ত ও জপের উপযোগি বলিয়া সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে।

শঙ্কর ঐ পক্ষে দোষারোপ করিয়া বলিলেন, যদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ভেদ জ্ঞান হয় তাহা হইলে অভেদবাচক শ্রুতি-বাক্যের বোধ হয়। অথবা ইন্দ্রিয়ের ভেদ স্বীকার করিয়া যদি অসন্নিকর্ষ (অনৈকট্য সম্বন্ধ) ঘটে তবে ভেদজ্ঞান হইতে পারে না। অতএব ঐ বাক্যের এবং প্রত্যক্ষের কিছুতেই বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

মণ্ডন মনে মনে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন নৈয়ায়িক-মতে অন্যোন্যাভাবপদার্থ ভেদ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। সুতরাং ভেদ পদার্থে (অভাবে) বিশেষণের সন্নিকর্ষ (নৈকট্য) হেতু অসন্নিকর্ষ (অনৈকট্য) সিদ্ধ হয়। কারণ "ঈশাদহং ভিন্নঃ" আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এই অভেদ পদার্থ জীবাত্মার বিশেষণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। অতএব হে মনীষাসম্পন্ন শঙ্কর! ভেদ এবং ইন্দ্রিয়াদির সংযোগাদি সম্বন্ধ থাকিলেও কেবল বিশেষণের ঐ স্থানে নৈকট্য সম্বন্ধ হউক।

শঙ্কর ঐ মতের খণ্ডন করিলেন। তিনি বলিলেন, 'কেবল

বিশেষণের ঐ স্থানে নৈকট্য-সম্বন্ধ কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না—স্বীকার করিলে অতিপ্রসঙ্গ দোষ ঘটিতে পারে। অর্থাৎ ভিত্তি দ্বারা যদি ভূতল আচ্ছাদিত হয় এবং ঐ ভূতলস্থিত ঘটের অভাব হইলেও কেবল মাত্র বিশেষণের ঐ স্থানে অস্তিত্ব প্রযুক্ত ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অতএব অভাব পদার্থের আধার ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ স্থানে বিশেষণের নৈকট্য সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আত্মার ঐ ইন্দ্রিয়ের উপর কোন নৈকট্য সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ আত্মার আধার এবং ইন্দ্রিয়-সংযোগ কখনই কারণ নহে। পরমতে কর্ণবলয়াবচ্ছিন্ন নভোভাগের নাম কথিত হইয়াছে। ঐ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যে শব্দ ঐ শব্দের অভাব তখন শব্দের অধিকরণরূপে বিদ্যমান থাকে। অতএব স্বীয় পদার্থ দ্বারা স্বকীয় পদার্থের অনৈকট্য সম্বন্ধ বা অসংযোগ থাকাতে কিংবা অধিকরণ এবং ইন্দ্রিয়-সংযোগের অভাববশতঃ শব্দের অভাব যে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না ইহা অত্যন্ত দূষণীয়।

ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া মণ্ডন বলিলেন—আপনি যে বলিয়াছেন "ভেদের আধার আত্মার কখন কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হয় না।" ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ চিত্ত এবং আত্মা উভয়ই দ্রব্য পদার্থ। সুতরাং দ্রব্য পদার্থ যে সংযোগ নামক গুণ পদার্থের আধার হইবে ইহা বিচিত্র নহে।

শঙ্কর বলিলেন 'আত্মা যদি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অথবা পরমাণু হয় তথাপি কিছুতেই তাহার সংযোগ সম্বন্ধ হয় না। হে যোগিন্ * সংযোগ না হওয়ার কারণ এই জগতে অবয়ব

* এখানে "যোগিন্" এই সম্বোধন পদটি শ্লেষাত্মক। ইহারে তাৎপর্য্য

বিশিষ্ট পদার্থের সহিত অবয়ব-বিশিষ্ট পদার্থেরই সংযোগ হইয়া থাকে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ। আর মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া অঙ্গীকার করিলে ভেদ থাকাতে মনের কখন সংযোগ হইতে পারে না, ইহাও আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মন ইন্দ্রিয় না হইয়াও কেবল মাত্র ছয়টি সংখ্যা পূরণ করিবার জন্য ঐরূপ উক্ত হইয়াছে। "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি" আমি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন এই বচনও বৃথা। কারণ "নক্ষত্রাণামহং শশী" আমি নক্ষত্রদিগের মধ্যে চন্দ্র—এই বচনের মত উক্ত বচনটি মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রমাণ করে নাই।

মণ্ডন বলিলেন—যদি ভেদবুদ্ধি ইন্দ্রিয় হইতে না হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাক্ষিস্বরূপ হইবার আপত্তি কি? হে যোগিবর! ইন্দ্রিয়ের সাক্ষিস্বরূপ ভেদবুদ্ধি থাকিলে বিরোধ হয়। অতএব 'তত্ত্বমসি' বেদবাক্য জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অভেদ কেন না নিরূপণ করিয়া দিবে?

শঙ্কর মণ্ডনের কথা স্বীকার করিয়া লইয়া বিষয়ভেদ থাকাতে বিরোধ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন——প্রত্যক্ষ-প্রমাণ সাক্ষিস্বরূপ, ঐ প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবিদ্যা এবং মায়াযুক্ত জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ভেদ প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু বেদবচন দ্বারা অবিদ্যা এবং মায়াযুক্ত কেবল জীবাত্মা এবং পরমাত্মারই অভেদ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপে শ্রুতি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ আশ্রয় করাতে কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই।

এই যে আপনার অনুভূত ভার্য্যা এবং অর্থ প্রভৃতি বস্তুর যোগ বিদ্যমান আছে, আপনি কিছুতেই গোপন করিতে পারেন না।

শঙ্কর বিরোধ অঙ্গীকার করিয়া লইয়া পুনরায় খণ্ডন করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন—যদি এ বিষয়ে বিরোধ হয়, হউক কিন্তু মীমাংসাদর্শনে যেরূপ অপচ্ছেদ (বিচ্ছেদ ন্যায়) উক্ত হইয়াছে এবং তাহা দ্বারা যেরূপ দুর্ব্বলের বাধ হয় তদ্রূপ ভেদবোধক প্রবল শ্রুতিবচনে শেষ প্রবৃত্ত দ্বারা প্রথম প্রবৃত্ত দুর্ব্বল ভেদ পদার্থের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাধিত হইবে তাহা অযৌক্তিক নহে। "পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ" জ্যোতিষ্টোমযাগে বহির্দ্দেশে যে স্থানে পবিত্র বস্তু সকল বিদ্যমান থাকে, সেই ঘৃতের আধার যজ্ঞবেদি হইতে নির্গত ঋত্বিক্ ও যজমানদিগের মধ্যে প্রথমে যিনি কার্য্য প্রস্তুত করেন তিনি ঋত্বিকের পর কার্য্য আরম্ভ করিবেন। পরে সমস্ত বস্তুর আহরণকর্ত্তা প্রস্তাবকর্ত্তা এবং বেদগানকর্ত্তার পর আপন আপন কার্য্য সকল আরম্ভ করিবেন। এইরূপে পর পর পরস্পরের কার্য্যারম্ভ কথিত হইয়াছে। যদি ঐ নিয়মের কোন বৈপরীত্য ঘটে তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যদি বেদগানকর্ত্তা ঐ কার্য্যের নিয়মভঙ্গ করেন, তবে দক্ষিণাশূন্য যাগের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঐ যাগ করিবেন। এবং যাহা প্রথমে দান করা উচিত ঐ যজ্ঞে তিনি তাহাই দান করিবেন। এবং যদি আহরণকর্ত্তা ক্রম-ভঙ্গ করেন তাহা হইলে তিনি সমগ্র বেদ দান করিবেন। ঐ যজ্ঞে বেদগানকর্ত্তা ও বস্তু-সংগ্রহকর্ত্তার ক্রমান্বয়ে নিয়মভঙ্গ হইলে প্রায়শ্চিত্ত বিরুদ্ধ হয়, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত কখন এককালে হইতে পারে না। এখন জিজ্ঞাসা করি ঐ কার্য্য পূর্ব্বে হইবে, কি পরে হইবে? এ বিষয়ে যদি কোন বিরোধ না জন্মে তবে প্রথমেই কার্য্য করিতে হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত। কার্য্য অগ্র

পশ্চাৎ হইলে দুইটি নিমিত্তের মধ্যে প্রথম নৈমিত্তিক কার্য্য দুর্ব্বল এবং পূর্ব্ব কার্য্য অপেক্ষা না করিয়া নৈমিত্তিক কার্য্যের বাধ হয়। প্রথম কার্য্য প্রথম হইলে পর কার্য্য তাহাতে সংলগ্ন হয় না সুতরাং পূর্ব্বকার্য্য দ্বারা পর কার্য্যের বাধ হইতে পারে না। ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই——"প্রকৃতিবৎ" অর্থাৎ যেরূপ যজ্ঞীয় প্রকৃতি বিষয়ে যে সমস্ত কুশ উপকার করিয়াছে ঐ প্রথম তাহাদিগকে লঙ্ঘন করিলে ঐ সকল কুশ যজ্ঞীয় কার্য্যের বিকৃতি করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হয়। অনন্তর যে সমস্ত কুশ উপকার করিবে বলিয়া কল্পনা করা যায় এবং যে সমস্ত কুশ শেষে উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত নিরপেক্ষ কুশ দ্বারা যেরূপ পূর্ব্বোক্ত কুশ-সমুহের বাধ হইয়া থাকে, এস্থানেও অবিকল তদ্রূপ জানিবেন। এবং যেরূপ প্রথমে প্রবৃত্ত দুর্ব্বল ও আদিম নৈমিত্তিক কার্য্য শেষে প্রবৃত্ত, প্রবল ও পরবর্ত্তী নৈমিত্তিক কার্য্য দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে তদ্রূপ যথাবিধি বেদবচন-দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাধ হইবে। অপিচ যেরূপ প্রথম জাত রজত জ্ঞানের পরক্ষণ জাত শুক্তি (ঝিনুক) জ্ঞান দ্বারা বাধ হয়; একের বাধ না হইলে অপরের যে যে পদার্থ আছে, তাহারও উৎপত্তি হয় না, এ স্থলেও অবিকল সেইরূপ জানিবেন। শঙ্করের কথা শুনিয়া মণ্ডন অনুমান দ্বারা শ্রুতির বাধ দেখাইবার জন্য মনে মনে শঙ্কা করিতে লাগিলেন। যদি চ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অভেদ শ্রুতির ভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অনুমান দ্বারা যে অভেদ শ্রুতির বাধ হইবে আপনি তাহার কিরূপে খণ্ডন করিবেন? হে যোগিরাজ! অজ্ঞান বলিয়া ঘটপটাদি পদার্থ যেরূপ ব্রহ্ম পদার্থ হইতে পৃথক্, ব্রহ্ম তদ্রূপ অসর্ব্বজ্ঞত্বহেতু ভেদবিশিষ্ট

জীবাত্মা ও ব্রহ্ম পদার্থের সহিত ভেদবিশিষ্ট। অতএব এইরূপ অনুমান প্রমাণ দ্বারা অভেদ শ্রুতির ভেদ বা বাধ হওয়া অযুক্ত নহে।

শঙ্কর মণ্ডনের বাক্যের দুই প্রকার অর্থ করিয়া উহাতে দোষারোপ করিতে লাগিলেন। এই যে ব্রহ্মনিরূপিত ভেদ ইহা কি যথার্থ? না কাল্পনিক? যদি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে যে ঘটাদির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার ব্যাঘাত হয়। অর্থাৎ ঘটাদির ঐরূপ ভেদ অথবা ঘটাদির অভাব স্বীকার করা হয়। যদি কাল্পনিক ভেদ স্বীকার করেন তাহা আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি। অর্থাৎ সংসার-দশায় আমাদের মতেও কাল্পনিক এবং ব্যবহারিক ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহার জন্য আর কষ্ট-কল্পনা করিব কেন? এই কথার দ্বারা ঈশ্বরের সহিত প্রত্যেক বস্তুর যে নিয়ম্য নিয়ামক সম্বন্ধ আছে তাহাও পরাস্ত করা হইল।

মণ্ডন বলিলেন——ব্রহ্মস্থিত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ভেদের বাধ হয় না এবং ঐ ভেদের আশ্রয় অনুমান প্রমাণ দ্বারা সাধ্য (অর্থাৎ তাহারই অনুমান করিতে হইবে) এবং ঐ সাধ্য (অনুমেয়) ঘটাদিতে অবশ্যই বিদ্যমান আছে। আর আত্মজ্ঞান দ্বারা যে পদার্থের বাধ হয় না, তাহা আপনিও স্বীকার করেন নাই। সুতরাং সেই ভেদ বস্তুকেই এক্ষণে আমরা অনুমান করিয়া লইয়াছি। অতএব আপনি যে ঐ বাক্যে দৃষ্টান্তহানি প্রভৃতি দোষারোপ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আর কিছুতেই তাহার সম্ভাবনা নাই।

এই বাক্যের দুই প্রকার অর্থ বুঝিয়া শঙ্কর দোষ দিতে

প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন আপনি যে পূর্ব্বশ্লোকে স্বশব্দের উল্লেখ করিয়াছিলেন স্বশব্দ দ্বারা সুখাদিবিশিষ্ট জীব পদবাচ্য সমস্ত বস্তুর কর্ত্তারূপ আত্মা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন? না যদি প্রথম পক্ষ অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে সুখদুঃখাদিবিশিষ্ট জীবাত্মার জ্ঞানদ্বারা অবাধনীয় অব্যবহারিক এবং অনির্ব্বচনীয় যে ভেদ পদার্থ আছে, তাহা আমাদেরও অভিমত। কিন্তু ওরূপ ভেদ কখনই সাধ্য (অনুমেয়) নহে। শেষ পক্ষটি যদি অভিপ্রেত হইয়া থাকে পুনরায় আপনার পূর্ব্বমত (দৃষ্টান্তহানি) নামক দোষ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ সুখদুঃখাদি বিশিষ্ট আত্মাতে অজ্ঞান-প্রকাশ হেতু ঐরূপ সুখদুঃখাদিবিশিষ্ট আত্মজ্ঞান দ্বারা ঘটাদির যে বাধ হয়, তাহা আমরাও স্বীকার করিয়াছি। সুতরাং ঐরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারা যে ভেদ পদার্থের বাধ হয় না, তাহা কোন স্থানেই স্বীকার করা যাইতে পারে না।

মণ্ডন বলিলেন——যোগিবর! আমি ঐরূপ অনুমান দ্বারা বিশেষণশূন্য ভেদ বস্তু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ভেদ বিশেষণশূন্য হইলে ঘটাদির মত মিথ্যা ভেদ বুঝাইয়া থাকে, সুতরাং এস্থলেও পূর্ব্বমত সিদ্ধ-সাধনতা দোষ ঘটিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন "যদি চ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ সত্যই বিশেষণশূন্য এবং তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে এবং অবিদ্যারনিবৃত্তি হইলেও অবিদ্যার কার্য্য ঘট পটাদির ভেদ হইয়া থাকে তথাপি একেবারে ভেদনিবৃত্তি হয় না; অথচ ঐ ভেদ পদার্থ সত্য হইয়া পড়ে, এই ভয়ে আপনি ও জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ভেদ কোন এক বিশেষণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি

আমাদের মতে উপাধিশূন্য ভেদেরই অনুমান করিতে হইবে। সিদ্ধসাধনতা দোষ কিংবা দৃষ্টান্তহানি দোষ হইতে পারে না। অতএব ঐ স্থানে আপনিও বিশেষণ-শূন্য ভেদ স্বীকার করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

শঙ্কর ঐ মত খণ্ডন করিলেন। তিনি বলিলেন—ঘট-ভেদে কিংবা পরমাত্মার ভেদে অবিদ্যাই উপাধি জানিবেন। অবিদ্যা যদি ঈশ্বরে ও ঘটভেদে বিশেষণ হয়, তবে বিশেষণ-শূন্য ভেদ ঐ স্থানে অঙ্গীকার করিতে পারেন না। সুতরাং তাহাতেও আপনার পূর্ব্বমত দৃষ্টান্তহানি দোষ ঘটে। অপিচ আপনার অনুমানে জড়ত্বকেই উপাধি বলিতে হইবে, কারণ ঘট পটাদি পদার্থ জড়ত্বরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং উহারা মিথ্যা। ঘটপটাদি মিথ্যা হইলে ঘটগোচর জ্ঞান কখনও ঘট ও ঘট-ভেদের হেতুস্বরূপ অজ্ঞাননিবৃত্তির কারণ হইতে পারে না। "স্ব" এই পদে ঘট এবং ঘট জ্ঞান দ্বারা জড়তা হেতু এক অবাধনীয় ভেদ হইয়া থাকে। জড়ত্ব-পদার্থ ব্যাপক, সত্য কিন্তু সাধন (অনুমান) স্বপ্রকাশ পরমাত্মার উপর জড়ত্ব না থাকাতে জড়ত্ব পদার্থ কখনই সাধন-ব্যাপক হয় না। অতএব জড়ত্ব একটি বিশেষণ বলিয়া উহার প্রকৃত হেতু হইল না। কিন্তু হেত্বাভাস অর্থাৎ অসৎ হেতু হইল। জ্ঞেয় পদার্থ হইতে জড়ত্ব অতিরিক্ত পদার্থ নহে। জড়ত্বও কেবলান্বয়ী অর্থাৎ পরমাত্মাতে ও জড়ত্ব আছে। সুতরাং সাধনের ব্যাপকত্ব জড়ত্ব যে বিশেষণ নহে ইহাও নির্দ্দেশকরা কঠিন। কারণ জড়ত্ব কখনই স্বপ্রকাশ নহে। কিন্তু পরমাত্মা যে স্বপ্রকাশ ইহা শ্রুতি ও ন্যায় প্রসিদ্ধ। এই স্থলে হেতু অসৎ যথা ;—আত্মা পর হইতে অভিন্ন "চিত্বাৎ"

যেহেতু আত্মা জ্ঞানরূপী। ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা;—পরবৎ প্রত্যেক পরব্যক্তি প্রত্যেক পর হইতে অভিন্ন হওয়াতে সকলেই সমান। এইরূপ অনুমানে হেতু অসৎ হইয়াছে।

মণ্ডন বলিলেন—এইরূপ অনুমান করা যাইবে, ধর্ম্মী জ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মার জ্ঞান দ্বারা যেমন জীবাত্মার সহিত কোন শরীর ভেদের বাধ হয় না। সুতরাং সেই ভেদ বস্তু সংসারশূন্য ব্রহ্মে সাধ্য অর্থাৎ অনুমান বলিয়া লইতে হইবে এবং ঐরূপ সাধ্য আমাদের ইষ্ট বলিয়া গণ্য। আত্মার অভাব স্বরূপ যে ভেদ বস্তু আছে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সে ভেদ থাকে না, ইহা আপনি স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তুকে সাধ্য (অনুমেয়) বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। সুতরাং কিছুতেই পূর্ব্বমত সিদ্ধসাধন কি দৃষ্টান্তহানি দোষ হইতে পারে না। ঘটাদি জ্ঞান দ্বারা ঐরূপ ভেদের কোন যে বাধা হয় না, ইহা আপনার ও অভীষ্ট।

শঙ্কর বলিলেন—ঐরূপ ভেদ বস্তু কি সমস্ত ধর্ম্মীর (জীবাত্মার) জ্ঞান দ্বারা বাধ হয় না? কিংবা যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মীর জ্ঞান হইলে ঐ ভেদ পদার্থের কোন বাধ হয় না? তন্মধ্যে ঘটে যে জীবাত্মার ভেদ থাকে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বাধ হয়, ইহা পূর্ব্বে স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত ধর্ম্মী জ্ঞান দ্বারা যে বাধ হইবে তাহাও সম্ভাবিত নহে। অতএব প্রথম পক্ষে দৃষ্টান্তহানি নামক যে দোষ উল্লিখিত হইয়াছিল তাহাও অসম্ভব। তবে সিদ্ধ সাধন দোষ হইতে পারে বটে, কারণ যাঁহারা স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত কোন ভেদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ঘট পটাদি পদার্থের কিংবা ব্রহ্মপদার্থের ভেদ বস্তু যে

এক তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মধর্ম্মাবলম্বী ঘটজ্ঞান দ্বারা যে জীবাত্মার ভেদের কিছুতেই বাধ হয় না, আমরাও ব্রহ্মপদার্থে সেরূপ ভেদ স্বীকার করিয়া থাকি।

পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে ঐ মতে দুই প্রকার দোষার্পণ করিলেন। বলিলেন—হে মনীষিন্ আপনি যে ধর্ম্মীপদের উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ ধর্ম্মীপদে কি বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-গোচর, সত্য, জ্ঞানাদি রূপ নির্গুণ পদার্থ বলিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন? শেষ পক্ষটি হইতেই পারে না—কারণ ভেদ পদার্থ যদি ভেদ জ্ঞানদ্বারা বিশেষরূপে দূষণীয় না হয় এবং তাহাই ইষ্ট বলিয়া অভিপ্রেত হইলে পুনর্ব্বার সেই সিদ্ধসাধন দোষ উপস্থিত হয়। প্রথম পক্ষটিও সম্ভাবিত নহে। প্রথম পক্ষে যে সমস্ত দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

উভয় প্রকারেই যে দোষ থাকিতে পারে, এক্ষণে তাহার সবিশেষ বিবরণ বলিতেছি। আপনি কি নির্গুণ ব্রহ্মকে অনুমান করিবেন? এবং তাহাই কি সৎপক্ষ? (আধার) অথবা অপ্রমিত ব্রহ্ম সৎপক্ষ? দ্বিতীয় কথাটি স্বীকার করিলে তিনি কাহারও আশ্রয় হইতে পারেন না। তবে প্রথম পক্ষ যদি স্বীকার করেন এবং ব্রহ্মাদি পদদ্বারা যদি এক আনন্দ বস্তুকে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে ঐ এক আনন্দ প্রত্যেক বোধাত্মা যে জীবাত্মার সহিত অভেদ রূপে নির্দ্ধারিত, তাহাতে কেবল তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য দ্বারা পরমাত্মার জীবাত্মার সহিত অভেদ-মাত্র সিদ্ধি হইয়াছে। ঐরূপে সিদ্ধি করিলে কেবল ধর্ম্মি-বোধক বেদান্ত শাস্ত্রের প্রমাণের মহৎ ক্রোধ উপস্থিত হয়। যথা;—জ্যোতিষ্টোম যাগ কথনই স্বর্গফল দান

করিতে পারে না। কারণ যাগ একটি ক্রিয়ামাত্র। ক্রিয়া করিলেই যদি স্বর্গফল হইত, তবে মর্দ্দন ক্রিয়া করিলেও স্বর্গফল হইতে পারিত। অতএব এরূপ অনুমান করা বৃথা মাত্র। "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" যে ব্যক্তি স্বর্গকামনা করিবেন, তিনি জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবেন। এই স্থানে যাগ ক্রিয়ার বেদবচন দ্বারা বাধ হয় বলিয়া যেমন ওরূপ অনুমান, অনুমানের আভাসমাত্র, এখানেও অবিকল তদ্রূপ জানিবেন।

শঙ্করের নিকট চারিদিকে বিব্রত হইয়া মণ্ডন অনুমান দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন করিতে অসমর্থ হইলেন এবং শ্রুতির দোষ দেখাইতে লাগিলেন। "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্ অন্যো অভিচাকশীতি॥" হে যতিবর! দুইটি পক্ষী এক স্থানে থাকে এবং তাহারা পরস্পর বন্ধু। এক দিন ঐ দুইটি পক্ষী একটি বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিল। দুইটির মধ্যে একটি পক্ষী সুস্বাদু পিপ্পল ফল ভক্ষণ করিল। আর একটি কিছুই না খাইয়া সুন্দর রূপে শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যাদি শ্রুতিবচন যদি কর্ম্মফল ভোক্তা জীব এবং কর্ম্মফলের অভোক্তা ঈশ্বর এই উভয়েরই ভেদ প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে ঐ শ্রুতিই জীব ও ঈশ্বরের কিরূপে অভেদ বুঝাইয়া দিবে?

শঙ্কর উহা খণ্ডন করিলেন। তিনি বলিলেন "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি যইহ নানেব পশ্যতি" যে ব্যক্তি এ জগতে নানাবিধ বস্তু দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু লাভ করেন। ইত্যাদি বেদবচনে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ স্বর্গ এবং অপবর্গনামক ফলশূন্য, অনর্থদায়ক, জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ভেদ

বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ হইতে পারে না। এই ভেদ বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ নিবারণের নিমিত্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ অঙ্গীকার করিতে হয়, কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, কারণ তাহা অসম্ভব। সিদ্ধান্ত এই—শুক্তিরজতের মত তাহার অনুভবমাত্র হইয়া থাকে, এরূপ স্বীকার করাতে অজ্ঞাত অর্থ-বিষয়ে সেই ন্যায়বিৎ (যিনি ন্যায়পূর্ব্বক শ্রুতি প্রমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন) জৈমিনি মুনির ন্যায় জানিয়া আপনার এরূপ কথা বলা কথনই শোভা পায়না। হে নয়জ্ঞ! ভেদ পদার্থ যদি অন্যরূপে সিদ্ধ হয়, তবে অপূর্ব্ব না হওয়াতে কিছুতেই শ্রুতির তাৎপর্য্য গোচর হইতেই পারে না। কারণ শাস্ত্রকারেরা তাৎপর্য্যের এইরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন যথা ;—"যে বাক্য দ্বারা যেস্থানে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং সকল প্রমাণের অভাব থাকাতে কোনরূপ বস্তুর আশঙ্কা হয় না, সেই স্থানে তাহার তাৎপর্য্য থাকে।" হে পণ্ডিতবর! এইরূপ স্বীকার করাতে আপনার স্বার্থ বিষয়ে যে সকল অর্থবাদ স্বার্থপর নহে, তাহাও প্রমাণ হইতে পারে।

মণ্ডন বলিলেন "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত!" ইত্যাদি স্মৃতিপ্রসিদ্ধ অর্থের বোধক তত্ত্বমস্যাদি বাক্যকে মূল প্রমাণ রূপে যদি সকলে স্বীকার করেন, তবে তৎ যাহার অর্থ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সেরূপ বাক্য প্রত্যক্ষের মূল প্রমাণ হইবার বাধা কি?

শঙ্কর উহা খণ্ডন করিলেন। তিনি বলিলেন—বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যেরূপ অর্থের স্মরণ করেন, সেইরূপ অর্থ দ্বারা শ্রুতি যদি মূল বলিয়া প্রমাণ না হয় কিন্তু অজ্ঞাত অর্থ বুঝাইয়া দিয়া ঐ বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যেরূপ অর্থের স্মরণ করেন, তাহাতেই মূল

প্রমাণ হইবে। অতএব ঐ স্মৃত অর্থ ক্রমশঃ জ্ঞান স্বরূপ হইয়া উঠে। তাহা হইলে যাঁহারা বেদের কিছুই জানেন না, তাঁহারাও যেরূপ ভেদ জ্ঞান জানিয়াছেন তাহা দ্বারা শ্রুতি তাহার মূল বলিয়া কিরূপে প্রমাণ হইবে? বস্তুতঃ যাঁহারা বেদবাক্যে অনভিজ্ঞ এবং নিরপেক্ষ ভাবে প্রথমেই প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা যেরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ভেদ জানিতে পারেন, ঐরূপ ভেদ জ্ঞানে শ্রুতি কখন জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না এবং তথায় শ্রুতির তাৎপর্য্য থাকে না। অপিচ "ঐ শ্রুতি ও কেবলমাত্র জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে," আমিও তাহাই অঙ্গীকার করিয়া বলিয়াছিলাম। বস্তুতঃ কর্ম্মফলভোক্তার অস্তিত্ব দেখাতে জ্ঞাত পদার্থের সহিত পুরুষকে জানিয়া ঐ শ্রুতি কেবল (পুরুষ যে সমস্ত সুখ দুঃখ ভোগ-কারিত্ব প্রভৃতি লক্ষণান্বিত, এই সংসার হইতে পৃথক্) তাহাই বলিয়া দিয়াছে।

শ্রুতির ঐরূপ অর্থ সহ্য করিতে না পারিয়া মণ্ডন বলিলেন—যদি শ্রুতি পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সত্ত্ব ও জীবের বাচক হয়, তাহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধ ঘটে। সত্ত্ব জড় পদার্থ সুতরাং ঐ সত্ত্ব যদি ভোক্তা হয় তবে ঐ সত্ত্বের ভোক্তৃত্ব উদাহরণ দ্বারা কিরূপে শ্রুতি প্রমাণ হইতে পারে? প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অর্থ বুঝাইয়া দিয়া "যজমানঃ প্রস্তরঃ" ইত্যাদি শ্রুতির মত কখনই আপনার অর্থে প্রমাণ হইতে পারে না।

শঙ্কর বলিলেন—জ্ঞানিবর! পৈঙ্গরহস্য নামক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ঐ মন্ত্রের ঐরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ মন্ত্রের ঐরূপ অর্থ নহে, এই বলিয়া তিনি খণ্ডন করিতে লাগিলেন—ঐরূপ

অর্থ বলিয়া আপনি আমাদিগকে শঙ্কিত করিতে পারিবেন না। কারণ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" এবং "ন তমনশ্নন্ অন্যো অভিচাকশীতি" যিনি ভোগ করেন না, তিনি আর একজন। তিনি কেবল জ্ঞানমাত্র দর্শন করিয়া থাকেন না। ঐ উভয়েই সত্ত্ব (জীব) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (পরমাত্মা) পৈঙ্গরহস্য নামক ব্রাহ্মণ দ্বারা ঐরূপ মন্ত্র ঐরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

মণ্ডন শঙ্কা করিতে লাগিলেন—সেই পৈঙ্গরহস্য ব্রাহ্মণেও ঐরূপ মন্ত্রের সত্ত্বশব্দ জীববাচী এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দ পরমাত্মবাচী। অতএব পৈঙ্গরহস্য-ব্রাহ্মণে ঐ পথের অনুসরণ করিলেও ঐ মন্ত্রের বুদ্ধি কিংবা আত্মা অর্থ হয় না। সত্ত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দ অন্তঃকরণ এবং জীববাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এবং সে স্থানেও ঐরূপ অর্থ হইয়াছে। অতএব আপনি যাহা বলিলেন ঐরূপ অর্থ কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে।

উহা শুনিয়া শঙ্কর পুনরায় খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন—হে বিদ্বন্ সেই পৈঙ্গরহস্য ব্রাহ্মণে "তদেতৎ সত্ত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যত্যথ যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞঃ" যাহাদ্বারা স্বপ্ন দর্শন হয় তাহার নাম সত্ত্ব। যিনি শরীরের ভিতরে থাকিয়া সমস্ত বস্তু দর্শন করেন তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। বেদ-মন্ত্রে "তদেতৎ" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা চিত্তকেই সত্ত্বপদের আধার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ যিনি শরীর মধ্য-স্থিত এবং যিনি সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায়। আপনি যে পৈঙ্গরহস্য-মন্ত্রব্রাহ্মণ বাক্যের উদাহরণ দিয়াছেন তাহা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ চিন্তা করিয়া মণ্ডন পুনরায় শঙ্কা করিলেন। বলিলেন,—

যোগিবর! ঐ বেদ মন্ত্রে "যেন" এই বৈদিক শব্দ দ্বারা স্বপ্ন-দর্শন ক্রিয়ার যাহাকে কর্ত্তা বলা হইয়াছে, সেই কর্ত্তাই জীব এবং যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে সেই স্বপ্নদর্শনের নাম ঈশ্বর। ঐ কর্ত্তৃপদের অর্থ দ্বারা উক্ত বেদ মন্ত্রে "শারীর এই বিশে-ষণটি থাকাতে মণ্ডনের কথা অসঙ্গত ভাবিয়া শঙ্কর উহার খণ্ডন করিলেন। তিনি বলিলেন—হে মনীষিন্ ঐ বেদমন্ত্র-বাক্যে "পশ্যতি" এই ধাতু প্রত্যয় দ্বারা কর্ত্তাকে বুঝাইতেছে। অত-এব "যেন" এস্থলে করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ধাতু প্রত্যয় দ্বারা কখন করণ কারককে বুঝায় না। যদি ঐরূপ নিয়ম হয় তবে যিনি দর্শন করেন, তিনি শারীর। অর্থাৎ "শারীর" দ্রষ্টার একটি বিশেষণ মাত্র। সুতরাং ইহাতেও ঐ দ্রষ্টা কখনই ঈশ্বর হইতে পারে না।

মণ্ডন 'সত্ত্ব' পদে জীব প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে "শারীর" পদে যে পরমাত্মা তাহাই দেখাইতে লাগি-লেন। তিনি বলিলেন—হে যোগিন্ "শরীরে ভবতি" এরূপ ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ দ্বারা যখন স্পষ্ট "শারীর" পদ জানিতে পারা যায়, তখন পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী আর শরীরে উৎপন্ন হওয়াতে ঈশ্বর কি কারণে "শারীর" হইবেন না।

শঙ্কর উহা খণ্ডন করিলেন। তিনি বলিলেন—ঈশ্বর যদি সর্ব্বব্যাপী তবে শরীর হইতে অন্য স্থানেও তাঁহার অস্তিত্ব সম্ভব, তবে কিরূপে তিনি শারীর হইবেন? তাহার দৃষ্টান্ত——যেমন আকাশ সর্ব্বব্যাপক সুতরাং আকাশ শরীরেও থকিতে পারে। কিন্তু লোকে যেমন আকাশকে "শারীর" বলিয়া নির্দ্দেশ করেনা, ঐরূপ এস্থানে নির্দ্দেশ করিলে দোষ হয়।

'এরূপ হইলে বেদমন্ত্র কখন প্রমাণ হয় না, এই ভাবিয়া মণ্ডন শঙ্কিত বিষয় পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিলেন। যখন এ মন্ত্র জীবও ঈশ্বরকে ত্যাগকরিয়া বুদ্ধিও জীবকে বুঝাইয়া দেয় এবং অচেতন বুদ্ধি "অত্তি" এই ভেদ বিষয়ে ক্রিয়াপদ দ্বারা ভোক্তৃত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়, তখন ঐরূপ মন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না।

শঙ্কর উহা খণ্ডন করিলেন। তিনি বলিলেন—দাহিকা শক্তি-শূন্য লৌহপিণ্ডের যেরূপ বহ্নির সহিত তাদাত্ম্য ঘটিলে দাহকত্ব জন্মায় তদ্রূপ চৈতন্য শক্তির প্রবেশ ঘটিলে অচেতন বুদ্ধিশক্তি-রও যে ভোক্তৃত্ব থাকিবে উহার বিচিত্র কি ? "অয়ো দহতি" লৌহ দাহ করিতেছে—এই বাক্যের মত "অত্তি" এই বাক্য সুখ দুঃখাদি বিকারবিশিষ্ট সত্ত্ব পদার্থের উপর (ভোক্তৃত্ব থাকিলেও) প্রমাণ হইবে। এই শ্রুতি কখনই অচেতন সত্ত্ব-পদার্থের ভোক্তৃত্ব বলিয়া দিতে প্রবৃত্ত হয় নাই কিন্তু অচেতন ক্ষেত্রজ্ঞের অভোক্তৃত্ব এবং ব্রহ্মভাব বলিবার নিমিত্তই ঐ শ্রুতির উপক্রম হইয়াছে।

মণ্ডন বলিলেন——"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ" ॥ কঠবল্লীর এই শ্রুতি, অভেদ শ্রুতির বাধ করিতে পারে। বেদমন্ত্রে "ঋত" শব্দে কর্ম্মফল, কর্ম্মফলের পানকর্ত্তা একজন পান ক্রিয়ার প্রয়োজ্য কর্ত্তা এবং আর এক-জন পান ক্রিয়ার প্রয়োজক কর্ত্তা। কঠোপনিষদে ঐরূপ শ্রুতির দ্বারা ছায়া এবং আতপের অত্যন্তভেদ বুঝাইয়া দিয়া অভেদ শ্রুতির বাধ করুক।

শঙ্কর বলিলেন—এই শ্রুতি বাধকশ্রুতি নহে, কিন্তু বাধা শ্রুতি। তিনি এই বলিয়া খণ্ডন করিলেন যে, ব্যবহারসিদ্ধ ভেদ-বাচক শ্রুতি কখনই অভেদ বোধক শ্রুতির বাধ করিতে পারে না। বরং অপূর্ব্ব অর্থ থাকাতে বলিষ্ঠ হয় এবং পরে ঐ অভেদ-শ্রুতি ভেদশ্রুতির বাধ করিয়া দেয়।

মণ্ডন বলিলেন—যোগিবর! ভেদ-বোধক যে শ্রুতি আছে অবশ্যই তাহা অভেদশ্রুতি অপেক্ষা বলিষ্ঠ। এবং ঐ ভেদ-বোধক শ্রুতি (প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দ্বারা যাহার অর্থের বাধ হয়, সেই অভেদ-বোধক শ্রুতির) বাধা দিতে একান্ত সক্ষম।

শঙ্কর ঐ মত খণ্ডন করিলেন এবং বলিলেন—হে বুধাগ্রগণ্য! জগতে অন্য কোন প্রমাণ শ্রুতিসমূহের প্রবলতা সম্পাদন করিতে পরে না। কিন্তু যতটুকু অর্থ হইতে পারে সেই অর্থ দেখাইয়া দিলে ঐ সকল শ্রুতির বরং দুর্ব্বলতাই প্রতিপাদন হইয়া থাকে।

অনন্তর উভয়ভারতী শঙ্করের যুক্তি-সমূহের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলে মণ্ডন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, তাঁহার গলদেশে পুষ্পমালা মলিন হইল। তখন উভয়ভারতী তাঁহাদের দুই জনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "অদ্য আপনারা একবার ভিক্ষার নিমিত্ত উত্থিত হউন।"

সপ্তম অধ্যায়।

জৈমিনির প্রকৃত মত ব্যাখ্যা।

কথিত আছে—শঙ্কর ও মণ্ডনের ভোজন সমাপ্ত হইলে উভয়ভারতী বলিলেন, "আমি মহর্ষি দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। শঙ্করের বিজয়লাভ পর্য্যন্ত আমার পৃথিবী-তলে অবস্থিতির কাল নির্ণীত হইয়াছিল। এখন সেই সময় পূর্ণ হইয়াছে, অতএব আমি স্বস্থানে গমন করি। তখন শঙ্কর মনে করিলেন, ইনি সাক্ষাৎ দেবী সরস্বতী, ইহাঁকে জয় করিতে পারিলেই আমার নিজের মত রক্ষা হইবে, নচেৎ আমি ত কেবল সম্মানবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে এরূপ কার্য্যে ব্রতী হই নাই? তাহার পর তিনি কোন মন্ত্র-বিশেষ দ্বারা উভয়ভারতী-রূপে অবতীর্ণা বাগ্‌দেবীকে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন "জননি! আমি আপনার একজন সেবক। অতএব আপনি এই ভক্তকে উপেক্ষা করিয়া সহসা গমন করিবেন না, যখন আমি আপনাকে যাইতে অনুজ্ঞা করিব, তখন যাইবেন। অগত্যা উভভারতী তাহাতেই সম্মত হইলেন।

অনন্তর শঙ্কর মণ্ডনের অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য উৎসুক হইলেন। তাহার পর মণ্ডন সংশয়াপন্ন হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন "যতিরাজ! সংপ্রতি এই অভিনব পরাজয়ে আমি বিষণ্ণ হই নাই, কিন্তু ইহা বড়ই খেদের বিষয় যে আপনি মহর্ষি জৈমিনির বাক্য সকল খণ্ডন করিয়াছেন, তজ্জন্যই আমি

অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। তখন শঙ্কর বলিতে লাগিলেন— মহর্ষি জৈমিনির কিছুমাত্র দোষ নাই। আমরাই অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত মুনির অভিপ্রায় যথার্থরূপে প্রমাণ করিতে পারি নাই।” তখন মণ্ডন জৈমিনির প্রকৃত অভিপ্রায় জিজ্ঞাসু হইয়া শঙ্করের নিকট প্রশ্ন করিলেন। শঙ্কর বলিতে লাগিলেন “মহর্ষি জৈমিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম বিষয়ে অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, কিন্তু যাহাদের বুদ্ধি একান্ত বিষয়াসক্ত, সেই সকল সংসারী লোকদিগকে অনুগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণের কিরূপে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে এবং তাহার উপায় এবং সাধন কি, তাহা নির্ণয়ের জন্য কেবল নিরতিশয় পুণ্য কর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু পরব্রহ্ম নিরূপণ করেন নাই। “তমেতং বেদানুচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি” ব্রাহ্মণগণ বেদ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইত্যাদি বেদ বচন দ্বারা কিরূপে পরব্রহ্মের জ্ঞান জন্মে তাহার জন্য কেবল ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্ম সমুদয় বিধান করা হইয়াছে। এবং ঐ বেদবচনের মতাবলম্বী হইয়া মুক্তিপ্রার্থী জৈমিনি যে ধর্ম্ম সকল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন ইহা বিলক্ষণ বোধ হয়।

মণ্ডন পুনরায় আশঙ্কা করিয়া বলিলেন——বেদ সকল কোন না কোন একটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করিয়া সফল হয় এবং অনেক গুলি বেদবচন আবার কোন ক্রিয়ারই অর্থ প্রকাশ করে না। “আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্” অতএব যে বেদবাক্য কোন ক্রিয়ারই অর্থ প্রকাশ করেনা তাহারা নিরর্থক। এইরূপ সূত্র করিয়া মহর্ষি জৈমিনি বেদবাক্যসকল নিত্য এবং এক বস্তুর প্রকাশক, ইহা কিরূপে স্বীকার করিতে পারেন?

ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিলেন—মহর্ষি জৈমিনি ঐ সূত্রটি কেবল কর্ম্মকাণ্ডের সমর্থনের নিমিত্তই রচনা করিয়াছিলেন। নতুবা সূত্রের অর্থ স্বতন্ত্র জানিবেন। বেদ-সমূহে পরম্পরা-ক্রমে পরব্রহ্ম বিষয়েই তাৎপর্য্য এবং আত্মবোধ যে কার্য্যের ফল, সেই সকল কর্ম্মে বেদ-সকলের দৃষ্টি প্রবাহিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব বেদের কর্ম্ম-প্রকরণে যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহাদের সকলেরই অর্থ কোন একটি কার্য্য-বিষয়ে সংলগ্ন। সুতরাং ঐরূপ অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়াই মহর্ষি জৈমিনি সূত্র করিয়াছেন।

মণ্ডন পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিয়া বলিলেন—যদি সমস্ত বেদেরই তাৎপর্য্য সৎচিৎ ও আনন্দ বিষয়ে পরিণত হয় এবং তাহাই যদি মুনির অভিমত হয়, তবে পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে কর্ম্ম সকলকে ভিন্ন স্বীকার করিলেন কেন? আর ঐরূপ কর্ম্ম যে ফলপ্রদ এরূপ জানিয়াও মহর্ষি কি কারণে পরমেশ্বর নিরাকরণ করিলেন?

শঙ্কর বলিলেন—মহর্ষি জৈমিনি অনুমানগম্য * পরমেশ্বর নিরাকরণ করিয়াছেন কিন্তু বেদসমূহগম্য পরমেশ্বর নিরাকরণ করেন নাই। এই কথা বলিয়া শঙ্কর নিম্নলিখিতরূপে সূত্রের সামঞ্জস্য করিলেন। "ইদং জগৎ কর্তৃপূর্ব্বকং কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ" এই জগতের অবশ্য একজন কর্ত্তা আছেন, যেহেতু এই জগৎ একটি কার্য্য। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন ঘটপটাদি। বেদবাক্য না থাকিলেও এরূপ অনুমান দ্বারা সিদ্ধি হইয়া থাকে। বৈশেষিক-মতের স্রষ্টা কণাদমুনির অনুগামিগণ "শ্রুতি-

* অনুমানগম্য অর্থাৎ অনুমানের সাহায্যে যাঁহাকে জানা যায়।

সকল কেবল অনুমান-সিদ্ধ অর্থের অনুবাদ মাত্র” এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বেদে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা একমাত্র উপনিষদ্‌-গম্য * বৃহৎ পুরুষ পরমেশ্বরকে কোন মতেই জানিতে পারে না। ঐ বেদবাক্য পরমাত্মা যে কেবল বেদগোচর নহে ইহাই প্রমাণ করিয়াছে। শ্রুতি যথা;—“তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্” যিনি একমাত্র উপনিষদ্‌-দ্বারা বোধগম্য, আমি সেই পুরুষকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। বেদে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই মহৎ পুরুষকে কথনই জানিতে পারে না। অতএব কণাদ-মতাবলম্বীদিগের ঐরূপ অনুমান যে কথনই সেই বেদগম্য † পরমেশ্বরকে বুঝাইয়া দিতে পারে না, জৈমিনিমুনি এইরূপ অভিপ্রায় আপন হৃদয়ে রাখিয়া শত তীক্ষ্ণ যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর বিষয়ক অনুমান নিরাকরণ করিয়াছেন এবং ঐরূপ পরমেশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি, লয় ও ফলসকল নিরাকরণ করিয়াছেন। অতএব মহর্ষি জৈমিনির এই রূপ বাক্যে আমাদের গূঢ় সিদ্ধান্ত দ্বারা অনুমাত্রও বিরোধের সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই পণ্ডিতগণ তাঁহার গূঢ়ভাব পর্য্যালোচনা না করিয়া সেই মহর্ষি জৈমিনিকে “ইনি ঈশ্বর মানেন না” এইরূপ বলিয়া থাকেন। পরমেশ্বর বিষয়ক অনু-মানের খণ্ডন করাতেই যে তিনি নিরীশ্বরবাদী (তিনি ঈশ্বর মানেন না) ইহা কথনই সম্ভবপর নহে। পরমাত্মবেত্তা-দিগের অগ্রগণ্য সেই জৈমিনি মুনি যে, ঐ কারণে নিরীশ্বর-বাদী হইবেন ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারা যায়?

* উপনিষদ্‌ অনুশীলন দ্বারা যাঁহাকে জানা যায়।
† বেদসমূহ-গম্য অর্থাৎ বেদ বাক্যের অর্থের সাহায্যে যাঁহাকে জানা যায়।

শঙ্কর ঐরূপে জৈমিনির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে মণ্ডন, উভয়ভারতী ও অন্যান্য সভানায়কগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং শঙ্করকে যথেষ্ট সাধুবাদ করিলেন কিন্তু তখনও মণ্ডনের হৃদয় সম্পূর্ণ সংশয়বিরহিত হইল না। তিনি নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে জৈমিনির ন্যায় একজন মীমাংসাবিৎ পণ্ডিত সহসা সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বৎস মণ্ডন! এই মহানুভব শঙ্কর জৈমিনি-সূত্রের যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, উহাই সত্য, অন্য প্রকার মনে করিও না, সংপ্রতি হৃদয় হইতে সমুদয় সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইঁহার শরণাগত হও। তুমি ইঁহাকে সামান্য ব্যক্তি মনে করিও না, ইনি ত্রিকালজ্ঞ। যিনি সত্যযুগে কপিলরূপে সাংখ্যমত প্রকাশ করেন এবং যিনি ত্রেতাযুগে দত্তাত্রেয়রূপে যোগপথ প্রদর্শন করেন, আর যিনি দ্বাপরযুগে বেদব্যাসরূপে বেদান্ত-দর্শনের সৃষ্টি করেন, তিনিই এই কলিযুগে অদ্বৈত-মত প্রচারের নিমিত্ত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তুমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইঁহার মত অবলম্বন করিলে অনায়াসে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলে মণ্ডন নানা-বিধ স্তুতি দ্বারা শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন "প্রভো! আমি সংসারতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। সংসারের লোক একান্ত মোহাসক্ত, তাহারা চঞ্চলনয়না প্রমদাগণের লীলালহরীতে নিমগ্ন, সুতরাং সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত। অতএব কি প্রকারে তাহারা আপনার কৃপা-

কটাক্ষ লাভ করিবে? আর কি রূপেই বা মোক্ষপথের পথিক হইবে? আমি আপনার বাক্যামৃতপানে ধন্য হইয়াছি, সংপ্রতি স্ত্রী, পুত্র, বাসভবন এবং গৃহস্থোচিত কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়া আপনার চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইলাম। প্রভো! এই কিঙ্করকে আদেশ করুন, আমাকে এখন কি করিতে হইবে?

উভয়ভারতীর সহিত শাস্ত্রীয় বিতর্ক।

শঙ্কর মণ্ডনের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ করিবার আশয়ে তাঁহার পত্নীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতী শঙ্করের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বলিলেন "যতিবর! আমি আপনার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। এখন আমি যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, ইহা যে ঘটিবে তাহা আমি অনেক কাল পূর্ব্বে জানিতাম। আমি যখন বালিকা ছিলাম, সেই সময় একদিন কোন তপস্বী আমাদের গৃহে আগমন করেন। আমার জননী তাঁহাকে যথাবিধি পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলে যতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পূজা গ্রহণ করিলেন। তাহার পর আমার জননী কৃতাঞ্জলি হইয়া আমার ভবিষ্যৎ শুভাশুভের বিষয় তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সেই যতিবর আমার এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে সমুদয় বলিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে একটি অতি বিস্ময়জনক বিষয় ব্যক্ত করেন। তিনি বলিয়াছিলেন।—

"বেদ-বিদ্বেষী বৌদ্ধ প্রভৃতি দুষ্টবাদিগণ প্রবল হইয়া পৃথিবীতে সমস্ত বৈদিকপথ উৎসন্ন করিয়াছে, ঐ সমস্ত বিষয় উদ্ধার করিবার জন্য বেদস্রষ্টা ব্রহ্মার ন্যায় মণ্ডনমিশ্র নামে এক পণ্ডিত ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তোমার এই কন্যা মণ্ডনকে পতিরূপে লাভ করিয়া নানাবিধ যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, অনেক পুত্র-সন্তান প্রসব করিবেন এবং মনের সুখে কালাতিপাত করিবেন। অনন্তর কুমতাবলম্বী বৌদ্ধগণ যুক্তিবলে উপনিষদের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে একবারে নিরাকরণ করিবে। সেই সকল সিদ্ধান্ত খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ পুনঃস্থাপনের নিমিত্ত মহাদেবের অংশে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিবেন। যতিবেশধারী সেই শঙ্করের সহিত তোমার জামাতার বহুকাল শাস্ত্রীয় বিতর্ক হইবে। তাহার পর শঙ্করের নিকট পরাজিত হইয়া তোমার জামাতা সংন্যাস গ্রহণ করিবেন।" সেই তপস্বী যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সে সমস্তই ঘটিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাও অচিরেই সংঘটিত হইবে, আমার স্বামী নিশ্চয়ই আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন। কিন্তু প্রভো! আমার একটি বক্তব্য আছে। বেদে আছে "আত্মনোঽর্দ্ধং পত্নী" * আত্মার অর্দ্ধেক পত্নী। আমি আমার স্বামীর আত্মার অর্দ্ধভাগ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি পরাজিত না হইব, ততক্ষণ জানিবেন, আমার স্বামী পরাজিত হন নাই। অতএব পণ্ডিতবর! আপনি আমাকে বাদে পরাস্ত করিয়া আমার স্বামীকে শিষ্য করুন। আমি জানি আপনি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, তথাপি আপনার সহিত বাদ করিবার জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।

---

* আত্মনোঽর্দ্ধংপত্নীতি শ্রুতিঃ।

শঙ্কর সেই যাগশীল ব্রাহ্মণ-পত্নীর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—ভদ্রে! আপনি যে বলিতেছেন "আপনার সহিত বিবাদ করিবার নিমিত্ত আমার হৃদয় অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়াছে," ইহা অত্যন্ত অনুচিত। কারণ যশস্বী পণ্ডিতগণ কদাচ কামিনীজনের সহিত বাদ করিতে ইচ্ছা করেন না। অতএব আমি আপনার সহিত শাস্ত্রীয় বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না।

উভয়ভারতী বলিলেন—পণ্ডিতবর! আপনি অতি অনুচিত কথা বলিতেছেন। যিনি জগতে নিজমত স্থাপনের নিমিত্ত সমুৎসুক। যিনি পর-মত খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ-পক্ষ রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর, এরূপ জিগীষা-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কি কামিনীজন, কি অন্য ব্যক্তি, সকলেই তুল্য। আর দেখুন, পুরাকালে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী নাম্নী প্রসিদ্ধা মহিলার সহিত শাস্ত্রীয়কলহ করিয়াছিলেন,—ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। রাজর্ষি জনক সুলভানাম্নী কোন কামিনীর সহিত শাস্ত্রীয় বিবাদে রত হইয়াছিলেন,—ইহা মোক্ষধর্ম্মে উক্ত আছে। অতএব এই সকল বৃদ্ধজনের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও আপনি কি করিয়া বলিতেছেন, যশস্বী পণ্ডিতগণ কামিনীজনের সহিত শাস্ত্রীয় বিতর্ক করিতে ইচ্ছা করেন না?

অনন্তর শঙ্কর উভয়ভারতীর যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিতে সম্মত হইলেন। তাহার পর সেই মহতী পণ্ডিত-সভায় উভয়ভারতী ও শঙ্করের শাস্ত্রীয় বিতর্ক উপস্থিত হইল। উভয়ের বুদ্ধির চাতুরী ও বাক্য-বিন্যাসের নৈপুণ্য দেখিয়া সভাস্থ পণ্ডিতবর্গ বিস্মিত হইলেন।

সন্ধ্যা বন্দনা ও স্নানাদির সময় ব্যতীত সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাদ-কথা চলিতে লাগিল। এইরূপ উভয়ের বিবাদে সপ্তদশ দিন অতীত হইল। তাহার পর উভয়ভারতী বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন-প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের বিচারে শঙ্করকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন—এই যতিবর বাল্যকালে সংন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন এবং অত্যন্ত কঠোর নিয়মে কালাতিপাত করিয়া থাকেন, কখন ও ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হন নাই, নিশ্চয়ই ইনি কামশাস্ত্রে অপারগ, অতএব কামশাস্ত্রের তর্কদ্বারা ইঁহাকে পরাজিত করিব। অনন্তর তিনি শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া কামশাস্ত্র-সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন "হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি বলুন, কামকলা কাহাকে বলে? উহা কত প্রকার? পুরুষ ও রমণীগণের কোন্ কোন্ অঙ্গ আশ্রয় করিয়া কামকলা অবস্থিতি করে? শুক্লপক্ষে ও কৃষ্ণ-পক্ষে উহার অবস্থিতির কি প্রভেদ? যুবতী কামিনী ও যুবা পুরুষের উপর কিরূপে এই কামলার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

শঙ্কর উভয়ভারতীর ঐ সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কোনই উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগি-লেন—যদি আমি এই কামকলা-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর করিতে না পারি তাহা হইলে আমার অজ্ঞতা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং যদি উত্তর করিতে গিয়া এই বিষয় চিন্তা করি, তাহা হইলেও যতিধর্ম্মের ক্ষয় হয়। অতএব আমি এখন কি করি? তাহার পর তিনি জগতে যে সকল পরমহংস-পরিব্রাজকপ্রভৃতি কাম-শাস্ত্রে অনভ্যস্ত পুরুষ আছেন, তাঁহাদের নিয়মরক্ষার অনুরোধে কামকলা-সংক্রান্ত কোন বিষয়েরই চিন্তা করিলেন না, নীরবে

কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর উভয়ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "দেবি! কামকলা-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর করিবার জন্য আমাকে একমাস সময় দিন্। বাদীমাত্রেই দিনস্থির অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বিচার কার্য্য কখনও এক দিবসে সম্পন্ন হয় না। পূর্ব্ব হইতেই বহু দিবস পর্য্যন্ত বিচারের কালসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব একমাস পরে আপনি আমার সহিত কামশাস্ত্রের বিচার করিবেন।

উভয়ভারতী শঙ্করের প্রার্থনা অনুমোদন করিলে শঙ্কর শিষ্যগণের সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন—কোন রাজা মৃগয়া করিতে আসিয়া বনমধ্যে এক বৃক্ষের মূলে মৃত-অবস্থায় পতিত আছেন। অসংখ্য সুন্দরী ললনা সেই মৃত নরপতির দেহ বেষ্টন করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছেন এবং সম্মুখে অমাত্যগণ শোকাকুলচিত্তে বসিয়া আছেন। অনন্তর তিনি প্রিয় শিষ্য সনন্দনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বৎস সনন্দন! আমি আমার সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি পরিপূর্ণ করিবার জন্য যোগ-প্রভাবে অন্য দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব-লাবণ্যবতী প্রমদাগণের হর্ষ, শোক, ক্রোধ ভয়, হাব, ভাব-প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া কামকলায় নৈপুণ্যলাভের চেষ্টা করিব। তাহা হইলে আমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে, নিশ্চয় উভয়ভারতীকে কামশাস্ত্রের বিচারে পরাজিত করিতে পারিব।

শঙ্করের কথা শুনিয়া সনন্দন ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, আপনার অবিদিত কিছুই নাই, তথাপি আমার মানসিক ভক্তি আপনার চরণে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিবার জন্য আমাকে প্রণোদিত করিতেছে। গুরো! এই

বাচাল শিষ্যকে কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবেন। আমি এই বিষয়ে একটি পুরাতন ইতিবৃত্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন:—"পূর্ব্বকালে মৎস্যেন্দ্র নামক এক মহাত্মা আপনার শরীর রক্ষার জন্য প্রিয়-শিষ্য গোরক্ষনাথকে আদেশ করিয়া কোন মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ করেন। ঐ যোগিবর রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে সেই রাজ্যের অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয় হয়। মেঘসকল যথাকালে বর্ষণ করিতে লাগিল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইলেন, প্রজারা অতিসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ উহা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। নিশ্চয় মৃত রাজার শরীরে কোন স্বর্গীয় পুরুষ প্রবেশ করিয়াছেন, অতএব যাহাতে ইনি দেহচ্যুত না হন, তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর তাঁহারা রাজান্তঃ-পুরবাসিনী সুন্দরী ললনাদিগকে উপদেশ দিলেন, যেন তাঁহারা সংগীত নৃত্য ও মনোহর হাব ভাব দ্বারা সেই রাজশরীরে প্রবিষ্ট মহাপুরুষকে সম্পূর্ণ বশীভূত করেন। তাঁহারা তাহাই করিলেন। সেই কমলনয়না লাবণ্যবতী রাজমহিলাদিগের নৃত্য গীত, হাব ভাব ও অভিনয়াদি সন্দর্শনে মহাত্মা মৎস্যেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার যোগই বা কোথায়? সমাধিই বা কোথায়? তিনি সামান্য ইতরজনের ন্যায় বিষয় উপভোগ করিতে লাগিলেন। গোরক্ষনাথ গুরুর প্রবৃত্তি জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং অতি-সাবধানে গুরুর দেহ রক্ষা পূর্ব্বক অন্তঃপুর মহিলাগণের নৃত্যশাস্ত্রের শিক্ষকরূপে সেই রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং গোপনে গুরুর সন্নিহিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। ইহাতে মৎস্যেন্দ্রের চৈতন্যোদয় হইল। তাহার পর বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইলে

সেই মহাত্মা মৎস্যেন্দ্র পুনরায় নিজ শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন”।

গুরো! বিষয়ানুরাগ অতি ভীষণ, উহা দ্বারা অনেক সময় তাপসগণের ব্রতভঙ্গ হয়। আপনি সর্ব্ববিষয়ে কৃতী এবং দক্ষ, সমুদয় বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। ভাবিয়া দেখুন আমাদের একমাত্র অনুষ্ঠেয় অনুপম ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতই বা কোথায়? আর এই গর্হিত কামশাস্ত্রই বা কোথায়? আপনি এই নিন্দনীয় কামশাস্ত্রে রত হইলে, এই জগৎ অনবস্থা * দোষে কলুষিত হইবে। শাস্ত্রে কথিত আছে;—মহৎ লোকেরা যেরূপ কার্য্য করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ লোকে যাহা প্রমাণ করেন, ইতর লোক তাহারই অনুগামী হয় †। আমি কেবল প্রণয়বশতঃ এরূপ বলিতেছি, নতুবা আপনার কিছুই অবিদিত নাই। আর লুপ্তপ্রায় যতিধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্তই আপনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন সুতরাং আপনার সকল বিষয়ই জানা আছে।

সনন্দনের বাক্য শেষ হইলে শঙ্কর বলিলেন—বৎস সনন্দন! তুমি যাহা বলিলে সমুদয়ই সত্য, তথাপি তুমি সাবধানে আমার কয়েকটি কথা শুন। গোপবধূসকল কৃষ্ণের সঙ্গিনী হইয়াও যেমন তাঁহার মনোহরণ করিতে পারে নাই, সেইরূপ যে ব্যক্তি বৈষয়িক পদার্থের প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন, বিষয়বাসনাসকল

---

* অস্থিরতা অর্থাৎ আশ্রয় শূন্যতা।

† যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
(ভগবদ্গীতা)

কথনই তাঁহার মনোহরণ করিতে পারে না। বৎস! মনের সঙ্কল্পই সমস্ত অভিলাষের মূল। শ্রীকৃষ্ণের যেমন সঙ্কল্প না থাকাতে কামের আবির্ভাব হয় নাই, সেইরূপ আমিও কাম-পদার্থের উপর কোন ক্রমেই অনুরক্ত হইব না। বস্তুতঃ আমরা কল্পনা করিয়া যে সকল বস্তু দর্শন করি, উহা ঈশ্বরের সত্ত্বা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই "জগৎ মিথ্যা" বলিয়া হৃদয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আর কথনই কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। যেমন স্বপ্নে সুকৃত দুষ্কৃতসকল অনুষ্ঠিত হইলে পরে জাগ্রত-অবস্থায় ঐ সকল মিথ্যা—এইরূপ বোধ হওয়ায় উহার কোন ফল হয় না, এই জগৎও সেইরূপ জানিবে। পরমার্থবিৎ ব্যক্তি শত অশ্বমেধ যজ্ঞই করুন, আর সহস্র ব্রহ্মহত্যাই করুন, কিছুতেই পুণ্য বা পাপে লিপ্ত হন না। তত্ত্বজ্ঞানীর সমুদয় কর্ত্তৃত্ব-বোধ একবারে অস্তমিত হইয়া যায়। বৎস! যদিও এই শরীরে কামশাস্ত্রের অনুশীলন করিলে আমার কোনই দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি শিষ্টাচার ও সাধুসেবিত পদ্ধতি-রক্ষার্থ আমি অন্য দেহে প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্রের আলোচনা করিব। শঙ্কর সনন্দনকে ঐরূপ বলিয়া শিষ্যগণের সহিত অদূর-স্থিত এক পর্ব্বতগুহার সমীপে উপনীত হইলেন। উহার সম্মুখ-দেশে এক প্রকাণ্ড সমতল শিলাখণ্ড এবং অনতিদূরে জল-পূর্ণ এবং নানাবিধ তরুরাজি-শোভিত এক বৃহৎ জলাশয় বিদ্যমান। তিনি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া শিষ্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলি-লেন, —"বিনীত শিষ্যগণ! দেখ এই জলাশয়তীর কেমন রম-ণীয়? আমি অন্য শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক কামকলা অনুভব করিয়া যত দিন পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসি, তত দিন পর্য্যন্ত তোমরা

এই স্থানে থাকিয়া অতি সাবধানে আমার পরিত্যক্ত দেহ রক্ষা কর।

যোগবলে রাজদেহে প্রবেশ।

শিষ্যেরা গুরুর আজ্ঞাপালনে সম্মত হইলে তিনি তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অসীমযোগবলে আতিবাহিক দেহ * ধারণপূর্ব্বক সেই পূর্ব্বদৃষ্ট অমরক রাজার শরীরে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথমে নিজ শরীরের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দশম দ্বার পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর সঞ্চালন-পূর্ব্বক মস্তকের রন্ধ্রপথ হইতে বহির্গত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত রাজদেহে মস্তকের রন্ধ্রপথ দিয়া চরণাগ্র-পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিলেন। যখন তিনি ঐরূপ গভীর কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ একাগ্রচিত্ত। এদিকে মৃত রাজার হৃদয়দেশ ধীরে ধীরে কম্পিত হইল, ক্রমে নয়ন উন্মীলিত হইল। অগ্রে দেহের অবয়ব সকলের মধ্যে মুখশ্রী দেখা গেল। পশ্চাৎ নাসিকা-রন্ধ্রের মধ্য দিয়া প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। তাহার পর চরণ দুইটি নড়িতে লাগিল এবং চক্ষুদ্বয়ের সঙ্কোচ ভাব দূর হইলে শরীরে কিঞ্চিৎ বলাধান হইল। রাজা ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। রাজাকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া রাজমহিলারা আনন্দে উন্মত্ত হইলেন এবং অমাত্যগণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ গীত বাদ্য ও নৃত্য হইতে লাগিল।

---

* জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধিরূপ লিঙ্গশরীরকে আতিবাহিক দেহ বলে।

অনন্তর পুরোহিতগণ শান্তিকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া রাজার কল্যাণের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। তাহার পর একটি সুসজ্জিত হস্তীতে আরোহণ করাইয়া রাজাকে রাজধানীতে আনয়ন করা হইল। যতিবর শঙ্কর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া বিবিধ সান্ত্বনা-বাক্যে আত্মীয় কুটুম্বদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন। তিনি রাজপদে অধিরূঢ় হইয়া অমাত্যগণের সহিত অতিসুন্দররূপে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণে রাজ্যে এক অভিনব ভাব উপস্থিত হইল। নিয়ত সুবৃষ্টি হইতে লাগিল, ধরা শস্যশালিনী হইলেন। তরুলতাগণ অসময়ে পুষ্প ও ফলভরে নত হইল। গো, মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ প্রচুর দুগ্ধ দান করিতে লাগিল। প্রজাসকল আনন্দে আপন আপন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। উহা দেখিয়া মন্ত্রিগণ কথঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন—নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ রাজশরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। অতএব তিনি যাহাতে রাজদেহ হইতে পুনরায় আপন শরীরে গমন করিতে না পারেন, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া তাঁহারা গোপনে ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন—"তোমরা যদি কোন স্থানে মৃত দেহ দেখিতে পাও তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উহা দগ্ধ করিবে। ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিবে না"।

এদিকে শঙ্কর কিছু দিন স্বহস্তে রাজ্য-শাসন করিয়া পরে বিশ্বস্ত অমাত্যগণের প্রতি রাজ্য-ভার অর্পণপূর্ব্বক বিলাসিনী কামিনীগণের সহিত দুর্লভ সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এবং কামশাস্ত্রোক্ত শ্রদ্ধা, প্রীতি, রতি, ধৃতি, কীর্ত্তি, মনোভবা, বিমলা, মোদিনী, ঘোরা, মদনোৎপাদিনী, মদা, মোহিনী,

দীপনী, বশকরী, রঞ্জনী ও মদনা প্রভৃতি কামকলা-সকল প্রমদা-গণের কোন্ কোন্ অঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকে? শুক্ল পক্ষে ও কৃষ্ণ পক্ষে কামকলার অবস্থিতির নিয়ম কি? ইত্যাদি অনুশীলন করিয়া অল্প দিনের মধ্যে কামশাস্ত্রে* সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং মহর্ষি বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামসূত্র ও উহার ভাষ্য পর্য্যালোচনা করিয়া অভিনব অর্থযুক্ত একখানি সুন্দর নিবন্ধ † রচনা করিলেন।

শঙ্কর, বিলাসিনী রাজমহিলাগণের সহিত কামশাস্ত্রের অনু-শীলনে নিরত রহিলেন। এ দিকে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "গুরুদেব এক মাসমাত্র সময় নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা অতীত হইয়াছে, আরও পাঁচ ছয় দিবস গত হইল, এপর্য্যন্ত তিনি আপন শরীরে প্রত্যাগমন করিলেন না। অতএব এক্ষণে আমরা কোথায় যাই, কি করি, কাহার নিকট অন্বেষণ করিব? সসাগরা পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়াও আমরা গুরুদেবকে জানিতে পারিব না, কারণ এখন তিনি অপর দেহে প্রবেশ করিয়া আছেন। গুরুদেব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তথাপি বোধ হইতেছে যেন তিনি

---

* কামশাস্ত্রের নাম শুনিলেই অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। আমা-দেরও এতদিন ঐরূপ সংস্কার ছিল কিন্তু উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া সে সংস্কার কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে। বস্তুতঃ পবিত্রচিত্তে কামশাস্ত্রের আলোচনা করিলে অনেক দুরূহ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এই স্থলে অতি সংক্ষেপে কামকলা অনুশীলনের কথা বলা হইল, পাছে কোন পাঠক বিরক্ত হন, এই আশঙ্কায় কামকলার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইল না।

† এই নিবন্ধের প্রকৃত নাম কি তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন "অমরুশতক" কিন্তু উক্ত গ্রন্থ তত প্রাচীন নহে।

আমাদের সন্নিধানে বাস করিতেছেন। হায় কোথায় গেলে গুরু-
দেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে"? কোন কোন শিষ্য শঙ্করের
বিরহে একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে
লাগিল "গুরো! আমরা আপনার বিচ্ছেদে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া
পড়িয়াছি, কৃপা করিয়া শীঘ্র এই সেবকগণের দর্শনপথে উপনীত
হউন। আপনি আমাদের একমাত্র গতি, অতএব করুণাময়
করুণা করিয়া এই বিপন্ন শিষ্যগণের রক্ষা করুন। সতীর্থগণের
ঐরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া সনন্দন বলিতে লাগিলেন—
"বন্ধুগণ! আমাদের যথেষ্ট মূর্খতা হইয়াছে, এখন আর খেদ
করিয়া কি হইবে? চল আমরা সকলে অত্যন্ত উৎসাহের
সহিত গুরুদেবের অনুসন্ধান করি। ভূমণ্ডলে অনেক রাজা
আছেন, আমাদের গুরুদেব কোন রাজার শরীরে প্রবেশ করিয়া
থাকিবেন। তিনি যে দেশের রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া-
ছেন, সে দেশ নিশ্চয় স্বর্গ অপেক্ষাও শান্তিময় হইয়াছে"।

সনন্দনের কথা শুনিয়া সকলেই খেদ পরিত্যাগ করিলেন
এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে কেহ গুরুর দেহ রক্ষা করি-
বার জন্য সেই স্থানে রহিলেন, কেহ কেহ গুরুর অনুসন্ধানের
নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। তাঁহারা নানা দেশ, নগর, গ্রাম
অন্বেষণ করিয়া অবশেষে অমরকরাজার দেশে উপস্থিত হই-
লেন এবং সেই স্থানের লোকের মুখে শুনিলেন "রাজা
অমরক একবার মরিয়া পুনরায় বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। ইহাতে
তাঁহাদের হৃদয় হইতে শোক বিদূরিত হইল। শঙ্কর যে,
অমরক রাজার দেহে বাস করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের জানিতে
আর বিলম্ব হইল না। তাহার পর তাঁহারা চিন্তা করিতে

লাগিলেন, কি উপায়ে গুরুর সন্নিহিত হইবেন ? পরে জানিতে পারিলেন, রাজা সঙ্গীতশাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তিদের অত্যন্ত সমাদর করেন। তাহার পর তাঁহারা অত্যন্ত অভিনিবেশের সহিত সংগীত-বিদ্যার অনুশীলন করিয়া উহাতে পাণ্ডিত্য-লাভ করিলেন এবং সংগীতজ্ঞরূপে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রাজশরীরে প্রবিষ্ট শঙ্কর তারা-পরিবেষ্টিত শশধরের ন্যায় অসংখ্য সুন্দরী ললনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে বিরাজ করিতেছেন। রাজা নবাগত কলাবৎগণকে সংগীত করিতে আদেশ করিলে সেই শিষ্যগণ সুমধুর স্বরে সংসার-মোহনাশক পরমার্থ বিষয়ক সংগীত আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সেই সংগীত শুনিয়া নৃপতির কথঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইল এবং সনন্দন তাঁহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া দিলে তিনি আপন কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ শিষ্যদিগকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন এবং যে নিয়মে রাজ-শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই নিয়মেই উহা হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার আপন শরীরে প্রবেশ করিলেন। শঙ্কর নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলে বহুদিনের পর গুরুদেবকে দেখিয়া শিষ্যগণের আনন্দ বাড়িয়া উঠিল। অনন্তর তিনি সনন্দন-প্রভৃতি শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মণ্ডনেরগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শঙ্কর পুনরায় মাহিষ্মতী নগরীতে আগমন করিয়া দেখিলেন মণ্ডনের আর সে অভিমান নাই, যাগযজ্ঞের প্রতি আস্থা গিয়াছে সংসারাসক্তিও সম্পূর্ণ শিথিল। তিনি শঙ্করকে সহসা সমাগত দেখিয়া নতমস্তকে অভিবাদন করিলেন এবং যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া "যতিবর! গৃহ,

শরীর এবং অন্য যাহা কিছু আছে, এ সমুদয়ই আপনার” এই বলিতে বলিতে তাঁহার চরণকমলে পতিত হইলেন। অনন্তর সেই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে পৃথক্ আসনোপবিষ্টা উভয়ভারতী ও শঙ্করকে প্রণিপাত পূর্ব্বক শাস্ত্রীয়-বিচার না করিয়াই বলিতে লাগিলেন— “যোগিবর! আপনি যে আমাদের দুইজনকে পরাজিত করিলেন, ইহা আমাদের পক্ষে অনুমাত্রও লজ্জাজনক নহে। দিবাকরতেজে যে চন্দ্র-প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের অভিভব হয়, উহাতে চন্দ্রের কি অকীর্ত্তি হইয়া থাকে? আপনি সর্ব্বজ্ঞ, পৃথিবীস্থ সমুদয় পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইলেও আপনার সহিত বাদে জয়লাভ করিতে পারেন না। অতএব আমরা যে পরাভূত হইলাম, ইহা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে”। তাহার পর উভয়ভারতী মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমার স্বামী এখনই সংন্যাস গ্রহণ করিবেন। স্বামীর সংন্যাস হইলেই স্ত্রীলোকের বৈধব্য হয়; আমার স্বামী স্বচক্ষে আমার বৈধব্য-দশা নিরীক্ষণ করিবেন ইহা বড়ই বিসদৃশ এবং শোককর। অতএব অগ্রেই আমার প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। তাহার পর তিনি শঙ্করকে বলিলেন,— “যতিবর! আপনি সমুদয়ই জানেন, অতএব সংপ্রতি অনুমতি করুন, আমি আমার স্বীয় আবাসে প্রস্থান করি।” তখন শঙ্কর যোগপ্রভাবে উভয়ভারতীকে সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবীরূপে জানিতে পারিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন;—দেবি! আপনি যে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী এবং চিৎস্বরূপা, তাহা আমি অবগত হইয়াছি, সংপ্রতি আমার একটি প্রার্থনা, আমরা সেই ব্রহ্মর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ-প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সকল অভিনব মঠ * নির্ম্মাণ করি-

* ভগবান শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধসম্প্রদায়কে পরাজিত করিয়া অদ্বৈতবাদ-

য়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক পণ্ডিতমণ্ডলীকর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া "শারদা" নামে ঐ সকল মঠে অবস্থান করুন। তাহা হইলে মাদৃশ ব্যক্তির অভীষ্ট পূর্ণ হয়। উভয়ভারতীরূপিণী সরস্বতী শঙ্করের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তিনি ঐ সকল মঠে অবস্থান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন। সভাস্থ জনগণ সরস্বতীর অন্তর্ধান প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইল।

মণ্ডন শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত বিধানে সমুদয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া সঞ্চিত সমস্ত ধন দান করিলেন। তাহার পর গৃহ্য-সূত্রোক্ত নিয়মানুসারে "প্রাজাপত্য-যাগ" সমাপ্ত করিয়া আত্মার উপর তিন প্রকার অগ্নি আরোপণপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সংন্যাস গ্রহণ করিলেন *। মণ্ডন সংন্যাস গ্রহণ করিলে

প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের চারিদিকে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন ও চারিজন প্রধান শিষ্যের প্রতি উহার রক্ষা ভার অর্পণ করেন। ১ম। দক্ষিণ দিকে রামেশ্বরক্ষেত্রে যে মঠ স্থাপন করেন উহার নাম শৃঙ্গেরী মঠ। পুরাকালে ঐ স্থানে ব্রহ্মর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম ছিল। উক্ত মঠের কর্ত্তৃত্ব অন্যতম শিষ্য পৃথ্বীধরাচার্য্যের উপর অর্পিত হয়। ২য়। উত্তরদিকে সুপ্রসিদ্ধ বদরিকাশ্রমে যে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় উহার নাম জ্যোতির্মঠ। উহার ভার অপর শিষ্য তোটকাচার্য্যের উপর প্রদত্ত হয়। ৩য়। পূর্ব্বদিকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে মঠ স্থাপন করেন উহার নাম গোবর্দ্ধন মঠ। অন্যতম শিষ্য পদ্ম-পাদাচার্য্যের উপর উহার আধিপত্য সমর্পিত হয়। ৪র্থ। পশ্চিমদিকে দ্বারকাক্ষেত্রে যে মঠ স্থাপিত হয় উহার নাম শারদামঠ। অপর শিষ্য বিশ্বরূপাচার্য্যের প্রতি উহার কর্ত্তৃত্ব অর্পিত হয়।

* প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সার্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ॥

(স্মৃতিঃ)

শঙ্কর আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ সংসারিক দুঃখনাশের উপায়স্বরূপ "তত্ত্বমসি" এই বেদবাক্য মণ্ডনের কর্ণে দিলেন এবং মণ্ডনকে যথাবিধি উহার প্রকৃত রহস্য বুঝাইয়া দিলেন। আর তিনি মণ্ডনকে বলিতে লাগিলেন— "বিজ্ঞবর! সংসারের মমতা সমস্ত পরিত্যাগ কর। প্রাণিগণ যতগুলি বাহ্যিক প্রিয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, ততগুলি শোকশঙ্কু হৃদয়ে প্রোথিত হইবে। লোক দিবানিশি সুখের আশায় নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, বস্তুতঃ উহাতে কিছুমাত্র সুখ হয় না, বরং বহুতর দুঃখ ঘটিয়া থাকে। কারণ পুণ্যকার্য্য ব্যতীত সুখ ও জীবনে শান্তি লাভ হয় না। বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলনে যাঁহার বুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে,তাঁহার একবার মাত্র শ্রবণেই আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। যে সকল ব্যক্তি অতিশয় মূঢ়, তাহারা যদি গুরুপাদপদ্মসেবা করে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে, তাহা হইলে অতিবিলম্বে ক্রমে ক্রমে তাহাদের ও আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়।

মণ্ডন শঙ্করের নিকট হইতে এইরূপ পরমাত্ম-তত্ত্বের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চরণযুগলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন "গুরো! আপনার করুণা কটাক্ষপাতে আমার অজ্ঞানতিমির বিদূরিত হইল, আমি ধন্য হইলাম। শঙ্কর মণ্ডনের ঐরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সুরেশ্বরাচার্য্য নাম প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের নিমিত্ত আদেশ করিলেন। মণ্ডন ও শঙ্করের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নর্ম্মদা নদীর অপর পার্শ্বে মগধভূমিতে * আপনার প্রচার-ক্ষেত্র নির্দ্ধারিত করিয়া সেখানে বাস করিবেন স্থির করিলেন।

* মগধভূমি—বিহার প্রদেশ। ঐ প্রদেশই মণ্ডনের জন্মভূমি।

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীপর্ব্বতে গমন ও কাপালিক-বধ।

শঙ্কর মণ্ডনপণ্ডিতকে বশীভূত করিয়া ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর মহারাষ্ট্রপ্রভৃতি প্রদেশে নিজের মত ও গ্রন্থ-সকল প্রচার করিয়া ঐ দেশের লোকের অন্যান্য মতের প্রতি যে আস্থা ও বিশ্বাস ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিলেন। তাহার পর তিনি শিষ্যগণ-সহ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীপর্ব্বতে * উপস্থিত হইলেন। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গসকল অতি-উচ্চ, পর্ব্বতের উপরিভাগে পবিত্রসলিলা একটী নদী

* শ্রীপর্ব্বত বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত। ইহা তান্ত্রিক-সাধকগণের একটী প্রধান ক্ষেত্র। অতি পুরাতন সংস্কৃতগ্রন্থসমূহেও শ্রীপর্ব্বতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাকবি ভবভূতির সময়েও এই স্থানটী ভীষণ তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ভবভূতি তাঁহার মালতীমাধব নামক নাটকে লিখিয়াছেন ;—বৌদ্ধপরিব্রাজিকা কামন্দকীর অন্তেবাসিনী সৌদামিনী শেষে শ্রীপর্ব্বতস্থ তান্ত্রিক-সাধক অঘোরঘণ্টের শিষ্যা হইয়া অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই তান্ত্রিক গুরু অঘোরঘণ্টই চামুণ্ডার সম্মুখে মালতীকে বলিদান করিবার জন্য আনয়ন করেন এবং অবশেষে মালতীর প্রণয়ী মাধব কর্ত্তৃক স্বয়ং নিহত হন। এখনও ঐ রাজ্যে অর্ব্বুদ-পর্ব্বতে ও বড়োদা, কাটিবার প্রভৃতি প্রদেশে অঘোরী তান্ত্রিক দৃষ্ট হয়। অঘোরীরা অত্যন্ত অনাচারী। ইহাদের কেশ রুক্ষ, মুখে দাড়ী ও গোঁপ, মস্তকে জটা-ভার। ইহারা মানুষের মাথার খুলীতে করিয়া মদ্যপান করে। শবদাহ করিতে দেখিলে ইহারা সেখানে গিয়া মদ্যের সহিত সেই দহ্যমান মৃত মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করে এবং এমন কি নিজের মলমূত্র পর্য্যন্ত ভক্ষণ করে।

তরঙ্গমালা দ্বারা উহার নিতম্বদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রফুল্লকুসুমে সমীপস্থ বনরাজি সুশোভিত। বিশেষতঃ মল্লিকা-পুষ্পের সৌরভ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া প্রাণিগণের হৃদয় উৎফুল্ল করিতেছে। নানাবিধ প্রাচীন বৃক্ষলতা-পরিবৃত বনমধ্যে নিয়ত শ্বাপদগণ সঞ্চরণশীল। নদীর তীরে উপবন মধ্যে একটি পুরাতন শিবমন্দির। উহাতে যে মহাদেব অবস্থিতি করেন, তাঁহার নাম মল্লিকার্জ্জুন। তাঁহার বামভাগে ভ্রমরাদেবী ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেবের পত্নীরূপে বিরাজমান। অনেক সাধক ব্যক্তি সংসারবাসনা বিদূরিত করিয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। কথিত আছে;—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন দিগ্বিজয়কালে এই মল্লিকাকাননস্থ মহাদেবের সন্দর্শন করিয়াছিলেন তজ্জন্য এই মহাদেবের "মল্লিকার্জ্জুন" নাম হইয়াছে। আম্র, পণস, দাড়িম্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার সুরসাল বৃক্ষ রাজিতে নদীতীর সমাচ্ছন্ন হওয়ায় মধ্যাহ্ন-কালেও এখানে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না! সুতরাং এই স্থানটী সর্ব্বদাই সুশীতল। শঙ্কর ঐ সুরম্য নদীতটে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া শিষ্যগণকে শারীরকসূত্রের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে বৈষ্ণব, বীরাচারী ও শৈবমতাবলম্বী কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া শঙ্করের ধর্ম্মমতে দোষারোপ করিল এবং তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিল। শঙ্কর ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি দৃক্-পাতও করিলেন না। তাহারা তাঁহার শিষ্যগণের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমত পরিহারপূর্ব্বক শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এইরূপে উত্তরোত্তর শঙ্করের শিষ্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

ঐ প্রদেশে উগ্রভৈরবনামক একজন কাপালিক * বাস করিত। সে ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া দেখিল শঙ্কর এক স্থানে বসিয়া শিষ্যদিগকে শারীরক-ভাষ্যের উপদেশ প্রদান করিতেছেন। কাপালিক ধীরে ধীরে শঙ্করের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল—"মুনিবর! আপনার সর্ব্বজ্ঞতা ও দয়ালুতা-প্রভৃতি গুণের কথা শুনিয়া আপনার দর্শনের নিমিত্ত চিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। তজ্জন্য আপনাকে নয়নগোচর করিবার মানসে অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এ জগতে আপনিই একমাত্র মোহশূন্য ব্যক্তি, কারণ আপনি দ্বৈতবাদী-দিগের সমুদয় বাক্য নিরাকরণ করিয়াছেন, আপনার শরীরের অহঙ্কার নাই, আর সম্পূর্ণরূপে মানাভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব আপনি অবিকল নির্ম্মল এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। আপনি কেবল পরোপকারে ব্রতী হইয়াই শরীর ধারণ করিতেছেন। আপনার কণামাত্র কৃপাকটাক্ষে সাধুগণের হৃদয়ব্যথা দূর হয়। আপনি বদান্য ব্যক্তিদিগেরও অগ্রগণ্য, কেন না? কোন ব্যক্তি অতি-দুর্লভ পদার্থের প্রার্থনা করিয়া ও আপনার নিকট হইতে বিমুখ হয় না। সংপ্রতি আমি ভৈরবের পূজা করিব, তজ্জন্য আপনার নিকট যাচকরূপে উপস্থিত হইয়াছি। আমি কৈলাস-পতি মহাদেবের সহিত একত্র বাসের সুখ অনুভব করিবার জন্য বহুকাল দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করি। তাহাতে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলেন—"তুমি যদি কোন রাজার অথবা কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের মস্তক দ্বারা আমার প্রীতিকামনায় অগ্নিতে

---

* নরকপালধারী শৈব তান্ত্রিক-বিশেষ।

হোম করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে"। প্রথম পক্ষটি, আমি মনে চিন্তাও করিতে পারি নাই, কারণ আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে নৃপতির মস্তক লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। দ্বিতীয় পক্ষটির জন্য এতদিন আশা করিয়া আছি। আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াও এতকাল একজন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের দর্শন পাই নাই। সংপ্রতি নিতান্ত সৌভাগ্য-ক্রমেই আপনি আমার দর্শন-পথে উপনীত হইয়াছেন। মুনি-বর! আপনি অনুকম্পা করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। মহর্ষি দধীচি যে প্রকার জগতের উপকারার্থে ক্ষণিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তি-দেহ লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও স্বীয় মস্তক প্রদান পূর্ব্বক আমার পরম উপকার সাধন করিয়া পুণ্যপ্রবাহে পৃথিবী পরিপূত করুন। জ্ঞানিবর! যদিও আমি দেহীদিগের অদেয় বস্তু প্রার্থনা করিয়াছি সত্য, তথাপি আপনি ইচ্ছা করিলে ইহা অবশ্যই প্রদান করিতে পারেন। যে হেতু আপনি সকল বস্তুর উপর বীতরাগ। এই কথা বলিয়া সেই কাপালিক শঙ্করের চরণতলে পতিত হইল।

শঙ্কর তাহার কথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—ওহে সাধক! তুমি যাহা বলিতেছ, ইহাতে আমি কিছু মাত্র অসূয়াপর-বশ হই নাই। যদিও আমি জানি যে আমার মস্তক দ্বারা তোমার কোনই উপকার সংসাধিত হইবে না, তথাপি কেবল তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য আমি প্রীতিপূর্ব্বক তোমাকে মস্তক প্রদান করিব। কারণ এই দেহ নশ্বর অতএব ইহা পাইলে যদি তুমি সন্তুষ্ট হও, তবে কেন প্রদান

করিব না? অতি যত্নে রক্ষা করিলেও কৃতান্ত কর্ত্তৃক আক্রষ্ট হইয়া যে কোন সময়ে মৃত্যুর বশীভূত হইতেই হইবে। অতএব এইরূপ ক্ষণভঙ্গুর দেহ দ্বারা যদি কাহারও প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তবে মরণধর্ম্মী মনুষ্যের পক্ষে উহাই পরম পুরুষার্থ। অতএব সাধকবর! আমি কোন নির্জনে সমাধি-মগ্ন-অবস্থায় অবস্থান করিব, তখন তুমি আমার মস্তক গ্রহণ করিও। আমি প্রকাশ্যে তোমাকে মস্তক দান করিতে পারিব না। কারণ আমার শরণাপন্ন শিষ্যগণ যদি এ বিষয় জানিতে পারে তাহা হইলে তোমার কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। তাহারা কোন প্রকারেই আমাকে মস্তক দান করিতে দিবে না। কাপালিক শঙ্করের কথা শুনিয়া গোপনে মস্তক গ্রহণ করিতে সম্মত হইল এবং যে স্থলে উপবিষ্ট হইয়া শঙ্কর তাহাকে মস্তক প্রদান করিবেন সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে গমন করিল। এদিকে শঙ্করও কোন নির্জ্জন স্থানে সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। কিছু ক্ষণ পরে সেই দুষ্ট কাপালিক মস্তকে ত্রিপুণ্ড্রক অঙ্কিত করিয়া কঙ্কালমালায় গাত্র শোভিত করতঃ শূলধারণ পূর্ব্বক মদঘূর্ণিতনেত্রে শঙ্করের নিকট আগমন করিল। তখন শিষ্যবর্গ স্নানাদি কার্য্যের জন্য অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হইয়াছে। শঙ্কর কাপালিককে আগত দেখিয়া নির্ব্বিকল্প-সমাধি * প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে শঙ্করকে নাসাগ্রদৃষ্টি ও

* সমাধি দুই প্রকার, নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প। যে অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিবিধ বস্তুর পার্থক্য বোধ থাকে না। অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে চিত্তবৃত্তি একীভূত অবস্থায় অবস্থান করে, সেই অবস্থার নাম নির্ব্বিকল্প সমাধি।

মুদ্রিতনয়ন দেখিয়া কাপালিকের শঙ্কা দূর হইল। সে খড়্গ উদ্যত করিয়া শঙ্করের নিকটবর্ত্তী হইল। সনন্দন শঙ্করের অত্যন্ত অনুরক্ত শিষ্য, তিনি প্রায়ই গুরুকে ত্যাগ করিয়া দূরে থাকিতেন না। দৈবক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা তিনি ঐ স্থলে আগমন পূর্ব্বক আততায়ী কাপালিককে দেখিয়া বিস্ময়ে ও ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং অতিক্ষিপ্রতার সহিত সেই দুষ্ট কাপালিকের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক খড়্গ গ্রহণ করিয়া তাহারই শিরশ্ছেদন করিলেন। এদিকে শঙ্করের সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যেমন প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য নৃসিংহমূর্ত্তি ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই রূপ উগ্রমূর্ত্তি সনন্দন তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান। অনন্তর সনন্দন শান্তমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া গুরুর পদে পতিত হইলেন। শঙ্কর সনন্দনের ঐ রূপ কার্য্যে কিছুমাত্র সন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। জীব-হিংসা যে নিতান্ত অবিধেয় তদ্বিষয়ে সনন্দনকে উপদেশ দিয়া বলিলেন "তিনি যেন ঐরূপ কার্য্য আর কখন না করেন"।

গোকর্ণতীর্থে অবস্থিতি।

শঙ্কর শিষ্যগণ সহ শ্রীপর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গোকর্ণতীর্থে * উপস্থিত হইলেন। এই ক্ষেত্র অতি-

* গোকর্ণতীর্থ সহ্য পর্ব্বতের সন্নিহিত সমুদ্রতীরে অবস্থিত। দক্ষিণাপথে এই তীর্থক্ষেত্র অতি প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি অসংখ্য তীর্থযাত্রী গোকর্ণেশ্বরের সন্দর্শন করিবার জন্য গিয়া থাকে।

পবিত্র। অনতিদূরস্থ মহাসমুদ্র চঞ্চল তরঙ্গমালা দ্বারা ইহার পার্শ্বদেশ বিধৌত করিয়া প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। শঙ্কর প্রথমে সাগর সলিলে অবগাহন করিয়া গোকর্ণনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য গোকর্ণেশ্বর মহাদেবের সন্দর্শন করিয়া তিনরাত্রি সেই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থিতি করিলেন। তাহার পর তিনি উহার নিকটস্থ হরিশঙ্করক্ষেত্রে গমন করিলেন। ঐ স্থলে মনোজ্ঞ হরিহরমূর্ত্তি বিরাজমান। তিনি ঐ যুগলমূর্ত্তি অবলোকন পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে পুনরায় মৌনঅম্বিকার মন্দিরে উপনীত হইলেন। ঐ স্থানটী অতি নির্জ্জন ও রমণীয়। উহার চতুর্দ্দিকে, তাল, তমাল, সাল হিন্তাল, আম্র, সর্জ্জ প্রভৃতি তরুরাজি বিরাজিত। সেখানে গিয়া দেখিলেন পুত্রগতপ্রাণ এক দম্পতী মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে। উহা দেখিয়া শঙ্করের মনে অত্যন্ত করুণার উদ্রেক হইল। তিনি শোকার্দ্রচিত্তে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল "যে ব্যক্তি রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহার শোক প্রকাশ করা কেবল দুঃখের নিমিত্ত"। শঙ্কর উহা শুনিয়া বলিলেন "ইহা সত্য, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির শোক প্রকাশ করা শোভা পায় না। অতএব যাঁহার কৃপায় ত্রিজগৎ নিয়মিত, তাঁহারই শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এই বলিয়া তিনি অতি ভক্তিভরে পরব্রহ্মের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। অচিরে সেই মৃতশিশু সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চৈতন্য লাভ করিল। শঙ্করের ঐরূপ অদ্ভুত চরিত্র অবলোকন করিয়া তত্রত্য জনসাধারণ অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইল।

তাহার পর তিনি মৌনধারিণী অম্বিকার প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন—"দেবি! ইতর ব্যক্তিরা আপনার বাহ্য পূজা করিয়া থাকে। মধ্যম ব্যক্তিরা আপনাকে হৃদয়ে ধ্যান করেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনই আপনার আরাধনা করেন না, কারণ তাঁহারা নিজের সহিত আপনার ঐক্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। যাহারা গুরূপদেশের সাহায্যে আপনাকে জানিতে পারে, তাহাদের আমিই সেই চিৎস্বরূপা "ব্রহ্মময়ী" অথবা আমিই সেই সচ্চিদানন্দ "ব্রহ্ম" ইত্যাকার বোধ হয়। এইরূপ বিবিধ প্রকার বাক্যে স্তুতি করিয়া শঙ্কর ভিক্ষালব্ধ অন্নে পরিতৃপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি বহু সংখ্যক সাধকের পূজা গ্রহণ করিয়া শান্তচিত্তে কিয়ৎকাল সেখানে অবস্থিতি করিলেন।

হস্তামলকের শিষ্যত্বে গ্রহণ।

কিছুকাল পরে শঙ্কর ভ্রমণ করিতে করিতে শিষ্যগণসহ শ্রীবলী নামক একটী ব্রাহ্মণপল্লীতে উপস্থিত হন। ঐ স্থানে প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণের বাস। তত্রত্য অধিবাসীদের সকলেই যাগযজ্ঞে অনুরক্ত। ঐ সকল অগ্নিহোত্রপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা প্রত্যহ হোমাগ্নিতে যে ঘৃতাহুতি প্রদান করেন, উহার দিগন্তব্যাপী পবিত্রগন্ধে আগন্তুকগণের মন প্রাণ প্রফুল্ল হয়। তাঁহারা যেমন জিতেন্দ্রিয়, তেমনই ক্ষমাশীল। ঐ সকল ব্রাহ্মণ বৈধকার্য্য ব্যতীত ভ্রমেও কখন নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। অপমৃত্যু সেই সকল সদাচার গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও কাহারও

গৃহে প্রবেশ করিতে পারে নাই। শেষে মনোদুঃখে সেই দেশ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। উক্ত পল্লীতে একটী শিব-মন্দির আছে। উহাতে স্বয়ং ভগবান্ পিনাকপাণি মহাদেব নিত্যবিরাজমান। শঙ্কর সেই দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ গ্রামে প্রভাকর নামক * একজন পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি এক জন প্রবৃত্তি-পথের পথিক। যাগাদি কার্য্যের পোষক যে সকল শাস্ত্র আছে, তাহা উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা উহার অনুশীলন করেন। ঐ প্রদেশে তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও সৎকর্ম্মশীল লোক অতি অল্পই ছিল। ঐ ব্রাহ্মণের অনেক দুগ্ধবতী ধেনু ও ভূমিখণ্ড ছিল, বন্ধু বান্ধবেরও অভাব ছিল না। কিন্তু তথাপি তিনি সর্ব্বদা অসুখী থাকিতেন, কারণ তাঁহার একটী মাত্র পুত্র, সে সর্ব্বক্ষণ জড়বৎ নিশ্চেষ্ট থাকিত। সে কিছুই বলিত না, কিছুই শুনিত না, নিরন্তর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থান করিত। প্রিয়দর্শন পুত্রের ঐ অবস্থা দেখিয়া পিতার মনে নানাবিধ চিন্তার উদ্রেক হইত। তিনি সর্ব্বদা পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিতেন "কোন গ্রহাবেশ † বশতঃই পুত্রের এই অবস্থা হইল না, ইহার অন্য কোন কারণ আছে"? কিন্তু পণ্ডিতেরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেন না। তাহার পর তিনি শুনিতে পাইলেন গ্রামস্থ মন্দিরে কোন পূজ্যপাদ ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক শিষ্য

---

* ভট্ট-প্রভাকর ও এ প্রভাকর এক ব্যক্তি নহেন।

† "গ্রহাবেশ" অর্থাৎ পেঁচোয় পাওয়া।

প্রশিষ্য ও বহু পুস্তক আছে। তিনি পুত্রকে সঙ্গে করিয়া সেই মহাত্মার নিকট যাইতে বাসনা করিলেন। কিন্তু রাজা, দেবতা ও গুরুর নিকট রিক্তহস্তে যাইতে নাই।* সুতরাং কিঞ্চিৎ উপহার সহ পুত্রকে লইয়া তিনি শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং সেই জড়ভাবাপন্ন পুত্রকে শঙ্করের পদকমলে নমস্কার করাইলেন। পুত্র শঙ্করের পদতলে পতিত হইয়া আর উঠিতে চাহিল না। সে নিজের জড়ভাব অধিক প্রদর্শন করিতে লাগিল। শঙ্কর হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই পুত্রকে ভূতল হইতে উঠাইলেন। পুত্র উঠিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন :— "প্রভো বলুন, আমার পুত্রের জড়তার কারণ কি? ত্রয়োদশ বৎসর বয়স হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত ইহার কোন বোধাবোধ হয় নাই। বেদ অধ্যয়ন করে নাই। কোন বর্ণ লিখিতে শিখে নাই। আমি বহু কষ্টে ইহার উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছি। বালকেরা খেলা করিবার জন্য কত ডাকে, পুত্র কখনও তাহাদের নিকট যায় না। ধূর্ত্ত বালকেরা ইহাকে মূখ দেখিয়া কত প্রহার করে, তথাপি আমার পুত্র ক্রুদ্ধ হয় না। কখনও ভোজন করে, কখনও করে না। ইচ্ছাক্রমে বিচরণ করে, কাহারও সহিত আলাপ করে না।

এই সকল কথা বলিয়া প্রভাকর বিরত হইলে শঙ্কর সেই বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ওহে বালক! তুমি কে, কেন এরূপ অবস্থায় আছ, বল? তখন সেই বালক দ্বাদশটি শ্লোক দ্বারা স্বয়ং যে আত্মস্বরূপ উহা প্রকাশ করিল। বালক বলিল "যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও কর্ম্মেন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণাদির প্রবৃ-

---

* রিক্তহস্তস্তু নোপেয়াৎ রাজানং দৈবতং গুরুম্ ইতি।

স্তির কারণ, যাহা আকাশের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, যে বস্তু দিবাকরের ন্যায় নিখিল পদার্থের প্রকাশক, আমি সেই জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা। প্রভাকরের পুত্র যে দ্বাদশটী শ্লোক * পাঠ করিল। উহার সাহায্যে করতলস্থ আমলকীফলের ন্যায় পরমাত্ম-স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, এই জন্য উক্ত শ্লোক-প্রণেতা সেই দিন হইতে "হস্তামলক" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিনা উপদেশে এই ব্রাহ্মণকুমারের স্বতঃসিদ্ধ আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া শঙ্কর নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তিনি সেই বিপ্রকুমারের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহার পিতাকে বলিলেন "পণ্ডিত-বর! এ পুত্র তোমার সহিত একত্র বাসের যোগ্য নয়। এই জড় পুত্রের দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাসবশতঃ তোমার পুত্র সমুদয় বিষয় উত্তমরূপ অবগত হইয়াছে। নতুবা যে মুখে কখনও অক্ষর পর্য্যন্ত উচ্চারিত হয় নাই, সেই মুখ হইতে কি প্রকারে এমন সুন্দর অনুভব-পূর্ণ সার-গর্ভ শ্লোক নির্গত হইল? তোমার পুত্রের গৃহ কি, গৃহোচিত পদার্থে আসক্তি নাই এবং নিজের দেহে ও অভিমান নাই। অতএব যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সংসার-বাসনা বিরহিত, তাহাকে বল-পূর্ব্বক গৃহে রাখিয়া কি হইবে? ইহাকে আমার হস্তে অর্পণ কর। এই বলিয়া শঙ্কর সেই ব্রাহ্মণের পুত্রকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। প্রভাকর অত্যন্তজ্ঞানী ও বহুশাস্ত্রে পারদর্শী। তিনি পুত্রের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কোনই আপত্তি করিলেন

* হস্তামলক প্রণীত শ্লোকগুলি অতীব উপাদেয় কিন্তু বাহুল্যভয়ে এই স্থলে ঐ শ্লোকগুলির সম্পূর্ণ মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

না, কেবল স্নেহ-বশতঃ কিছুদূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে শঙ্করের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া সকলেই তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি সনন্দন-প্রভৃতি শিষ্যগণের সহিত শৃঙ্গগিরিতে গমন করিলেন।

শৃঙ্গগিরিতে মঠ স্থাপন।

যে স্থান মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যা দ্বারা পরিপূত হইয়াছিল, শঙ্কর শিষ্যগণ সহ তুঙ্গভদ্রা নদীর পবিত্র তীরস্থ সেই শৃঙ্গগিরিতে * উপস্থিত হইলেন। স্থানটী পরম রমণীয়। শঙ্কর ঐ স্থলে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া মোক্ষার্থী শিষ্যদিগকে বেদান্তভাষ্য অধ্যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানেও তাঁহার অনেক শিষ্য-সংগ্রহ হইল। বহুব্যক্তি আসিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। এই স্থানে অবস্থিতি কালে শঙ্কর শিষ্যদিগের প্রতি জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য বিষয়ে অনেক দিন ব্যাপিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন। তাহার পর তাঁহার একটি দেবালয় নির্ম্মাণের ইচ্ছা হইল। তিনি এই সুরম্য ক্ষেত্রে অমরাবতী সদৃশ একটি মনোহর দেবনিকেতন প্রস্তুত করিলেন। উহাই এখন "শৃঙ্গগিরি" মঠ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঐ মঠে তিনি যে স্থানে বাগ্‌দেবীর মূর্ত্তি

* শৃঙ্গগিরি মঠ এখন শৃঙ্গেরি মঠ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা প্রাচীন কুন্তল-রাজ্যের অন্তর্গত তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে অবস্থিত। তুঙ্গভদ্রানদী সহ্যপর্ব্বত-মালা হইতে বহির্গত হইয়া কৃষ্ণানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বিজয়নগর হইতে এই স্থান অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

প্রতিষ্ঠা করেন, উহা "ভারতীপীঠ" নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত দেবীর নাম শারদা। অদ্যাপি নানাদেশীয় তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া অভীষ্ট জ্ঞান লাভের নিমিত্ত শারদার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

কিছু দিন গত হইলে একজন তত্ত্বজিজ্ঞাসু আসিয়া শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহাঁর গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকালে কি নাম ছিল তাহা জানা যায় না কিন্তু শেষে ইনি তোটকাচার্য্য নামে খ্যাতিলাভ করেন। তোটকাচার্য্য যেমন শান্ত স্বভাব, তেমনই মৃদুভাষী ছিলেন। জীবের প্রতি তাঁহার করুণার অন্ত ছিল না। সমস্ত শিষ্যগণের মধ্যে তিনি শঙ্করের অধিক সেবা করিতেন। তোটকাচার্য্য প্রত্যূষে গুরুর জন্য শাস্ত্রোক্ত দন্তকাষ্ঠ, হস্তমুখ-প্রক্ষালনের জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিতেন। গুরুর স্নানের পূর্ব্বে স্নান করিয়া পবিত্র বস্ত্র দ্বারা উচ্চ কোমল আসন প্রস্তুত করিয়া দিতেন। প্রতিদিন স্নানের সময় গুরুর গাত্রমার্জ্জনী (গামছা) ও পরিধেয় বসন বহন করিয়া যাইতেন। স্নান সমাপ্ত হইলে পরিত্যক্ত বসন ধৌত করিয়া আনিতেন। সর্ব্বদা গুরুর নিকটে নতমস্তকে উপবেশন করিতেন। গুরু যখন যে আজ্ঞা করিতেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিতেন। কখনও তিনি গুরুর নিকটে হাঁই তুলিতেন না। কিংবা তাঁহার সমীপে পদ প্রসারিত করিয়া বসিতেন না। আর তিনি কখনও গুরুকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া কোথায়ও গমন করিতেন না। গুরু বসিলে বসিতেন, দাঁড়াইলে দাঁড়াইতেন এবং সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় গুরুর সন্নিহিত থাকিতেন। গুরুর অনুপস্থিতিকালেও তিনি তাঁহারই হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। যখন

শঙ্কর শৃঙ্গগিরিতে অবস্থান করেন তখন তাঁহার নিকট অসংখ্য শিষ্য বেদান্তভাষ্য অধ্যয়ন করিত।

একদা তোটকাচার্য্য গুরুর পরিধেয় বসন ধৌত করিবার জন্য নদীতে গমন করিয়াছেন। এমন সময় শিষ্যবর্গ শান্তি পাঠ করিতে উদ্যত হইল। তখন শঙ্কর বলিলেন "তোমরা একটু স্থির হও এখনই গিরি * ফিরিয়া আসিবে, তাহারপর অধ্যয়ন আরম্ভ করিও"। গুরুদেবের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রে অনধিকারী কতকগুলি শিষ্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া সনন্দন গর্ব্ব সহকারে তোটকাচার্য্যের প্রতি কিঞ্চিৎ উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন "আপনারা কেন তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন? আরম্ভ করুন"। শঙ্কর শিষ্যগণের ব্যবহারে ব্যথিত হইলেন এবং ভাবিলেন ইহারা আপন আপন পাণ্ডিত্য-গৌরবে তোটকাচার্য্যকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করে। যাহা হউক ইহাদের অহঙ্কার যাহাতে বিদূরিত হয় এবং ইহারা যাহাতে নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে তাহা করিতেছি।

তাহার পর তিনি অনুরক্ত শিষ্য তোটকাচার্য্যের উপর নিরতিশয় করুণাপ্রযুক্ত মনে মনে তাহার প্রতি চতুর্দ্দশ বিদ্যা আদেশ করিলেন। তিনি অভিলাষ করিলেন তোটকাচার্য্য চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হউক। গুরুর ইচ্ছা-মাত্রে তোটকাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইলেন। অনন্তর তিনি সমুদয় বেদান্ত-বিদ্যার সারমর্ম্ম প্রকাশক তোটকচ্ছন্দে গ্রথিত কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া লইয়া শঙ্করের চরণে উৎসর্গ করিলেন। ঐ সকল কবিতা অমৃতরস অপেক্ষা ও মধুর এবং উহাতে নীতির

* শঙ্কর তোটকাচার্য্যকে গিরি বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

ভাগ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আর ঐ সকল শ্লোকের মনো-হর পদাবলী উচ্চারণ করিতে করিতে হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সনন্দন-প্রভৃতি শিষ্যগণ ঐ সকল শ্লোক পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং আপন আপন অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক অত্যন্ত বিনয় অবলম্বন করিলেন। শঙ্করও অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া ঐ তোটকচ্ছন্দের কবিতারচয়িতাকে তোটকা-চার্য্য আখ্যা প্রদান করিলেন। তিনি গুরুদেবের নিকট হইতে তোটকাচার্য্য আখ্যা লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহার নাম দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইল।

হস্তামলক, পদ্মপাদ * সুরেশ্বর † ও তোটকাচার্য্য এই চারি জন শঙ্করের প্রধান শিষ্য। ইঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হই-য়াছিলেন। ইঁহাদের আত্মসংযম, ব্রহ্মনিষ্ঠা ও অসামান্য বিদ্যা-বত্তা দেখিয়া জগতের লোক বিস্মিত হইয়াছিল। কেহ এই চারি জনকে ব্রহ্মার চারিটি মুখ বলিয়া বর্ণনা করিত। কেহ বলিত ইঁহারা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিটি বেদ, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। কেহ বা ইঁহাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণন করিত। অন্যেরা এই যতিচতুষ্টয়কে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই চতুর্বিধ মুক্তিস্বরূপ জ্ঞান করিত। সে যাহা হউক যৌবনারম্ভে সংসারত্যাগী মহাবিবেকসম্পন্ন ঐ জ্ঞানিগণ যে শঙ্করের মত প্রচা-রের পথে উজ্জ্বল আলোকস্বরূপ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ

---

* সনন্দনের নামান্তর পদ্মপাদ।

† মণ্ডনমিশ্রের নামান্তর সুরেশ্বরাচার্য্য ও বিশ্বরূপ। হস্তামলক ও তোটকাচার্য্যের পূর্ব্বনাম জানা যায় না।

নাই। শঙ্কর এই সকল প্রতিভাসম্পন্ন শিষ্যের সাহায্য না পাইলে বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক ভারতবর্ষের লোকের হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের বীজ রোপণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

শিষ্যগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থ প্রচার।

অনন্তর কোন সময়ে সুরেশ্বরাচার্য্য শারীরক ভাষ্যের বৃত্তি রচনা করিবার মানসে গুরুদেবকে ভক্তিভাবে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিলেন;—প্রভো! আমার যাহা করিতে হইবে, আপনি নিঃসন্দেহে তাহা আদেশ করুন। কারণ যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গুরুর আদেশ পালন করে তাহার জীবনই ধন্য"। শঙ্কর প্রধান শিষ্যের ঐরূপ বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত-চিত্তে বলিলেন "জ্ঞানিবর সুরেশ্বর তুমি আমার ভাষ্যের একখানি বার্ত্তিক রচনা কর। তুমি ঐরূপ নিবন্ধ রচনা করিলে আমি পরম পরিতোষ লাভ করিব।" সুরেশ্বর বলিলেন "গুরো! আপনার তর্কপূর্ণ এবং গম্ভীরার্থযুক্ত ভাষ্য সমালোচনা করিবার সামর্থ্য যদিও আমার নাই—তথাপি যদি আপনার কৃপাকটাক্ষ হয় তাহা হইলে আমি যথাসাধ্য একটি নিবন্ধ প্রস্তুত করিতে যত্নবান্ হইতে পারি"। শঙ্কর বলিলেন আচ্ছা তাহাই করিও। তাহার পর গুরুদেবের ঐরূপ অনুজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া প্রস্থান করিলে পদ্মপাদের পক্ষপাতী তদীয় সহাধ্যায়ী চিৎসুখ-প্রভৃতি শিষ্যগণ শঙ্করকে নির্জ্জনে বলিতে লাগিল "গুরো! আপনি জগতের হিতকামনায় যে কার্য্য করিতেছেন, উহা যথার্থ হিতকর নহে। আপনি সুরে-

শ্বরকে নিবন্ধ রচনা করিতে আদেশ করিলেন বটে কিন্তু ইহা দ্বারা আপনার অমঙ্গল ঘটিবে। দেখুন মণ্ডন স্বয়ং বিদ্বান্, এতকাল যাগযজ্ঞাদি কার্য্যে একান্ত আসক্ত ছিলেন এবং তিনি নানা প্রকার যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কর্ম্মই স্বর্গ নরকাদি ফলদান করিয়া থাকে, কর্ম্ম ব্যতীত অপর কোন ঈশ্বর নাই। অতএব আজন্ম কর্ম্ম-নিরত সেই মণ্ডন যদি আপনার আজ্ঞা অবলম্বন করিয়া আপনার ভাষ্যের নিবন্ধ প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে উহা কর্ম্মকাণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবেন। আর দেখুন মণ্ডন বুদ্ধিপূর্ব্বক সংন্যাস অবলম্বন করেন নাই, বাদে পরাস্ত হইয়াই আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অতএব মণ্ডন আমাদের বিশ্বাসভাজন নহে। বিশেষ যাঁহারা ভট্টপাদের মতের অনুগামী তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী। তাঁহারা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, "কর্ম্ম ভিন্ন অপর কোন ঈশ্বর নাই।" এরূপ অবস্থায় আপনার যাহা উচিত মনে হয় করুন, আমাদের এ বিষয়ে কোন আগ্রহ নাই। আমরা জানি সনন্দনের আপনার প্রতি অসীম ভক্তিভাব। আপনি যখন বদরিকাশ্রমে অবস্থান কালে সুরনদীর পরপার হইতে সনন্দনকে আহ্বান করেন। তখন স্বয়ং ভাগীরথী প্রসন্ন হইয়া সনন্দনের প্রত্যেক পদক্ষেপে সুবর্ণপদ্ম বিকসিত করিয়াছিলেন এবং মহাত্মা সনন্দন সেই সকল বিকসিত কমলে পদ-স্থাপন করিয়া আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাতে আপনি পরিতুষ্ট হইয়া সনন্দনকে পদ্মপাদ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। সনন্দন স্বাভাবিক সিদ্ধপুরুষ। অতএব কেবল সনন্দনই আপনার সূত্রের ভাষ্য নির্ম্মাণে সমর্থ। অথবা

এই আনন্দগিরি আপনার ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করুন। কেননা, এই মহাত্মা বহুদিন যাবৎ উগ্রতপস্যায় আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। অতএব ইঁহার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মার হস্তেই ঐ গুরুকার্য্যের ভার অর্পণ করা কর্ত্তব্য। সনন্দন চিৎসুখের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "প্রভো! হস্তামলক আপনার ভাষ্যের বৃত্তি রচনা করুন। কারণ ইনি যোগবলে আপনার সমুদয় সিদ্ধান্ত অবগত আছেন"। সনন্দনের কথা শুনিয়া শঙ্কর ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন "তোমরা যাহা বলেতেছ উহা যথার্থ। হস্তামস্তকের সম্পূর্ণ আত্মবোধ হইয়াছে সত্য। কিন্তু সর্ব্বদা সমাহিত-চিত্ত থাকায় ইহার বাহ্যবস্তুতে কোনরূপ প্রবৃত্তি নাই। অতএব যে বাল্যকাল হইতে আত্মপদার্থে চিত্ত লীন করিয়াছে, সে কি করিয়া মহাপ্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইবে? প্রফুল্ল-কমলবনবিহারী মরাল কি কখন তিলকবৃক্ষে রত হয়?"

শঙ্করের কথা শ্রবণ করিয়া বিনীত শিষ্যগণ অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন "গুরো! এ ব্যক্তি শ্রবণ মনন নিধিধ্যা-সন প্রভৃতি উপায় ব্যতীত কি প্রকারে আত্মজ্ঞান লাভ করিল? আপনি আমাদিগকে উহা বুঝাইয়া দিউন। তাহা শুনিয়া শঙ্কর হস্তামলকের পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—পূর্ব্বকালে যমুনাতটে সচ্চরিত্র এক সিদ্ধ পুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার কোনরূপ সংসারবাসনা ছিলনা। একদিন কোন ব্রাহ্মণকন্যা দুই বৎসর-বয়স্ক একটী বালককে সেই সিদ্ধ পুরুষের সম্মুখে রাখিয়া বলিল "যতিবর! ক্ষণকাল এই শিশুটাকে রক্ষা করুন, আমি স্নান করিয়া আসি" তাহার পর সেই বিপ্রকন্যা সখীদের সহিত জলে অবতরণ করিল। সিদ্ধ

পুরুষ তখন অন্যমনস্ক ছিলেন। সুতরাং চঞ্চল বালক জলে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণকন্যা সেই মৃত বালককে সিদ্ধ পুরুষের সম্মুখে রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। উহা দেখিয়া সিদ্ধ পুরুষের মনে অত্যন্ত খেদ উপস্থিত হইল। তিনি করুণার্দ্র হইয়া অসীম-যোগ-বলে মৃত বালকের দেহে প্রবেশ করিলেন। সেই মৃত বালকই এই হস্তামলক তপস্বীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হস্তামলক উপদেশ ব্যতীত শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার পার্থিব বস্তুতে কোন প্রবৃত্তি নাই বলিয়া ইহার প্রতি আমি বার্ত্তিক রচনার আদেশ করিতে পারি না। মণ্ডন নিখিল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রের পারগামী। আমার শিষ্যগণের মধ্যে তাহার ন্যায় কীর্ত্তিকলাপ কাহারই নাই। আমি অনেক যত্নে ধার্ম্মিকপ্রবর মণ্ডনকে লাভ করিয়াছি। মণ্ডন যদি তোমাদের প্রীতি-জনক না হয়, তাহা হইলে আমি কি করিব ? আমি কিন্তু তাহার ন্যায় কাহাকেও দেখিতে পাই না। তবে তোমরা যখন সকলে প্রতিকূল হইয়াছ, তখন আমি তোমাদের মত-বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না।

তখন শিষ্যগণ পুনরায় বলিতে লাগিলেন "প্রভো! আপনি আদেশ করুন, সনন্দনই আপনার ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করুন। কারণ ব্রহ্মচর্য্যের পর হইতেই সনন্দন সংন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। আর তাঁহার প্রতিভাও চতুর্দ্দিকে বিখ্যাত হইয়াছে। অতএব সনন্দনই আপনার ভাষ্যের বার্ত্তিক নির্ম্মাণের যথার্থ পাত্র। শিষ্যদের কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন "শিষ্যগণ আমি তোমা-

দের অভিপ্রায় অবগত হইলাম কিন্তু সুরেশ্বর যখন বার্ত্তিক রচনা করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে, তখন আমি আর কাহাকেও উহা প্রণয়ন করিবার জন্য অনুমতি করিতে পারিব না। তবে সনন্দন ইচ্ছা করিলে আমার ভাষ্য অবলম্বন করিয়া কোন নিবন্ধ রচনা করিতে পারেন"। শিষ্যগণ গুরুবাক্যে সম্মত হইলে শঙ্কর নির্জ্জনে সুরেশ্বরকে ডাকিয়া বলিলেন "জ্ঞানিবর! তুমি আমার ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিও না। তুমি বার্ত্তিক রচনা করিলে এই সকল দুর্ম্মতি শিষ্য উহা সহ্য করিতে পারিবে না। আমার শিষ্যগণ বলিতেছে, তুমি বার্ত্তিক রচনা করিলে উহা কর্ম্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। আর নাকি তুমি বল, চতুর্থ আশ্রম (সংন্যাস) বেদ-সিদ্ধ নহে। ইহারা আরও বলে ভিক্ষুগণ যখন মণ্ডনের গৃহদ্বারে উপনীত হইত, তখন দ্বারপালগণ নিবারণ করিত। ইহাতে ভিক্ষুগণ প্রবেশ করিতে না পারিয়া ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিত। যাহা হউক তোমার বিরুদ্ধে যখন এতগুলি কিংবদন্তী প্রচলিত, তখন তুমি মহান্ ব্যক্তি হইলেও তোমার উপর বার্ত্তিক রচনার ভার অর্পণ করিতে পারি না। সংপ্রতি তোমাকে আদেশ করিতেছি, স্বাধীনভাবে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাকে প্রদর্শন কর। তুমি স্বতন্ত্র-ভাবে কোন গ্রন্থ রচনা করিলে আমার এই সকল শিষ্যের প্রতীতি হইবে। তখন তোমার বিরুদ্ধে কোন কথার অবতারণা করিতে পারিবে না। সুরেশ্বর গুরুর আদেশ প্রতি-পালনে অঙ্গীকার করিয়া প্রস্থান করিলে শঙ্কর কথঞ্চিৎ খেদ প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন "হায় আমার ভাষ্যের কোন বার্ত্তিক রচিত হইলনা"। এদিকে সুরেশ্বর কিছুকাল স্বাধীনভাবে চিন্তা

করিয়া "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই গ্রন্থ অত্যন্ত মনোহর। ইহাতে অতি সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে আত্মতত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে। শঙ্কর সুরেশ্বরের রচিত "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি" আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রমুদিত হইলেন। এবং সকলকে উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। উহা পাঠ করিয়া সকলের ই এইরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে, সুরেশ্বরের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আর নাই। সুরেশ্বর ইচ্ছা করিলে তখন বার্ত্তিক নির্ম্মাণের জন্য গুরুর আদেশ গ্রহণ করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার অন্যান্য সতীর্থগণ পদে পদে বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল দেখিয়া তিনি মনের দুঃখে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে "যদি কোন মহৎ ব্যক্তি ও সূত্র-ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করেন, তথাপি উহা ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইবে না"।

তাহার পর তিনি শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন "গুরো! আমার সুখ্যাতি হইবে, কি অর্থলাভ হইবে, অথবা লোকে আমার অর্চ্চনা করিবে, তজ্জন্য আমি প্রবন্ধ রচনা করি নাই। কেবল গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করিতে নাই বলিয়াই আমি উহার প্রণয়নে যত্ন করিয়াছি। কারণ গুরুর আদেশ পালন না করিলে গুরু-শিষ্যভাব থাকে না। আমি পূর্ব্বে গৃহী ছিলাম, তজ্জন্য আমি অপরাধী নহি। প্রথমে সকলেই বালক থাকে, তাহার পর যৌবনে পদার্পণ করিলে আর বাল্যকাল তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। আবার মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন যৌবন পুনরায় তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। যে ব্যক্তি গমন

করে, সে পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিয়াই গিয়া থাকে। আমি গৃহী ছিলাম বলিয়া অবিশ্বাসের পাত্র নহি। আমি ত এ জগতে এমন কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে পাই না, যিনি কোন না কোন সময়ে গৃহী ছিলেন না। বস্তুতঃ মন ই বন্ধ মোক্ষের কারণ। বিশুদ্ধ গৃহীই হউন, আর বিশুদ্ধ সংস্থাসীই হউন, আমি ত এ উভয়ের মধ্যে কোন ন্যূনাতিরেক দেখিতে পাই না। আর আপনার শিষ্যগণ যে বলিয়াছেন "চতুর্থ আশ্রম বেদসিদ্ধ নহে, ইহাই মণ্ডনের সিদ্ধান্ত" ওকথা ঠিক নহে। সংন্যাস বেদসিদ্ধ না হইলে যখন আমি আপনার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হই, তখন পরাজিত হইলে আমি আপনার আশ্রম গ্রহণ করিব—এরূপ প্রতিজ্ঞা করিব কেন? আর মণ্ডনের গৃহে ভিক্ষুদের প্রবেশ-নিষেধ—এই যে জনরব শুনিয়াছেন, উহার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে চাই, গুরুদেবও ত এই দীনের গৃহে একবার ভিক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত পদার্পণ করিয়াছিলেন। অতএব লোকে বলিলে কি করিব, কোন্ ব্যক্তি লোকের মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারে? আর আপনার শিষ্যগণ যে বলিয়াছেন—মণ্ডন বুদ্ধিপূর্ব্বক সংন্যাস গ্রহণ করেন নাই। উহার উত্তরে আমার এই মাত্র বক্তব্য; আমি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলাম, পরে তত্ত্বালোচনায় আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া সংসারের উপর বৈরাগ্য উৎপন্ন হওয়ায় সংন্যাস গ্রহণ করিয়াছি। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমি বাদে পরাস্ত হইয়া সংন্যাস গ্রহণ করি নাই। কারণ বাদ করা কেবল তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য। নতুবা উহার অন্য কোন প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ব্বে নৈয়ায়িক-গণের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কয়েকটী প্রবন্ধ রচনা করি,

সংপ্রতি গুরুদেবের পদারবিন্দ সেবা ব্যতীত আমার হৃদয়ে অন্য কোনই বাসনা নাই*।

এই সকল কথা বলিয়া সুরেশ্বর ক্ষান্ত হইলে শঙ্কর নানাবিধ মধুর বাক্যে তঁহার শোক দূর করিলেন এবং বলিলেন "জ্ঞানিবর! আমি তোমার রচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। ঐরূপ বিচার ও তত্ত্বোপদেশপূর্ণ-গ্রন্থ আমি অতি অল্পই পাঠ করিয়াছি। সংপ্রতি আমি আর একটী আদেশ করিতেছি, তুমি যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরিয়-শাখা ও কাণ্বশাখার আমার মনঃপূত দুইটী ভাষ্য রচনা কর। তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। সুরেশ্বর গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যজুর্ব্বেদের দুইটী শাখার দুইটী ভাষ্য রচনা করেন। এদিকে পদ্মপাদ ও গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শারীরক-ভাষ্যের এক টীকা রচনা করিলেন। উহা পঞ্চপাদে নিবদ্ধ। উহার নাম "বিজয়ডিণ্ডিম"। পদ্মপাদ "বিজয়ডিণ্ডিম'' নামক টীকা গুরুদক্ষিণাস্বরূপ শঙ্করের চরণে উৎসর্গ করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আনন্দগিরিপ্রভৃতি শিষ্যগণকেও কতকগুলি অদ্বৈত-পূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিতে আদেশ করিলেন। গুরুর আজ্ঞানুসারে তাঁহারা অদ্বৈততত্ত্বপূর্ণ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন, উহাও জগতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

* মণ্ডন মিশ্রের অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় তাঁহার রচিত গ্রন্থ সমূহ হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বৃহদারণ্যক প্রভৃতি দশ খানি প্রধান উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন। ঐ ভাষ্যে বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তির মত খণ্ডিত হইয়াছে। আর তিনি মীমাংসা-দর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত আরও কতিপয় গ্রন্থের নাম শুনা যায়। তাঁহার উপনিষদ্‌ভাষ্যের নাম সুরেশ্বর-ভাষ্য।

নবম অধ্যায়।

পদ্মপাদের প্রতি উপদেশ।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে এক দিন পদ্মপাদ কৃতাঞ্জলি হইয়া শঙ্করকে বলিলেন "গুরো! সংপ্রতি আমার নানাবিধ তীর্থবিশিষ্ট দেশসকল সন্দর্শন করিবার বাসনা বলবতী হইয়াছে। অতএব আমাকে তীর্থপর্য্যটনের অনুমতি করুন"। শঙ্কর পদ্মপাদের বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত স্নেহসহকারে বলিতে লাগিলেন—"বৎস পদ্মপাদ! গুরুর নিকট বাস করিলেই তীর্থদর্শনের ফললাভ হয়। তীর্থপর্য্যটনের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি, গুরুর উপদেশ দ্বারা কি উহা হইতে পারে না? আর দেখ সংন্যাস দুই প্রকার,—প্রথম বিদ্বৎ-সংন্যাস ও দ্বিতীয় বিবিদিষা-সংন্যাস। তত্ত্বজ্ঞানীর মায়ানিবৃত্তি হইলে জীবন্মুক্তি-সুখের নিমিত্ত যে সংন্যাস হয়, তাহার নাম বিদ্বৎসংন্যাস। আর যাহারা তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাহাদের "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থচিন্তা এবং তৎ ও ত্বং পদের ঐক্য আশ্রয় করিয়া যে থাকা, তাহার নাম বিবিদিষা-সংন্যাস। তোমরা এখন বিবিদিষাসংন্যাসী। তীর্থ-ভ্রমণ করিতে গেলে বিবিদিষাসংন্যাসের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। কারণ দেশভ্রমণে বহু কষ্ট। কোথায়ও জল পাওয়া যায়, কোথায়ও পাওয়া যায় না। জল না পাইলে প্রভাতকালে স্নান হয় না, সুতরাং শাস্ত্রে শৌচাচারের যেরূপ বিধি আছে, তাহার ব্যতিক্রম হয় এবং তজ্জন্য মনোমালিন্য ঘটে ও সমাধি অসম্ভব হইয়া পড়ে। ক্ষুধাতুর হইলে কোন স্থানে উত্তম আহার প্রাপ্ত হওয়া

যায়, কোন স্থানে শাক পর্য্যন্ত মিলে না। নানা অনিয়মে জ্বর অতিসারাদি রোগ আসিয়া আক্রমণ করে এবং উহা হইতে মুক্ত হইবার আর সম্ভাবনা থাকে না। কোন স্থানে থাকিতেও পারা যায় না। যাইব বলিলেও অসামর্থ্য-নিবন্ধন যাইতে পারা যায় না। যদি কেহ সহায় থাকে, সেও পীড়িত সঙ্গীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অতএব তীর্থভ্রমণে যখন এত ক্লেশ, সুতরাং কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক উহা স্বীকার করিবে?"

গুরুর কথা শুনিয়া পদ্মপাদ বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—"যদিও গুরুবাক্যের কোন উত্তর নাই—তথাপি আমি মানসিকভাব গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিব। ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন উহা সত্য, গুরুসেবা করিলে তীর্থদর্শনের ফললাভ হইতে পারে বটে কিন্তু সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা সংন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই তীর্থপর্য্যটন করিয়া থাকেন। যদিও অনেক স্থলে জল পাওয়া যায় না— অথবা পথেরও কোন শৃঙ্খলা নাই এবং নানাবিধ কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা আছে, তথাপি আমি উহা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কারণ তীর্থভ্রমণে যেমন অনায়াসে চিত্তশুদ্ধি হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। 'জন্মান্তরে যে পাপরাশি সঞ্চিত হয়, উহাই পরজন্মে রোগরূপে পরিণত হইয়া থাকে' এইরূপ যে শাস্ত্রবাক্য আছে তদ্বিষয়ে আমার কোন মতদ্বৈধ নাই। অতএব জন্মান্তরের পাপ সঞ্চিত থাকিলে স্বদেশেই হউক, আর বিদেশেই হউক, রোগের উৎপত্তি হইবেই হইবে। কারণ অভুক্ত কর্ম্মের ফল সর্ব্বদা প্রাণিগণের অনুগমন করিয়া থাকে। যখন কাল উপস্থিত হইবে

তখন স্বদেশেই বাস করুক, আর বিদেশেই বাস করুক, তাহাকে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেই হইবে। তবে যে "দেবদত্ত বিদেশে গিয়া মরিয়াছে" লোকে যে এইরূপ বলে,—উহা কেবল অবিবেক-বশতঃ। মহর্ষি মনু পরাশর-প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ দেশ, কাল, আত্মা, দ্রব্য, দ্রব্যের প্রয়োজন, যুক্তি, অবস্থা এই সকল জানিয়া শৌচ আরম্ভ করিবে—এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব আমি যদি সেই সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন-পূর্ব্বক কোনরূপ শৌচাচার লঙ্ঘন করি, তাহাতেও আমার কোনরূপ হানি হইবে না। কারণ স্বদেশে যে সকল আচার বিহিত হইয়াছে, বিদেশে উহার অতিক্রম করিলে দোষ হয় না! ইহা শাস্ত্রকারগণেরই অভিমত। আর দেখুন দৈব অনুকূল থাকিলে লোকে অরণ্যে গমন করিয়াও আপনার বাঞ্ছিত অন্ন পানীয়, লাভ করিতে পারে, আর দৈব প্রতিকূল হইলে উপস্থিত অন্ন পানও বিনষ্ট হইয়া যায়। অনেকে তীর্থদর্শন করিবার মানসে গৃহ পরিত্যাগ করে এবং তীর্থদর্শন করিয়া পুনরায় আপন আবাসে প্রত্যাগমন করে। আবার কোন ব্যক্তি তীর্থদর্শন করিতে যায় নাই, যে ব্যক্তি তীর্থভ্রমণে গিয়াছিল, সে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখে তাহার আগমনের পূর্ব্বেই ঐ গৃহস্থিত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আর ব্রহ্মানন্দ যে কোন দেশ কাল পাত্রে অবস্থান করে, আমি এরূপ মনে করি না। চিত্তের একাগ্রতা থাকিলে যে কোন স্থানে গিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করা যাইতে পারে। উত্তমতীর্থ সেবা করিলে মন বিশুদ্ধ হয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব জনপদ সন্দর্শনে হৃদয়ে কৌতূহল জন্মে, সজ্জনের সমাগমে পুণ্য

কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়। অতএব তীর্থভ্রমণ কাহার পক্ষে রুচিজনক নহে? অবশ্য আমি এখন এখান হইতে চলিয়া গেলে গুরুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে কিন্তু—প্রভো! এ বিষয়েও আমার মত-ভেদ আছে। যে ব্যক্তি বিদেশে গমন করিয়াও গুরুকে হৃদয়ে ধারণ করে, সেই যথার্থ গুরু-সন্নিধানে বাস করে। আর যে ব্যক্তি ভক্তিহীনভাবে গুরুর পার্শ্বে অবস্থিতি করে, তাহার গুরুর নিকটে বাস করা হয় না। আর নানা তীর্থভ্রমণে নানাবিধ সাধুর সহিত মৈত্রী হয় ও তাঁহাদের সহিত পরমার্থ-বিষয়ক আলাপে বুদ্ধি পরিপক্ক হয় এবং বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে হৃদয়ে বিবেক উৎপন্ন হয়, বিবেক উৎপন্ন হইলে ক্রমে হৃদয় হইতে রজোগুণ লয় প্রাপ্ত হয়। গুরো! আমি তীর্থ পরি-শীলনের অনেক উপকারিতা দেখিতেছি—অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অনুজ্ঞা করুন"।

অনন্তর শঙ্কর পদ্মপাদের নির্বন্ধতাতিশয় দর্শনে বলিতে লাগিলেন ;—বৎস পদ্মপাদ! যদি তোমার তীর্থপর্য্যটনে একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি অবশ্য তীর্থ ভ্রমণ করিবে। আমি তোমার তীর্থদর্শন নিষেধ করি নাই, কেবল চিত্তের স্থৈর্য্য অবগত হইবার জন্য তোমাকে ঐ সকল কথা বলিলাম। তুমি অতিসাবধানে ভ্রমণ করিবে। যাহাতে অত্যন্ত দুঃখের উৎপত্তি হয়, এরূপ কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। ভ্রমণকালে নানা পথ তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। তন্মধ্যে চোর-পথসকল পরিহারপূর্ব্বক যে পথে সাধুগণ গমন করেন, সেই পথ আশ্রয় করিবে। যে সকল স্থানে ব্রাহ্মণগণের বিপুল বসতি আছে, সেই সকল স্থানে অবস্থান করিও।

কিন্তু—ঐরূপ স্থানেও অধিককাল থাকিও না। এক স্থানে অধিক কাল বাস করিলে সংসার-বাসনা পুনরায় আক্রমণ করিতে পারে। তুমি সর্ব্বদা শান্তমূর্ত্তি পবিত্রহৃদয় পরিব্রাজকগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিবে। ঐ সকল মহাপুরুষ আধ্যাত্মিক-শাস্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা করেন, উহা শ্রবণ করিলে সর্ব্ববিধ তাপ বিদূরিত হয়। পথিমধ্যে কাহাকেও অত্যন্ত বিশ্বাস করিও না। অনেক খল ও তস্কর আত্মস্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়া পথিকগণের সহিত একত্র বাস করে এবং অলক্ষ্যে তাহাদের দেবপ্রতিমা, বস্ত্র ও পুস্তকাদি হরণপূর্ব্বক প্রস্থান করে। তুমি পূজনীয়দিগকে পূজা করিবে, কদাচ তাঁহাদের উল্লঙ্ঘন করিও না। পূজ্যব্যক্তিদিগের অতিক্রম করিলে সমুদয় অভীষ্ট নিষ্ফল হয়। আর সর্ব্বদা অবগাহনাদি দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিষ্কৃত রাখিবে, কারণ শরীর পবিত্র হইলে হৃদয়ে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়।

পদ্মপাদ গুরুর মুখনির্গত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। শঙ্কর ও সুরেশ্বর-প্রভৃতি শিষ্যগণের সহিত শৃঙ্গগিরিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

কিয়ৎকাল পরে সহসা জননীর বিষয় শঙ্করের স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি সমাধিস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার

মাতা তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। শঙ্কর আর বিলম্ব করিলেন না, আজ্ঞাবহ শিষ্যগণকে উহা জানাইয়া একাকী স্বীয় জন্মভূমি কেরল প্রদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি রোগক্লিষ্ট হইয়া দারুণ যাতনা ভোগ করিতেছেন। নিদাঘার্ত্ত ব্যক্তি—যেমন মেঘ সন্দর্শন করিলে হৃদয়ের তাপ পরিহার করে, সেইরূপ জননী শঙ্করকে দর্শন করিয়া সমুদয় রোগ যন্ত্রণা পরিত্যাগ করিলেন। শঙ্কর যদিও সংসারের সমুদয় পদার্থের প্রতি বীতস্পৃহ, তথাপি তিনি জননীর অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত করুণার্দ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জননি! এই তোমার পুত্র উপস্থিত, এখন আজ্ঞা করুন, আমায় কি করিতে হইবে?" জননী বলিলেন, "বৎস, বহুকাল পরে তোমাকে যে নীরোগ দেখিলাম, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। এখন আমার অন্য কিছুই স্পৃহণীয় নাই। কারণ জরা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, আর দেহভার বহন করিতে পারিতেছি না। দেহান্তে যাহাতে আমি পবিত্র-ধামে গমন করিতে পারি, পরলোকে আমার মঙ্গল হয়, অবিলম্বে তাহার উপায় বিধান কর। তুমি শাস্ত্রোক্ত বিধানে আমার উপদেশ প্রদান কর"। শঙ্কর জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, জননীর চরম সময় উপস্থিত। অতএব এখন আমার কর্ত্তব্য আমি করি। তাহার পর তিনি জননীকে পরব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। শঙ্কর বলিলেন, "জননি! ব্রহ্ম সুখ-স্বরূপ এবং অদ্বিতীয়। এই মায়াময় সংসারে যে সকল বস্তু আছে, ব্রহ্ম ঐ সকল বস্তুতে লিপ্ত নহেন। তিনি স্বপ্রকাশ এবং তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, তাঁহার কোন পরিমাণ নাই। তাঁহার

হস্ত পদাদি কল্পনা করা যায় না। আকাশ যেমন নিয়ত সর্ব্বত্র বিরাজমান, ব্রহ্মও তদ্রূপ সর্ব্বদা অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান আছেন। তাঁহার রোগ নাই, শোক নাই। তিনি নিত্য, তাঁহার উৎপত্তি অথবা বিনাশ নাই।”

জননী শঙ্করের উপদেশ শ্রবণ করিয়া বলিলেন “বৎস শঙ্কর! তুমি বলিতেছ, ব্রহ্ম স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, তাঁহার হস্ত পদাদি কল্পনা করা যায় না। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান।” ঐরূপ পরমতত্ত্ব বুঝিতে আমার বুদ্ধি অক্ষম, সুতরাং আমার অন্তঃকরণ নির্গুণ ব্রহ্মে অনুরক্ত হইতেছে না। অতএব তুমি আমার নিকট কোন সগুণ রমণীয় দেবতার বিষয় বর্ণন কর। তখন শঙ্কর মনে মনে চিন্তা করিলেন—জননীর চরম সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। অতএব ইঁহার ইচ্ছানুরূপ কোন দেবতার বিষয় কীর্ত্তন করা যাউক। এই বলিয়া তিনি “ভুজঙ্গপ্রয়াত” ছন্দে মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তির বর্ণনা করিলেন। কিন্তু জননী তাহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না, পুনরায় তিনি অপর দেবতার বিষয় কীর্ত্তন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তখন শঙ্কর জননীর নিকটে বিষ্ণুর বিষয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ করিয়া জননীর মুখ প্রসন্ন হইল, তিনি হৃদয়ে মাধব-মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে দেহ ত্যাগ করিলেন।

শঙ্কর মমতাবিহীন, তাঁহার শোক, দুঃখ কিছুই নাই। তখন তিনি মাতার সময়োচিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য

জ্ঞাতি ও বন্ধুদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা শঙ্করের আহ্বানে আগমন করিলেন না, অধিকন্তু তিরস্কারপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন "ওহে শঠ যতি! তোমার কি এই কার্য্যে অধিকার আছে যে, তুমি জননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছ"? শঙ্কর তাঁহাদের তিরস্কারে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি পুনরায় বলিলেন "আমার এই কার্য্যে অধিকার নাই সত্য, আমি আপনাদের সঙ্গে যাইব না, আপনারা স্বয়ংই জননীর মুখাগ্নি-ক্রিয়া সম্পন্ন করুন"। শঙ্কর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেন কিন্তু জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ উহাতে সম্মত হইলেন না। তাহার পর তিনি দেখিলেন, গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগে কাষ্ঠসকল শুষ্ক হইয়া আছে। তিনি ঐ সকল কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি মন্থনপূর্ব্বক জননীকে দগ্ধ করিলেন এবং যে সকল জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অভিসম্পাত করিলেন, বলিলেন "এই সকল ব্রাহ্মণ বেদ বহিষ্কৃত হইবে এবং যতিগণ ইহাদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। আর অদ্য হইতে ইহাদের গৃহ-সমীপে শ্মশানভূমি বিরাজিত হইবে"। যতিবর শঙ্করের কথা মিথ্যা হইবার নহে। অদ্যাপি ঐ দেশবাসী ব্রাহ্মণেরা বেদ অধ্যয়ন করে না এবং তাহাদের গৃহে যতিগণের ভিক্ষা হয় না। আর তাহারা গৃহের সমীপে প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে শব দাহ করিয়া থাকে *। যদিও ঐরূপ অভিসম্পাত করা শঙ্করের পক্ষে

* প্রথম পৃষ্ঠার টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পিতামহ বিদ্যাধিরাজ নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত ছিলেন। কারণ দক্ষিণাপথের নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণেরা অতি দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাকেন, শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদেরই

উচিত হয় নাই কিন্তু তেজীয়ান্ ব্যক্তিদের কিছুই দোষাবহ নহে। নতুবা ভৃগুনন্দন পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়াও নিন্দা-

কুলে জন্মিয়া ছিলেন। কিন্তু শঙ্করের অভিসম্পাত বাক্যে ও নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান ব্যবহারে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই। যেহেতু নম্বুত্তিরীব্রাহ্মণেরা বেদ-বহিষ্কৃত নহেন। ইঁহাদের গৃহে যতিরা ভিক্ষা গ্রহণ করেন কি না বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ইঁহাদের প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে অদ্যাপি শ্মশানভূমি বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। মলবর উপকূলে অর্থাৎ কেরল দেশে এই ব্রাহ্মণের বাস। নম্বুত্তিরীদিগের মধ্যে আবার অনেকগুলি শ্রেণী আছে। ১। উয়িক্কন্ বা বেদাচার্য্য। ইঁহারা বেদ পাঠ করেন ও শিশুদিগকে বেদ পড়াইয়া থাকেন। ২। বৈদিকন্। ইঁহারা বৈদিক কার্য্যের মতামত প্রদান করেন। ৩। স্মার্ত্তন্। ইঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা দেন। ৪। শান্তিকন্। ইঁহারা শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করেন। ইহা ব্যতীত আরও কয়েক শ্রেণী আছেন। ১। অষ্টমুসদ বা অষ্টবর বৈদ্য। ইঁহারা পরশুরামের আদেশে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ ও সংন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন না। ২। অষ্টঘর মান্ত্রিক। ইঁহারা পরশুরামের আজ্ঞায় মন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ৩। আয়ুধ-পাণি। ইঁহাদিগকে শস্ত্রাঙ্গকার বা রক্ষাপুরুষও বলে। এই সকল ব্রাহ্মণ সেনাপতির কার্য্য করিতেন। ৪। গ্রামী। পরশুরাম এই সকল ব্রাহ্মণকে গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ৫। পরদর। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কালে ইঁহাদিগকে দান করিয়াছিলেন। ইঁহারা পতিত ব্রাহ্মণ। ৬। রাজহা নম্বুত্তিরী। ইঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পূর্ব্বকালে কোন রাজাকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইঁহারা কেবল নায়রদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পৌরহিত্য করে। ইলায়দ। ইঁহারা দক্ষিণ মলবারে নায়রদিগের কেবল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পৌরহিত্য করেন। ৮। পয়িয়ূরগ্রাম নম্বু-ত্তিরী। ইঁহারা উত্তর মলবারে বাস করেন। ইঁহাদের বিবাহাদি অন্য নম্বুত্তিরী-দিগের ন্যায় হয় কিন্তু সন্তান পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয় না। ইঁহাদের কন্যা

ভাজন হন নাই কেন? শঙ্করের সমুদয় কার্য্যই সমাপ্ত হইল, আর কোন অনুরোধ নাই। এখন তিনি পৃথিবীর অন্যান্য

বিবাহযোগ্যা হইলে কোন বৈদিক নম্বুত্তিরীকে দান করেন। বিবাহক্রিয় সম্পন্ন হইয়া গেলে সেই বৈদিক নম্বুত্তিরী সমাজচ্যুত হইয়া পন্নিয়ুরগ্রাম-নম্বুত্তিরী হইয়া যায় এবং সে স্ত্রীর সম্পত্তিতে প্রতিপালিত হয়। ৯। পিদারন্মর। ইঁহারা ভদ্রকালীর উপাসক এবং সুরাপায়ী। ইঁহারা ভূত রোঝাপ্রভৃতি নামে অভিহিত হন। ইঁহাদের স্ত্রীলোকেরা ঘোষা অর্থাৎ পরদানসীন নহে। শেষোক্ত নয় শ্রেণীর নম্বুত্তিরী পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর নম্বুত্তরী হইতে কোন্ সময় পৃথক্ হইয়াছেন, তাহার কোন বিশেষ ইতিহাস পাওয়া যায় না। নম্বুত্তিরীব্রাহ্মণের বসতবাটীর নাম ইল্লোম। বাটীর মধ্যস্থলে গৃহ নির্ম্মিত হয়। প্রাঙ্গণ খুব বড় করা হয়। উহার এক দিক্ নাগদিগের জন্য রক্ষিত হয় ও অপরাংশ শ্মশানরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকে। নম্বুত্তিরী-ব্রাহ্মণপত্নী "অন্তর্জনা" নামে অভিহিত। প্রত্যেক অন্তর্জনার একটী করিয়া দাসী বা বৃষলী থাকে। অন্তর্জনারা স্ব স্ব ইল্লোম হইতে যখন বাহিরে আসেন, তখন একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা গাত্রাবরণ করেন এবং এক একটী তালপত্রের ছত্র এরূপ ভাবে ব্যবহার করেন, যেন কেহ তাঁহাদের মুখ দেখিতে না পায়। গমনকালে বৃষলীরা অগ্রে অগ্রে গমন করে। প্রত্যেক নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণেরই ভূসম্পত্তি আছে। ইঁহারা প্রায় চাকুরী স্বীকার করেন না। কন্যার বিবাহে ইঁহাদের বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। ইঁহাদের বিবাহ ব্যাপার কিছু নূতন ধরণের। বাহুল্য প্রযুক্ত এখানে উহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইল না। স্ত্রীলোকেরা অসতী হইলে তাহাদের কঠোর দণ্ড হয়। অসতীর বিচারের জন্য একটী "স্মার্ত্তসমিতি" বসে। সমিতি বৃষলীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং দোষ স্বীকার করাইবার জন্য অন্তর্জনাকে দীর্ঘকাল পীড়াপীড়ী করা হয়। দোষ সাব্যস্ত না হইলে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আর নিজ মুখে পাপ স্বীকার করিলে কলঙ্কিনীর ছত্র কাড়িয়া লইয়া হাত-তালী দিতে দিতে দূর করিয়া দেওয়া হয়। পারদারিক ও কলঙ্কিনী স্ত্রী উভয়ে

ধর্ম্মমত খণ্ডনপূর্ব্বক একমাত্র অদ্বৈতবাদ-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অভিলাষী হইয়া পদ্মপাদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

পদ্মপাদের তীর্থযাত্রা।

এদিকে পদ্মপাদ শঙ্করের নিকট হইতে বহির্গত হইয়া উত্তর-দেশীয় যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে গমন করি-

---

গৃহ বহিষ্কৃত হইয়া "নম্বিয়ার" নামে অভিহিত হয়। কেহ তাহাদের স্পর্শ করে না। অনতীর আত্মীয়েরা মৃত্যু হইলে যেরূপ নিয়ম আছে, তদ্রূপ অসতী স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রায়শ্চিত্ত, ব্রাহ্মণভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া বিশুদ্ধ হয়। নম্বুত্তিরীব্রাহ্মণের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াও নূতন ধরণে সম্পাদিত হয়। নম্বুত্তিরীব্রাহ্মণেরা সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। ইঁহারা সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরে স্নান করিয়া অনাবৃতপদে দেবালয়ের প্রাঙ্গণে গমন করেন। সেখানে গন্ধ চন্দনাদি গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাহ্ন একাদশঘটিকা পর্য্যন্ত বেদ পাঠ করেন। তাহার পর ভোজন করেন। বৈকালে সাংসারিক কার্য্য পরিদর্শন-পূর্ব্বক তৈল মাখিয়া স্নান করেন। রাত্রি নয়টার সময় আহার করিয়া শয়ন করেন। বেদপাঠকালে বেদাচার্য্য শিষ্যের মস্তকে হস্ত দিয়া ধীরে ধীরে তালে তালে দোলাইতে থাকেন। শিষ্যও তালে তালে দুলিয়া বেদ পাঠ করে। নম্বুত্তিরীব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেবল সজাতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অন্য পুত্রেরা নায়রযুবতীদের সহিত গান্ধর্ব্ব-বিধানে পরিণীত হইয়া থাকে। ইহাদের সন্তানেরা মাতুলসম্পত্তির অধিকারী হয়। কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র সজাতীয় কন্যার পাণিগ্রহণের অধিকারী বলিয়া নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণের মধ্যে অত্যন্ত পাত্রাভাব। তজ্জন্য অনেক কন্যা অবিবাহিত থাকে এবং পুরুষের বহু বিবাহও হয়। নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণেরা ৬৫টী বিশেষ নিয়ম পালন করেন যথা;—১। দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। ২। স্নানকালে উড়ানী খুলিয়া রাখিয়া স্নান করিবে না। ৩। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিবেনা।

লেন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কালহস্তীশ্বরতীর্থে * উপনীত হইলেন। কালহস্তীশ্বর একটী মহাতীর্থ। ইহার

৪। পূর্ব্বরাত্রির উদ্বৃত্ত জল ব্যবহার করিবেনা। ৫। মহিষঘৃতে হোম করিবেনা। অন্তর্জনাগণ পরপুরুষের মুখাবলোকন করিবেনা। ৬। স্নানের পূর্ব্বে রন্ধন করিবেনা। ৭। মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। ৮। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্রই কেবল যথাবিধানে পাণিগ্রহণ করিবে। ৯। পুত্রেরা বেদাধ্যয়ন ও সমাবর্ত্তনের পর নায়রযোষিৎকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিবে। ১০। নম্বুতিরীব্রাহ্মণপত্নীরা প্রসবের পর নায়র জাতীয়া রমণীর পক অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবে। ১১। মধ্যাহ্ন আহারের পর ক্ষৌর কার্য্য করিতে পারিবে। ১২। অন্তর্জনা আপন তালপত্রের ছত্র এবং বৃষলী না লইয়া অন্যস্থলে গমন করিবেনা। ১৩। কন্যাবিক্রয় করিবেন না। ১৪। নক্ষত্রানুসারে বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিবে, তিথি অনুসারে নহে। ১৫। ব্রাহ্মণ গোমেধ যজ্ঞ করিবে না। এতদ্ভিন্ন আর ৪৮টা নিয়ম আছে, বাহুল্য প্রযুক্ত উহা লিখিত হইল না।

* কালহস্তীশ্বর নামক তীর্থ মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। এখানে অনেক দেবমন্দির আছে। তন্মধ্যে শিবমন্দিরই প্রধান। দক্ষিণী স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণেরা ইহাকে দ্বিতীয় বারাণসী বলিয়া থাকেন। কথিত আছে—একটী সর্প ও হস্তী উভয়ে মহাদেবকে পূজা করিত। সর্প নিজের মস্তকের মণি মহাদেবের মস্তকে রাখিয়া জলাভিষেক দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করিত। একদিন হস্তীর অভিষেচনের জল সর্পের অঙ্গে লাগে এবং তাহাতে সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তীর শুণ্ডে দংশন করে। হস্তী বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া সর্পকে আঘাত করে। শেষে উভয়েরই মৃত্যু হয়। মহাদেব ভক্তদ্বয়ের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহাদের পুনরায় জীবন দান করেন এবং উভয়কে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই তীর্থ সৃষ্টি করেন। কাল অর্থাৎ সর্প ও হস্তী এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া এই তীর্থ সৃষ্ট হয় বলিয়া ইহা "কালহস্তী নামে অভিহিত এবং তজ্জন্য অত্রত্য মহাদেবের নাম "কালহস্তীশ্বর"।

সমীপে পবিত্রসলিলা সুবর্ণমুখরী নদী প্রবাহিত। পদ্মপাদ ঐ নদীর জলে অবগাহন করিয়া ভবানীর সহিত বিরাজমান সেই কালহস্তীশ্বর মহাদেবকে সন্দর্শনপূর্ব্বক ভক্তিরসার্দ্র চিত্তে স্তব করিলেন এবং স্তবান্তে মহাদেবের নিকট অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া সেই স্থান হইতে প্রসিদ্ধ কাঞ্চীক্ষেত্রে * উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রকারগণ এই কাঞ্চীক্ষেত্রকে সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার-প্রার্থী ব্যক্তিগণের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পদ্মপাদ উক্ত ক্ষেত্রের অধীশ্বর বিশ্বেশ্বরকে ভক্তিভাবে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাহার অনতিদূরস্থ কল্লালেশ নামক প্রসিদ্ধ

* কাঞ্চীক্ষেত্র মহাতীর্থ। শাস্ত্রে মোক্ষপ্রদ যে সাতটী তীর্থের উল্লেখ আছে, কাঞ্চী তাহার মধ্যে একটী যথা;—অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ। ইহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটী অতিপ্রাচীন নগর। মহাভারতের সময় হইতে হিন্দুরাজ্যের অবসান পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক রাজা এখানে অনেক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কাঞ্চীপুর নগর দুই ভাগে বিভক্ত যথা;—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। শিবকাঞ্চীতে অসংখ্য শিবমন্দির ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে অসংখ্য বিষ্ণুমন্দির বিরাজমান। ইহা ব্যতীত কাঞ্চীপুরের নিকট কেদারেশ্বর ও বালুকারণ্য নামে দুইটী পুণ্যস্থান আছে। এখানে বৌদ্ধকীর্ত্তি ও যথেষ্ট আছে। অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে বৌদ্ধেরা এখানে একটী প্রচারক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। জৈনকীর্ত্তিরও অভাব নাই। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রথম দশদিন ব্যাপিয়া এখানে মহোৎসব হয়। উহাতে প্রায় ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। শিবকাঞ্চীতে একাম্রনাথ নামক শিব ও কামাক্ষী দেবীর মন্দির প্রধান। আর বিষ্ণু-কাঞ্চীতে বরদরাজস্বামীর মন্দির প্রধান। এই সকল দেবসেবার জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর কতকগুলি গ্রামের রাজস্ব ও কয়েক সহস্র টাকা প্রদান করেন।

বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিলেন। অনন্তর কল্লালেশের সন্দর্শন করিয়া তথা হইতে একটী তীর্থে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি এক জন শিবপরায়ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ তীর্থের নাম কি?" তিনি বলিলেন "মহাদেবের নৃত্যকালে তাঁহার জটামণ্ডল হইতে যে সকল জলবিন্দু পতিত হয়, তাহা হইতে এই পবিত্র শিবগঙ্গাতীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে"। পদ্মপাদ তাহা শুনিয়া শিবগঙ্গায় অবগাহনপূর্ব্বক তত্রত্য ভুবনপালক শঙ্করের পদে প্রণিপাত করিলেন।

এই রূপে তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে সেতুবন্ধরামেশ্বরে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। গমনকালে পথিমধ্যে কাবেরী-নদী * তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। পদ্মপাদ সহ্যপর্ব্বতোদ্ভব কাবেরী নদী সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন এবং শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে উহার পুলিন দেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। একদিবস যাইতে যাইতে তিনি তাঁহার মাতুল-ভবনে উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রজ্ঞ মাতুল বহুকাল পরে ভাগিনেয়কে আগত দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বন্ধু বান্ধবগণ আসিয়া অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, জ্ঞাতিগন তাঁহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন।" বহুদিনের পর তুমি আমাদের দর্শন দিয়াছ। এতকাল তোমাকে দেখি-

* কাবেরী একটী পুণ্য নদী। হরিবংশে লিখিত আছে;—যুবনাশ্বের শাপে গঙ্গা শরীরার্দ্ধ ভাগে যুবনাশ্বের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই নাম কাবেরী। পূর্ব্বে (৪২ পৃঃ) উক্ত হইয়াছে ঐ কাবেরী নদীর তীরে চোল প্রদেশে পদ্মপাদের জন্ম হয়।

বার জন্য আমরা কতই উৎকণ্ঠিত ছিলাম। আহা যাঁহারা কৃতার্থতার চরম পদ সংন্যাস আশ্রয় করেন, তাঁহাদের সংসারে কোন বিপদ্ থাকেনা। আমরা স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণের জন্যই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকি। অতএব আমাদের ঈশ্বরোপাসনা, তীর্থপর্য্যটন কিংবা সাধুগণের সহবাস কি প্রকারে ঘটিবে? একদিন আমাদের গৃহে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ছিলেন। আমরা তাঁহার নিকট শুনিলাম তুমি চতুর্থ আশ্রম সংন্যাস আশ্রয় করিয়াছ। আহা সংন্যাসিগণের কিছুই প্রার্থনীয় নাই। আত্মজ্ঞানই তাঁহাদের ভার্য্যা, দেহই গৃহ, বৈরাগ্যই পরম সুখ, শিষ্যগণই পুত্র। সংসারী লোকের কিছুতেই আশার নিবৃত্তি হয় না। যৌবনের প্রারম্ভে তাহারা মনোরমা পত্নীলাভের নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। যদি পত্নী আশানুরূপ গুণবতী হন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট হইতে সুসন্তান পাইবার অভিলাষ জন্মে। সৌভাগ্যক্রমে যদি অভীষ্ট পুত্র-প্রাপ্তি হয়,আবার তাহার মরণে ক্লেশের পরিসীমা থাকে না। অতএব দেখিতেছি যাহারা কামনার বশ, সংসারে তাহাদের দুঃখের অন্ত নাই। এই জন্যই জ্ঞানী পুরুষেরা বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। পণ্ডিতেরা চিত্তশুদ্ধিকেই বৈরাগ্যের মূল কারণ বলিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞানী সাধু ব্যক্তিদের সহবাস ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না। তজ্জন্য সংসারতপ্ত জীবগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা পৃথিবীতে পর্য্যটন করিয়া থাকেন। অতএব জ্ঞানিবর! তুমি কিয়ৎকাল এই স্থানে অবস্থিতি কর। তোমার সহিত বাস করিলে আমাদের চিত্তবৃত্তি কলুষমুক্ত হইয়া কথঞ্চিৎ বিমলভাব ধারণ করিবে। তোমার আগমনে আজ

আমাদের যে গৃহ রমণীয় ও পবিত্র হইয়াছে, ইহা মালিন্যের নিকেতন, উৎকট সাহসের আশ্রয়, পরনিন্দার আধার এবং মিথ্যাভাষণের আস্পদ। ইহাতে নিত্য নিত্য কত হিংসা কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই গৃহে অবস্থান করিয়া কত খল কত দুর্জনের সহিত কালযাপন করিতে হয়, তথাপি আমরা গাঢ় ধনতৃষ্ণার বশীভূত হইয়া এই অবশ্য পরিহার্য্য গৃহ পরিত্যাগ করিতে পারি না।

পদ্মপাদ জ্ঞাতিগণের ঐ সকল কথার উত্তরে বলিতে লাগিলেন "আপনারা যাহা বলিতেছেন সত্য, কিন্তু সমুদায়ই ভাগ্যাধীন। যাঁহার ভাগ্যে আছে, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাই বলিয়া গৃহস্থাশ্রম নিন্দনীয় নহে। "কে আমায় অন্নদান করিবে" এই বলিয়া কোন অতিথি মধ্যাহ্নে কোন গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি তাহার ক্ষুধাশান্তি করেন, তাঁহার অপেক্ষা পুণ্যবান্ কে আছে? ব্রহ্মচারীই হউন, বানপ্রস্থই হউন, আর ভিক্ষুই হউন, গৃহস্থই এই তিনের উপজীব্য। ব্রহ্মচারী প্রত্যূষে এবং সায়ংকালে অবগাহনপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। দণ্ডধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া বেদপাঠে অভিনিবিষ্ট থাকিবেন। যখন ক্ষুধা হইবে, তখন গৃহস্থের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক ক্ষুধাশান্তি করিয়া আসিবেন। বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী উগ্র তপস্যায় যে সুকৃত সঞ্চয় করেন, উহারও অর্দ্ধেক অন্নদাতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যতিগণের বিবিধ দেশপর্য্যটনে এবং নানা তীর্থ সন্দর্শনে পুণ্য লাভ হয় বটে, কিন্তু বিচক্ষণ গৃহস্থ গৃহে বসিয়াই ঐ সকল যতির সেবা দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গৃহীর ধনে যে স্বধু ঐ তিনটী

আশ্রমেরই রক্ষা হয় তাহা নহে, সকলেই গৃহস্থের ধনে পরিপালিত হইয়া থাকেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই হউন, আর ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিই হউন, আর পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত ব্যক্তিই হউন, সকলেই অর্থের নিমিত্ত গৃহস্থের গৃহে আগমন করিয়া থাকেন। কেহ চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা, কেহ দানগ্রহণ দ্বারা, কেহ প্রণয় প্রকাশ দ্বারা গৃহস্থ হইতে ধন আহরণ পূর্ব্বক আহার নির্ব্বাহ করে। দেখুন মূষিকপ্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র জন্তু গৃহস্থের গৃহে লুক্কায়িত থাকিয়া জীবন ধারণ করে। গৃহের বহির্দেশস্থ গো মৃগ-পক্ষি-প্রভৃতি প্রাণিগণও গৃহস্থেরই অনুকম্পায় প্রতিপালিত হয়। সকল পুরুষার্থ সাধনেরই মূল শরীর। আবার ঐ শরীরের মূল অন্ন। শ্রুতিতে আছে—"অন্নাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" অর্থাৎ অন্ন হইতেই এই সকল জীব জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যক্ষ দেখা যায়, অন্নরসে শরীর পুষ্ট না হইলে আমরা কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম হই না। অতএব আমাদের সেই অন্নদাতা গৃহস্থই যে সকলের শ্রেষ্ঠ উহা বলাই বাহুল্য। অতএব গৃহস্থমাত্রেই দাতা হইবেন। আপনারা গৃহাগত আতুর ও অতিথিদিগকে যথাশক্তি পূজা করিবেন। যাঁহার গৃহে আতুর ও অতিথি পূজিত হয়, তাঁহার কুল উদ্ধার হইয়া থাকে। ঐ সকল অতিথিকে অন্নপানে বঞ্চিত করিয়া তাড়াইয়া দিলে যে কিরূপ পাপ হয়, তাহা আমি বলিতে চাহি না। বিনা অভিসন্ধিতে বেদোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা উচিত। এই কার্য্যে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন, অথবা ইহা দ্বারা আমার স্বর্গ বা মুক্তিলাভ হইবে এই রূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কোন কার্য্যই করা কর্ত্তব্য নহে। নিষ্কামহৃদয়ে কার্য্য করিলে যথার্থ চিত্তশুদ্ধি হয়।

এইরূপ বন্ধুবান্ধবদিগকে উপদেশ দিয়া ভিক্ষু পদ্মপাদ শিষ্য-গণসহ মাতুলের গৃহেই অন্ন ভিক্ষা করিলেন। আহারের পর, তাঁহার মাতুল পদ্মপাদের কোন শিষ্যের হস্তে একখানি পুস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, পদ্মপাদ! তোমার শিষ্যের হস্তে ওখানি কি পুস্তক?" পদ্মপাদ উত্তর করিলেন "আর্য্য! উহা শারীরক-ভাষ্যের টীকা।" তাঁহার কথা শুনিয়া মাতুল বলিলেন "বৎস! ঐ পুস্তকখানি আমাকে একবার দেখিতে দাও।" পদ্মপাদ টীকাগ্রন্থখানি মাতুলের হস্তে অর্পণ করিলেন। মাতুল অতিশয় প্রণিধানপূর্ব্বক টীকাখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলেন এবং পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি ভাগিনেয়ের প্রবন্ধনির্ম্মা-ণের নৈপুণ্য ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন বটে কিন্তু ঐ প্রবন্ধে যে সকল যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মত নিরাকৃত হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কারণ তিনি ভট্টপ্রভাকরের শিষ্য, উক্ত ভট্টের মতই তাঁহাদের মত। পদ্মপাদ ঐ গ্রন্থে সুতীক্ষ্ণ যুক্তি দ্বারা তাঁহার গুরুর মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন দেখিয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত খেদপ্রাপ্ত হইলেন কিন্তু বাহিরে হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "বৎস! প্রবন্ধ অতি উত্তম হইয়াছে। আমি তোমার বুদ্ধিনৈপুণ্য দেখিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলাম"।

অনন্তর পদ্মপাদ তাঁহার মাতুলকে বলিলেন;—আর্য্য! সংপ্রতি আমি এই পুস্তক রক্ষার ভার আপনার উপর অর্পণ করিয়া সেতুবন্ধরামেশ্বরে গমন করিতেছি। আপনি গোগৃহের ন্যায় অতিসাবধানে এই পুস্তকখানি রক্ষা করিবেন। দেখিবেন

কোন রূপে যেন ইহা নষ্ট না হয়। মাতুল পদ্মপাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলে তিনি শিষ্যগণ সহ সেতুবন্ধরামেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে ভাবি দুঃখের কারণস্বরূপ নানাবিধ অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তাঁহার বামনেত্র স্পন্দিত এবং বামবাহু ও বাম উরু স্ফুরিত হইতে লাগিল। একজন উচ্চ-রবে হাঁচি দিল। জ্ঞানী পদ্মপাদ ঐ সমুদয় গণনাই করিলেন না, তিনি নিঃসন্দেহে গমন করিলেন। পদ্মপাদের গমনের পর তাঁহার মাতুল মনে মনে চিন্তা করিলেন। যদি এই পুস্তক-খানি রাখা যায়, তাহা হইলে আমার গুরুপক্ষের যথেষ্ট হানি হইবে। এই পুস্তকে গুরুদেবের সমুদয় যুক্তিই খণ্ডিত হইয়াছে। আর যদি পুস্তকখানি নষ্ট করা যায়, তাহা হইলে গুরুর মতের যথেষ্ট প্রচার হইবে। আমার এরূপ বুদ্ধি নাই যে, ভাগিনেয়ের যুক্তিসকল খণ্ডনপূর্ব্বক গুরুর মত রক্ষা করিতে পারি। অতএব গৃহের সহিত এই পুস্তকখানি দগ্ধ করা যাউক। কারণ গুরুপক্ষের নাশ অপেক্ষা গৃহনাশও বরং ভাল। এই রূপ স্থির করিয়া তিনি গৃহে অগ্নি স্থাপন করিলেন। যখন অগ্নিশিখায় বেষ্টিত হইয়া গৃহ জ্বলিয়া উঠিল, তখন অত্যন্ত আক্রোশ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "প্রতিবেশিগণ! দেখ দেখ অগ্নি আমার গৃহ দগ্ধ করিতেছে।"

এদিকে পদ্মপাদ শিষ্যগণের সহিত সেতুবন্ধরামেশ্বরে উপ-নীত হইয়া প্রথমেই ফুল্লমুনির আশ্রমে যে বট বৃক্ষের মূলে রাম শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক উপবেশন করিয়াছিলেন, উহা সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তাহার পর সমুদ্রতীরে যে স্থলে রাম ও লক্ষ্মণ বানরগণের সহিত বসিয়া সীতা উদ্ধা-

রের উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই স্থান অবলোকনপূর্ব্বক অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে মহর্ষি অগস্ত্য রাম ও লক্ষ্মণকে পিতার ন্যায় সদুপদেশ সকল প্রদান করেন। অনন্তর স্বভাবতঃ বিমলচিত্ত সেই যতি তীর্থ-স্নানে অধিকতর বিমলচিত্ত হইলেন এবং কয়েকদিন ঐ তীর্থে অবস্থানের পর শিষ্যদের নিকট সেতুবন্ধরামেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপূর্ব্বক পুনরায় মাতুলভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মাতুল তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত খেদ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন "তুমি বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে যে পুস্তক রাখিয়াছিলে, অনবধানতা-নিবন্ধন গৃহে অগ্নি-সংযোগ হওয়ায় গৃহের সহিত ঐ পুস্তক দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৎস! অধিক কি বলিব, গৃহ দগ্ধ হওয়ায়ও আমার তত দুঃখ হয় নাই, ঐ পুস্তক দগ্ধ হওয়ায় যেরূপ দুঃখ হইয়াছে"। পদ্মপাদ মাতুলের গৃহদাহের জন্য করুণাপ্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন "আর্য্য! আপনি চিন্তা করিবেন না, পুস্তক নষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু আমার তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, এখনও আমার সেইরূপ বুদ্ধি আছে। অতএব অচিরকাল মধ্যেই আমি ঐরূপ একখানি টীকা রচনা করিতে পারিব"। এই বলিয়া তিনি পুনরায় শারীরকভাষ্যের টীকা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতুল ভাগিনেয়ের প্রতিভা দর্শনে ভীত হইয়া ভোজনকালে তাঁহার খাদ্যের মধ্যে এরূপ এক বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দিলেন যে, উহাতে তাঁহার মানসিক ক্ষমতা বিনষ্ট হইল। তিনি আর পূর্ব্বের ন্যায় টীকা প্রণয়নে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর পদ্মপাদের ন্যায় শঙ্করের অন্যান্য শিষ্যগণও নানা-তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে সেই দেশে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন এবং পদ্মপাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহারা পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা ও সাদর সম্ভাষণের পর ধর্ম্মালাপে রত আছেন, এমন সময় এক পথিক ব্রাহ্মণের মুখে শুনিতে পাইলেন 'গুরুদেব শঙ্কর এখন তাঁহার জন্মভূমি কেরলদেশে অবস্থিতি করিতেছেন'। শিষ্যগণ গুরুদেবকে সন্দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, সহসা এই সুখময় সংবাদ পাইয়া তাঁহারা কেরলদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা গুরুদেবের জন্মভূমির সন্নিহিত হইয়া জানিতে পারিলেন, তিনি গগনস্পর্শি-বৃহৎ-বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত কেরল দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন। যখন শিষ্যেরা গুরুর নিকটে গমন করিলেন, তখন তিনি একটী বিষ্ণুমন্দিরে ধ্যানস্থ ছিলেন। গুরুদেব "তত্ত্বমসি" চিন্তায় নিরত, তিনি তখন শিষ্যদিগকে দেখিয়া কোন কথাই বলিলেন না। ধ্যান-ভঙ্গ হইলে শিষ্যেরা তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। শঙ্কর শিষ্যগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা আপন আপন কুশল বিজ্ঞাপন করিলে পদ্মপাদ ক্ষুণ্ণমনে সদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন ;—গুরুদেব! আমি উত্তর দেশীয় তীর্থসকল পর্য্যটন করিয়া যখন সেতুবন্ধরামেশ্বরে গমন করি, তখন একদিন যদৃচ্ছাক্রমে পূর্ব্বাশ্রমের মাতুলের গৃহে উপস্থিত হই। আমার মাতুল দ্বৈতবাদীদিগের অগ্রগণ্য এবং ভট্টপ্রভাকরের শিষ্য। আমি আপনার ভাষ্যের যে টীকা করি, তিনি ঐ টীকাখানি আমার শিষ্যের হস্তে দেখিয়া উহা পাঠ করেন এবং উহাতে দ্বৈতবাদীদিগের বিশেষতঃ তাঁহার গুরু প্রভাকরের সমুদয় যুক্তি নিরাকৃত হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হন, কিন্তু যাহাতে আমি তাঁহার

মনের ভাব না বুঝিতে পারি, তজ্জন্য বাহিরে অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করেন। তাহার পর আমি তাঁহার উপর ঐ টীকা-খানির রক্ষাভার অর্পণ করিয়া সেতুবন্ধরামেশ্বরে গমন করিলে তাঁহার গৃহের সহিত ঐ গ্রন্থখানি অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। আমি প্রত্যাগমন করিলে টীকা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু লোকমুখে শুনিতে পাইলাম, মাতুল স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়াই ঐ কুকার্য্য করিয়াছেন। তাহার পর যে বস্তু আহার করিলে বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটে, এরূপ বস্তু আমাকে আহার করিতে দেন। উহা আহার করাতে আমার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে, আমার মন আর সংশয়রহিত হইতেছে না। আমি বহু যত্ন করিয়াও সেরূপ সূক্ষ্ম যুক্তি-সকল সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। গুরুদেব! আমি কি অপরাধ করিয়াছি, আমার এইরূপ দুর্দ্দশার কারণ কি? বলুন।

শঙ্কর পদ্মপাদের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং করুণা-প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "বৎস পদ্মপাদ! হৃদয় হইতে দুঃখ দূর কর, বিনষ্ট বস্তুর জন্য শোক করা জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। তোমার টীকা নষ্ট হয় নাই। তুমি শৃঙ্গগিরিতে অবস্থানকালে আমার নিকটে ভাষ্যের যে পঞ্চপাদী টীকা পাঠ করিয়াছিলে, উহা আমার স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। আমি উহা বলিতেছি, তুমি লিখিয়া লও। তাহার পর শঙ্কর ঐ টীকা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলে পদ্মপাদ সবেগে লিখিয়া লইলেন। যখন তাঁহার লেখা পরিসমাপ্ত হইল, তখন হর্ষে আপ্লুত হইলেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তাহার পর কেরল-অধিপতি কবিবর রাজশেখর শঙ্করের

সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিলেন। যখন তিনি। শঙ্করের চরণে প্রণিপাত করিলেন, তখন শঙ্কর অত্যন্ত আহ্লাদ-প্রকাশপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা শঙ্করের কথার উত্তরে বিবিধ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলে শঙ্কর বলিলেন, "আপনি যে তিন খানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, উহা আছে ত? রাজা বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন "প্রভো! উহা আর এখন বিদ্যমান নাই, প্রমাদ-বশতঃ অপহৃত হইয়াছে। শঙ্কর বলিলেন "আপনি তজ্জন্য দুঃখিত হইবেন না, আপনি লিখুন আমি উহা বলিতেছি"। তাহার পর তিনি অবিকল তিন খানি নাটক আবৃত্তি করিলেন, রাজা রাজশেখর উহা লিখিয়া লইয়া বিস্মিত ও যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। তাহার পর বিদায়-গ্রহণ কালে কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো! আজ্ঞা করুন, এই কিঙ্কর আপনার কোন কার্য্য সম্পাদন করিবে"। শঙ্কর বলিলেন"নৃপবর! আমার কিছুই প্রার্থনীয় নাই। আমিএই কালটি অগ্রহারের ব্রাহ্মণদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছি। তাহারা বেদ-হীন এবং ভ্রষ্টাচার হইবে। তাহাদের গৃহে যতিগণ ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। আর তাহাদের গৃহের সন্নিধানে শ্মশান-ভূমি বিরাজিত হইবে। তুমিও তাহাদের সহিত উহার অনুরূপ ব্যবহার করিবে"। রাজা রাজশেখর শঙ্করের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার চরণদ্বয় চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন।

দশম অধ্যায়।

দিগ্‌বিজয়-যাত্রা।

অনন্তর শঙ্কর, পদ্মপাদ হস্তামলক সমিৎপাণি চিদ্বিলাস জ্ঞানকন্দ বিষ্ণুগুপ্ত শুদ্ধকীর্ত্তি ভানুমরীচি কৃষ্ণদর্শন বুদ্ধিবিরিঞ্চি পাদশুদ্ধান্ত আনন্দগিরি প্রভৃতি বহুসংখ্যক বিখ্যাত জ্ঞানী শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। যখন শঙ্কর দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। ভারতের দ্বৈতবাদিগণের প্রত্যেক সম্প্রদায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। তান্ত্রিকগণ তাঁহার প্রতি শত্রুর ন্যায় বিদ্বেষপরায়ণ। এ অবস্থায় ঐ সকল সম্প্রদায়ের সহিত মতের সংঘর্ষের মধ্যে শারীরিক সংঘর্ষ হওয়াও একান্ত অসম্ভব নহে। তজ্জন্য তাঁহার পরমভক্ত রাজা সুধন্বা * অনুচরবর্গ সহ তাঁহার সাহায্যার্থ অনুগামী হইলেন। শঙ্কর ভ্রমণ করিতে করিতে প্রথমেই মধ্যার্জ্জুননামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে শক্তি উপাসনার ছল করিয়া অনেকে মদ্য পান করে। শঙ্করের সহিত সেই শাক্তগণের বিবাদ আরম্ভ হইল। ঐ বিচার দর্শনের নিমিত্ত বহুলোক সমবেত হইল। কথিত আছে:—শঙ্কর মধ্যার্জ্জুননামক শিবের মন্দিরে গিয়া কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিলেন। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী,

---

* ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং ও শারীরকভাষ্যের মধ্যে এই রাজা সুধন্বার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা এই দশ মহাবিদ্যা ঐ শিব-মূর্ত্তির উপাসনা করিতেছেন। শঙ্কর কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তি-পূর্ণহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন;—প্রভো! আপনি সর্ব্বব্যাপী, বলুন, দ্বৈতমত সত্য, কি অদ্বৈতমত সত্য? অমনি তৎক্ষণাৎ দৈববাণী হইল, "অদ্বৈতমত সত্য অদ্বৈতমত সত্য, অদ্বৈতমত সত্য"। ঐ আকাশবাণী শ্রবণে সকলেই বিস্মিত হইল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে শঙ্করের মত অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার শিষ্য-শ্রেণীর অন্তর্গত হইল। অনন্তর মহালক্ষ্মীর উপাসক, সরস্বতীর উপাসক ও বামাচারিগণের সহিত শঙ্করের বিচার হইল। তাঁহারা অনেক যুক্তির অবতারণা করিলেন, কিন্তু শঙ্কর সে সমুদয়ই খণ্ডন করিলেন। তাহার পর তাঁহারা পরাজয় স্বীকার করিলে শঙ্কর সুরাসক্ত বামাচারী সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন" শাস্ত্রে লিখিত আছে:—বিষলিপ্ত বাণদ্বারা নিহত হরিণের মাংসের নাম কলঞ্জ। যাহারা কলঞ্জ ভক্ষণ করে ও মদ্য পান করে তাহাদের ব্রাহ্মণ্য থাকে না *। অতএব আপনারা ব্রাহ্মণজাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, এক্ষণে মূর্খতা ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করুন, আর বিলম্ব করিবেন না"। তাঁহারা সকলেই শঙ্করের কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। তাহার পর তিনি তুলা-ভবানীর মন্দিরস্থ সমুদয় শাক্তকে পরাজিত করিয়া সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে † উপস্থিত হইলেন।

---

* যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ।
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥ (মনুসংহিতা ১১শ অধ্যায়)

† সেতুবন্ধ-রামেশ্বর স্বনাম প্রসিদ্ধ মহাতীর্থ। ইহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর

শঙ্কর সেতুবন্ধরামেশ্বরে দুই মাস কাল অবস্থিতি করেন। তিনি প্রথমে সমুদ্রে অবগাহন করিয়া রামেশ্বর শিবের সন্দর্শনার্থ গমন করেন। কথিত আছে:—স্বয়ং অযোধ্যাধিপতি রাম ঐ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে পাণ্ড্য * চোল † ও দ্রাবিড় ‡ দেশীয় দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার বিচার হয়। প্রথমে এক শ্রেণীর শৈব তাঁহার নিকট আগমন করিল। তাহাদের বাম বাহুতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ব্বাঙ্গ ভস্ম-মণ্ডিত ও শূলচিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত। আর এক সম্প্রদায় শৈব-আগমন করিল, ইহাদের প্রধান ব্যক্তির নাম বিদ্বেষনীর। তৃতীয় শৈব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, গলদেশে, বাহুতে ও হস্তে রুদ্রাক্ষমালা এবং শিবলিঙ্গের চিহ্ন। শঙ্কর সর্ব্বাগ্রে ঐ সকল শৈব-সম্প্রদায়কে চিহ্নাদি ধারণের অপ্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া তাহার পর তাহাদের বর্ণিত মতসকল খণ্ডন-করিলেন। তাহাদের অনেকে শঙ্করের অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠতা

অন্তর্গত সমুদ্রতীরে অবস্থিত। কথিত আছে,—রাবণ সীতা হরণ করিলে রাম ও লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীবের সাহায্যে সেতু বন্ধনপূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় গমন করেন। যে স্থানে সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম সেতুবন্ধ-রামেশ্বর।

* পাণ্ড্য। এই দেশ, কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিহিত। তাম্রপর্ণী নদী এই দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

† চোল। দ্রাবিড় ও ত্রৈলঙ্গের মধ্যে এই দেশ অবস্থিত। ইহার মধ্য দিয়া কাবেরী নদী প্রবাহিত। তাঞ্জোরে ইহার রাজধানী ছিল।

‡ দ্রবিড়। এই দেশ স্বনামপ্রসিদ্ধ। ইহা মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত।

অনুভব করিতে পারিয়া আপন আপন মত পরিহারপূর্ব্বক শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

সেতুবন্ধরামেশ্বরে অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করিয়া শঙ্কর অনন্ত-শয়ন * নামক স্থানে গমন করিলেন। শঙ্কর ঐ স্থানে একমাস কাল অবস্থান করিয়া নানাসম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করেন। ঐ স্থানে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পঞ্চরাত্রিক বৈখানস ও কর্ম্মহীন, এই ছয় প্রকার বৈষ্ণব বাস করিত। শঙ্কর উহাদের মত জিজ্ঞাসা করিলে প্রথম ভক্তগণ বলিল "মহাশয় আমাদের মত শ্রবণ করুন। বাসুদেব পরমেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার গ্রহণ করেন। তাঁহার উপাসনা দ্বারা আমরা মুক্ত হইয়া তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইব। কৌণ্ডিন্যমুনি এই স্থানে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন, এই বুদ্ধিতে আমরাও সেই বাসুদেব অনন্ত প্রভুর সেবাতে রত আছি। আমাদের মত দুই ভাগে বিভক্ত যথা;—জ্ঞান ও কার্য্য। কেহ কেহ কর্ম্মশীল, কেহ বা জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া থাকেন। উভয়-মতেই মুক্তি অতি সুলভ।

তাহার পর ভাগবত-মতের এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, মহাশয়! আপনি আমাদের মত শ্রবণ করুন। "সকল বেদে যত পুণ্য আছে, সকল তীর্থে যত ফল আছে, মনুষ্য একমাত্র বিষ্ণুকে স্তব করিলে সেই সকল ফল পাইয়া থাকে"। এই সকল শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসনিবন্ধন আমরা অহরহঃ বিষ্ণুর গুণকীর্ত্তনে আসক্ত। আমরা শঙ্খ চক্রাদি চিহ্নদ্বারা সমস্ত দেহ চিহ্নিত করিয়া ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র এবং গল-

* অনন্তশয়ন। এই স্থান ত্রিবাঙ্কুররাজের অন্তর্গত সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

দেশে তুলসীমালা ধারণ করিয়া থাকি। অতএব মুক্তি আমাদের সর্ব্বদা করতলে অবস্থিত জানিবেন।'

তাহার পর, শার্ঙ্গপাণি নামক একজন বৈষ্ণব "নমো নারায়ণায়" এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে শঙ্করের নিকট আসিয়া বলিল "শাস্ত্রে লিখিত আছে, "যে সকল মানব শঙ্খ চক্র চিহ্ন এবং গলদেশে তুলসী, পদ্ম এবং অক্ষমালা ধারণ করে, যাহাদের ললাটদেশে তিলক শোভা পায়, সেই সকল বৈষ্ণবেরা ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন। অতএব আমরা ঐ সকল চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকি। আমাদের বিশ্বাস, আমরা নিশ্চয়ই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিব। কারণ আমি শুনিয়াছি, আমাদের ন্যায় অনেক বৈষ্ণব তথায় গমন করিয়াছেন।

তাহার পর, পঞ্চরাত্রশাস্ত্রে দীক্ষিত এক ব্যক্তি আসিয়া" বলিল;—আমাদের শাস্ত্র ভগবানের প্রতিষ্ঠাপ্রভৃতির মূলীভূত। অতএব যতিবর! সমস্ত ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য যে আমাদের শাস্ত্রোক্ত আচার পরিগ্রহ করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

তাহার পর, ব্যাসদাস নামক এক ব্যক্তি বৈখানসশাস্ত্রের আচারগ্রহণপূর্ব্বক আসিয়া বলিল;—যতিবর! "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি বেদমন্ত্রদ্বারা নারায়ণের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা এবং রুদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব নারায়ণই সমুদয় বস্তুর কারণ। বৈখানসমতে বৈষ্ণবগণ শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন দ্বারা পবিত্র-দেহ ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। চিরকাল এইরূপ আচারের অনুষ্ঠান করিলেই দেহান্তে মুক্তি হইবে।

তাহার পর-নামতীর্থনামক একজন কর্ম্মহীন বৈষ্ণব আসিয়া বলিলেনঃ—মহাশয়! আমার কথা শ্রবণ করুন। আমাদের মতে এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়। কেবল গুরুই মোক্ষ দান করিতে পারেন, আর কেহ পারে না। গুরু ভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করেন "হে প্রভো! আপনি আমার শিষ্যদিগকে আপনার পাদপদ্ম অর্পণ করুন।" ভগবান্ বিষ্ণু, গুরুর প্রার্থনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শিষ্যদিগকে চরণকমল দান করিয়া থাকেন।

শঙ্কর বৈষ্ণবগণের ঐ সকল মত শ্রবণ করিয়া বলিলেন;— "ওহে বৈষ্ণবগণ! কেবল চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিলেই মুক্তি হয় না, তোমরা মোক্ষলাভ যত সহজসাধ্য মনে কর, বস্তুতঃ উহা তত সহজ-প্রাপ্য নহে। মুক্তি বড়ই দুর্লভ পদার্থ। অতএব পাষণ্ড-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নিষ্কামচিত্তে কর্ম্ম কর। কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধসত্ব হইয়া অদ্বৈতমতাবলম্বী গুরুর শরণাগত হও। তাঁহার উপদেশে "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। তাহা হইলে অচিরে মুক্তিপথের পথিক হইতে পারিবে"। শঙ্কর তত্রত্য বৈষ্ণবগণকে লক্ষ্য করিয়া এই—মর্ম্মে বহু উপদেশ প্রদান করিলেন। ঐ সকল উপদেশে বৈষ্ণবগণের অদ্বৈতবাদে আস্থা জন্মিল। তাহারা শঙ্করের পদে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

অনন্তর শঙ্কর ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঁচ দিন পদব্রজে গমন করিয়া সুব্রহ্মণ্যদেশে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য কুমার-ধারা নদীতে স্নান করিয়া অনন্তরূপী কার্ত্তিকেয়কে সন্দর্শন-পূর্ব্বক কিছুকাল সেইস্থানে অবস্থিতি করিলেন। শঙ্কর শিষ্য-

গণ সহ ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, শুনিয়া তদ্দেশস্থ হিরণ্য-গর্ভের উপাসক, বহ্নিমতাবলম্বী ও সুহোত্রনামক সূর্য্যভক্ত ব্রাহ্মণগণ আসিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে বিবাদ উপস্থিত করিল। শঙ্কর তাহাদের মতের অসারতা প্রদর্শনপূর্ব্বক অদ্বৈত-মত বিবৃত করিলেন। শঙ্করের মুখে অদ্বৈতবাদের অপূর্ব্বযুক্তি শ্রবণ করিয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণের অধিকাংশের মনে অদ্বৈত-বাদের প্রতি আস্থা জন্মিল। বিশেষতঃ সুহোত্রনামক সূর্য্যভক্ত ব্রাহ্মণগণের সকলেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়েরও কেহ কেহ তাঁহার মত পরিগ্রহ করিয়া ধন্য হইলেন। তাহার পর তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ুকোণ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেবার নিমিত্ত তিন সহস্র শিষ্য তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিল। কেহ ঢক্কা, কেহ শঙ্খ, কেহ ঘণ্টা বাদ্য দ্বারা তাঁহার যাত্রা বিঘোষিত করিতে লাগিল। তিনি যে যে দেশ দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই দেশের ব্রাহ্মণগণ স্বয়ং আগমন করিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। শঙ্কর বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলে শিষ্যগণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহকারে তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইত। কেহ পদ ধৌত করিয়া দিত, কেহ ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত চামর বীজন করিত। এইরূপে তিনি গমন করিতে করিতে গণবরপুরে উপনীত হইলেন। সেখানে কৌমুদী নদীতে স্নান করিয়া বিঘ্নেশগণপতিকে সন্দর্শন করিলেন। তাহার পর শিষ্যগণ পাকাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। আহার্য্য প্রস্তুত হইলে পদ্মপাদ গুরুদেবের নিকট ভিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। অনন্তর শঙ্কর ভিক্ষা গ্রহণ করিলে অন্যান্য শিষ্যগণও নানা-

রসযুক্ত আহার্য্য গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যগণ গুরুদেবকে দ্বাদশ বার প্রণিপাত করিয়া বিবিধ বাদ্য সহকারে পরব্রহ্মের স্তব করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর, সেই নগরবাসী ব্রাহ্মণেরা শঙ্করের ধর্ম্ম-মত অবগত হইয়া বিস্মিত হইল এবং তাহারা আসিয়া বলিতে লাগিল "এ কি ? যাহারাই শুনিবে তাহারাই বলিবে, তোমাদের ধর্ম্মমত ভাল নহে। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় নিরবলম্ব এবং তিনি বাক্য মনের অগোচর। এ কি কথা ? সাধারণ লোকে ইহার অর্থ কি বুঝিবে ? অতএব তোমরা ঐ মত পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদের মত পরিগ্রহ কর। আমরা গাণপত্য সম্প্রদায়। আমাদের মতে গণপতিই একমাত্র ঈশ্বর এবং জগতের নিয়ন্তা। তিনি এক দন্ত দ্বারা চিহ্নিত ও মহাশক্তি-সমন্বিত। যে ব্যক্তি তাঁহাকে ধ্যান করে, সে অনায়াসে মোক্ষলাভ করিতে পারে"। শঙ্কর গাণপত্য-মত শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ ঐ মত খণ্ডন করিলেন। তাহার পর, ক্রমে ক্রমে হরিদ্রাগণপতি, নবনীতগণপতি, স্বর্ণগণপতি, সন্তানগণপতি ও উচ্ছিষ্ট-গণপতির উপাসকগণ আসিয়া শঙ্করের নিকট স্ব স্ব ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিল। উহার মধ্যে উচ্ছিষ্টগণ-পতির মতাবলম্বিগণ বলিল "আমাদের দেবতার মূর্ত্তি অতি অদ্ভুত। তিনি চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, পাশ অঙ্কুশ গদা ও অভয় দ্বারা তাঁহার হস্তসকল সুশোভিত। আমাদের উপাস্য-দেব দেবীকে বাম অঙ্গে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নাভির নিম্নস্থ কোন গুপ্ত অঙ্গ শুণ্ড দ্বারা স্পর্শ করিয়া বিরাজিত আছেন। আমরা ললাটে কুঙ্কুমের চিহ্ন ধারণ করি এবং জীব ও পরমাত্মার

যেমন ঐক্য চিন্তা করিতে হয়, তদ্রূপ দেবীর সহিত গণপতির ঐক্য চিন্তা করিয়া থাকি। আমাদের মতে জাতিভেদ নাই। আমরা পৃথিবীর সমস্ত মানবকে এক জাতি মনে করি। আর পুরুষ জাতি ও স্ত্রী জাতির পরস্পর সংযোগ বা বিয়োগে কোন দোষ নাই। কারণ আমাদের মধ্যে পতি ও পত্নীর নিয়ম নাই। আমাদের বিশ্বাস স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সঙ্গ-জন্য আনন্দই মুক্তি।

শঙ্কর গাণপত্য-মতাবলম্বীদের ধর্ম্ম-মত শ্রবণ করিয়া বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন "ওহে গাণপত্যগণ! তোমরা অতি অজ্ঞ, ধর্ম্মাধর্ম্মের রহস্য কিছুই অবগত নহ। বেদে আছে, সুরাপান করিবে না, পরদার করিবে না। যাহারা ঐ সকল পাপ কর্ম্ম করে, তাহারা কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিবে? অতএব তোমরা অনুষ্ঠিত পাতক হইতে যদি নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাও, তবে শীঘ্র ঐ দুষ্ট মত পরিত্যাগ কর, নতুবা চিরকাল অপবিত্র নরকে নিমগ্ন থাকিতে হইবে।" তাহার পর, গণপতির উপাসকগণ নিজ নিজ মতের অসারতা বুঝিতে পারিলে শঙ্কর তাহাদিগকে অদ্বৈতমত উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তাহারা ঐ মতের পবিত্রতা ও উদারতা হৃদয়ে অনুভব করিয়া শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

অনন্তর শঙ্কর, গণবরপুর হইতে নির্গত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ কাঞ্চীক্ষেত্রে * উপস্থিত হইলেন। ঐ পবিত্র তীর্থে তিনি শিষ্যগণ সহ একমাস অবস্থিতি করেন এবং তত্রত্য তান্ত্রিকগণকে বাদে পরাজিত করিয়া বৈদিক আচার প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি যতিগণের

* পদ্মপাদের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে পাদটীকায় কাঞ্চীক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আশ্রয়ের নিমিত্ত ঐ স্থলে একটী সুরম্য দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগকে নির্ম্মল অদ্বৈতমতে দীক্ষিত করিয়া ঐ স্থানে বাসের জন্য আদেশ করেন। তাম্রপর্ণী নদীর তট হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার নিমিত্ত শঙ্করের নিকট আগমন করিয়া অদ্বৈত-মতের বিরুদ্ধে অনেক সন্দেহের অবতারণা করিলেন, কিন্তু শঙ্করের তীক্ষ্ণ যুক্তি এবং বিশদ ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের সমস্ত সংশয় বিদূরিত হইল। তাঁহারা অতিভক্তি সহকারে অদ্বৈতবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাহার পর, শঙ্কর ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার নিমিত্ত স্বয়ং সমাগত আন্ধ্রদেশীয় * লোকদিগকে অদ্বৈত-বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়া বেঙ্কটাচলেশ † মহাদেবের উদ্দেশে গমন করিলেন। উক্ত মহাদেবের সন্দর্শনান্তে শিষ্যগণ সহ পদব্রজে বিদর্ভ-রাজধানীতে ‡ উপস্থিত হইলেন। বিদর্ভরাজ শঙ্করকে দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং বিশেষ ভক্তিসহকারে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন। শঙ্কর কিয়ৎকাল ঐ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক ঐ দেশেবাসীদের মধ্যে যাহারা ভৈরবতন্ত্র অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া অদ্বৈত-পথে আনয়ন করিলেন। এই কার্য্যে শিষ্যগণ তাঁহার সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

---

* ত্রৈলিঙ্গদেশই পূর্ব্বে অন্ধ্রদেশ নামে আখ্যাত হইত। উহা বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। ঐ দেশের ভাষা তেলেগু।

† বেঙ্কটাচলেশ মহাদেব যে স্থানে অবস্থিতি করেন। ঐ স্থান, এখন [illegible] নামে প্রসিদ্ধ উহা ত্রৈলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত।

‡ বর্ত্তমান বেরার, প্রদেশই পূর্ব্বে বিদর্ভনামে অভিহিত হইত। উহা মধ্যভারতের অন্তর্গত।

তাহার পর, শঙ্কর, কর্ণাট অভিমুখে গমনের মানস করিলে বিদর্ভরাজ কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক বলিলেন "আপনি সংপ্রতি কর্ণাট প্রদেশে যাইবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, প্রভো! সেই দেশে অনেক কাপালিক বাস করে। তাহাদের দ্বারা আপনার গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা। ঐ সকল কাপালিক আপনার খ্যাতি সহ্য করিতে পারিবেনা। কারণ বেদের প্রতি তাহাদের অত্যন্ত ঈর্ষ্যা। জগতের অমঙ্গলের নিমিত্ত তাহারা উৎসাহান্বিত ও বদ্ধপরিকর। ঐ সকল কাপালিক কথায় কথায় মহদ্ব্যক্তিদের সহিত বিবাদ করে। আপনার অবগতির নিমিত্ত আমি ঐ সকল বিষয় জানাইলাম, এখন যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন"।

ঐ কথা শুনিয়া মহারাজ সুধন্বা যতিরাজ শঙ্করকে বলিলেন "প্রভো! আপনার ভক্ত বিদ্যমানে শত্রু-পক্ষ হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিবেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেবকের দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ প্রভুর কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। আপনি নিঃসন্দেহে যাত্রা করিতে পারেন। তাহার পর, বিদর্ভরাজ অভিবাদনপূর্ব্বক শঙ্করের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলে তিনি শিষ্যগণ সহ যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিন পদব্রজে গমন করিয়া কর্ণাটের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানটী কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। ঐ স্থানে বহুবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাস। সে সময় ঐ নগরে ক্রকচ নামক একজন কাপালিক-মতের গুরু বাস করিত। সে শঙ্করের আগমন-বার্ত্তা অবগত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ভস্মদ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত, এক হস্তে নর-

কপাল ও অপরহস্তে শূল। ঐ কাপালিক আসিয়া বলিল "আমাদের গুরু ভৈরবের সন্তোষ ব্যতীত মুক্তি লাভ হয় না। অতএব তোমরা নরমুণ্ডরূপ কমল ও মদ্যরূপ সলিল দ্বারা তাঁহার উপাসনা কর, তাহা হইলে মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে, নতুবা তোমাদের মুক্তির কোন সম্ভাবনা দেখি না। ঐ কথা শুনিয়া রাজা সুধন্বা অতিশয় বিরক্তি সহকারে উহাকে সেই তত্ত্ববিৎ-সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন। সেই কাপালিক উহা দেখিয়া কুপিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। সে এক শাণিত কুঠার উত্তোলনপূর্ব্বক বলিল "আমি যদি তোমাদের মুণ্ডচ্ছেদন না করি, তাহা হইলে আমি ক্রকচই নহি"। এ দিকে ক্রকচকে ঐরূপ ক্রুদ্ধ দেখিয়া সমুদয় কাপালিককুল কুপিত হইয়া উঠিল এবং অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দলে দলে আসিয়া যতি-সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিল। কাপালিকদিগকে অগ্রসর দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা ভয়ে কম্পিতকলেবর হইলে মহারাজ সুধন্বা অনুচরবর্গ সহ উহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাহার পর মহারাজ সুধন্বার পরাক্রমে কাপালিকগণ পরাস্ত হইল এবং ব্রাহ্মণেরা রক্ষা পাইলেন। কথিত আছে;—ক্রকচ নিরুপায় হইয়া মন্ত্রদ্বারা একটী নরকপাল পূর্ণ করিল এবং উহার অর্দ্ধ ভাগ স্বয়ং পান করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ রাখিয়া দিল। তাহার পর, সে মহাভৈরবকে স্মরণ করিলে এক তৈজস্বী ভৈরব সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডের মালা ও মস্তকে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় জটাভার। ক্রকচ

তাঁহাকে দেখিয়া শঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া বলিল "প্রভো! ঐ ব্যক্তি আপনার ভক্তদিগকে হিংসা করিতেছে, অতএব ইহাকে বধ করুন"। শঙ্করের প্রসন্ন মুখ ও করুণাময় মূর্ত্তি দেখিয়া মহাভৈরবের মনে কিছু মাত্র ক্রোধের সঞ্চার হইলনা। তিনি বলিলেন" ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন। ইহাঁর প্রতি তোমার কিরূপে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এই বলিয়া ক্রকচকে তিরস্কার পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে অন্তহিত হইলেন। ক্রকচও অবনতবদনে প্রস্থান করিল।

তাহার পর, একজ-চার্ব্বাক-মতাবলম্বী মনে মনে বিবেচনা করিল, কতকগুলি মূর্খ লোক "দেহ হইতে আত্মা পৃথক্" এই মতের অবতারণা করিয়া জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে। আবার কতকগুলি লোক ঐ মতে বিশ্বাস করিয়া মূর্খতম হইয়াছে। এই সন্ন্যাসীটা দেখিতেছি ঐ সম্প্রদায়ের লোক। অতএব উহার নিকটে গিয়া দেখি, কি বলে। অনন্তর ঐ ব্যক্তি শঙ্করের সভাতে প্রবেশপূর্ব্বক বলিল "তোমার যদি তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মত শ্রবণ কর। শরীরই জীবের আত্মা, শরীরই জীবের রূপ, শরীর ব্যতীত জীবের অন্য কোন আত্মা নাই। জীবের মৃত্যুই মুক্তি, মৃত্যুতেও মোক্ষে কোন ভেদ নাই। যেমন নদী একবার সমুদ্রে লয় পাইলে তাহার আর পুনরাগমন হয় না, সেইরূপ জীবের একবার দেহনাশ হইলে তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। যাহারা শ্রাদ্ধাদি করে, তাহারা চিন্তা করে না যে, যাহার একবার মৃত্যু হইয়াছে, সে কিরূপে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য উপভোগ করিবে?

কেহ কেহ বলেন "পরলোক আছে, স্বর্গ আছে, অত্যন্ত ঘোর নরক আছে। পুণ্যকার্য্য করিলে স্বর্গে গমন করা যায়, পাপ কার্য্য করিলে নরকে গমন হইয়া থাকে, পাপ পুণ্যের ক্ষয় হইলে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়"। যাহারা উক্ত মতের ব্যাখ্যা করে, তাহাদের কথার কোন প্রমাণ নাই। কারণ ইহ লোকেই স্বর্গ ও ইহ লোকেই নরক-ভোগ ঘটিয়া থাকে। যিনি সুখের ভোক্তা, তিনিই স্বর্গের আনন্দ অনুভব করেন। আর যিনি ক্লেশ প্রাপ্ত হন, তিনিই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেন। যে স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অনুভব হয়, তথায় পরোক্ষ বিষয়ে এ রূপ কল্পনা করা উচিত নহে। দেহ ও ইন্দ্রিয়সকল পঞ্চভূতের সমষ্টিমাত্র। অতএব পঞ্চভূতে পঞ্চভূত বিলীন হইলে কে পরলোকে গমন করিবে?" চার্ব্বাকের মত শ্রবণ করিয়া শঙ্কর বলিলেন "তুমি যে মতের কথা বলিলে উহা বেদ-বহির্ভূত। দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে আত্মা ভিন্ন, চিরমুক্ত ও চিরবৃদ্ধ। পরমাত্মাকে না জানিতে পারিলে মুক্তি হয় না। যিনি এই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন, দেহান্তে তাঁহার মুক্তি লাভ হয়। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে মুক্তি হয়, ইহা বেদের মত। জ্ঞানাগ্নিদ্বারা যাঁহাদের কর্ম্ম-সকল দগ্ধ হইয়াছে, তাঁহারাই সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন। বেদই এ বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রমাণ"। এইরূপে চার্ব্বাক-মতাবলম্বীর সহিত অনেক বিতর্ক হইল। শেষে ঐ নাস্তিক শঙ্করের সিদ্ধান্ত পরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। অনন্তর সৌগত, বৌদ্ধ, জৈন এবং ক্ষপণক-মতাবলম্বী কতিপয় ব্যক্তির সহিত শঙ্করের বিচার আরম্ভ হইল। একজন স্থূলকায় সৌগত আসিয়া বলিল "সংসারের সমুদয় লোক কেবল মূঢ়তা-

বশতঃ কর্ম্মের অনুশীলন করে। কারণ ভৌতিক শরীরের স্নানাদি দ্বারা কিছুতেই শুদ্ধি হইতে পারে না। আমি সুগত মুনির বাক্যানুসারে চলিয়া থাকি। তিনি সমুদয় পৃথিবী দর্শন করিয়া নিজে এক ধর্ম্ম-মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় করুণ-হৃদয় কেহ এ পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই। সুগত মুনি বলিয়াছেন 'অহিংসাই পরমধর্ম্ম'। আর জীবের প্রতি দয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম জগতে আর নাই। অতএব ইন্দ্রিয় সংযম-পূর্ব্বক নিষ্কামহৃদয়ে প্রাণিগণের উপকার কর। তাহা হইলেই মুক্তি লাভ করিতে পারিবে"। তাহার পর, বৌদ্ধ মতাবলম্বী এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল "ওহে যতিবর! তোমার যাবতীয় জ্ঞান বৃথা। কারণ মনুষ্যের যেমন শৃঙ্গ অসম্ভব, তদ্রূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদও অসম্ভব। তুমি দৃষ্ট ফলকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অদৃষ্ট ফলের কামনা কর। ইহাতে তুমি দৃষ্ট ফলের বিরোধী হইতেছ"। শঙ্কর সৌগত ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী-দিগের বাক্যের উত্তরে বলিলেন "ওহে বৌদ্ধগণ! তোমরা বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছ। দেহপাত হইলেই মুক্তি হয়, ইহা মিথ্যা কথা। আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, এই বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। জীব ঐ অবিদ্যাদ্বারা সর্ব্বদা আবদ্ধ। সুতরাং জীবের পক্ষে মোক্ষ অতিদুর্লভ পদার্থ। অতএব যাহাতে অবিদ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এবং ঈশ্বরের সহিত অভেদ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা মোক্ষার্থি-মাত্রেরই কর্ত্তব্য। অতএব তোমরা সত্যনিষ্ঠ ও শৌচপরায়ণ হও, বেদোক্ত ক্রিয়াদ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন কর, তাহা হইলে বাসনাশূন্য হইতে পারিবে, নতুবা তোমাদের মোক্ষলাভের অন্য কোন

উপায় নাই। শঙ্করের ঐরূপ বাক্য-বিন্যাসে সৌগত ও বৌদ্ধের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইল, তাহারা ভক্তিভরে শঙ্করের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। উহা দেখিয়া জৈন ও ক্ষপণকগণ বিচার না করিয়াই শঙ্করের শরণাগত হইল এবং অদ্বৈত-মতে দীক্ষিত হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

অনন্তর শঙ্কর, ঐ নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক শিষ্যগণ সহ গমন করিতে করিতে মল্লপুরে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ মল্লারির উপাসক। শঙ্কর তাহাদের ধর্ম্মমত জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল "পরমেশ্বর মল্লাসুরকে বধ করিয়া জগতে মল্লারি নামে বিখ্যাত হন। আমরা প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকি। কুক্কুর তাঁহার বাহন, অতএব কুক্কুরকেও অর্চ্চনা করিতে হয়। বেদে আছে "শ্বভ্যো নমঃ, শ্বপতিভ্যো নমঃ" কুক্কুরকে নমস্কার এবং কুক্কুরপতিকে নমস্কার। অতএব কুক্কুরপতি মল্লারি এবং তাঁহার বাহন কুক্কুর উভয়ই আমাদের উপাস্য। আমরা কুক্কুরের ন্যায় বেশ ভাষা ও কণ্ঠে কপর্দ্দক ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে নাট্য গীত ও বাদ্য দ্বারা প্রভু মল্লারিকে সুপ্রসন্ন করিয়া থাকি। জগতে যাহা কিছু বস্তু দেখিতেছেন, সমুদয়ই তাঁহার কটাক্ষদ্বারা উৎপন্ন। তাঁহার কৃপায় আমাদের কোন বস্তুরই অভাব নাই, ইহা ভাবিয়া আমরা সুখে নিমগ্ন থাকি। আপনারাও আমাদের মত গ্রহণ করুন, তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে অনেক ধন দান করিব। কারণ আমাদের ধনের অভাব নাই"। শঙ্কর ঐ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন "ওহে

মল্লারিভক্তগণ! তোমরা যাহা বলিতেছ, উহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় সর্ব্বসাক্ষী। তাঁহার কোন রূপ নাই; সুতরাং আকার কল্পনা করা ভ্রান্তিমাত্র। তিনি মনুষ্যের ন্যায় কাম ক্রোধাদির অধীন নহেন, অতএব অসুরবধ করিবেন কি জন্য? যাহাকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণদের গাত্রে মৃত্তিকা লেপনপূর্ব্বক স্নান করিতে হয়, তাহার বেশ ও চিহ্ন ধারণ করিলে যে বহু দোষ ঘটিবে, তাহার আর সন্দেহ কি? এইরূপ বাল্যকাল হইতে কুক্কুরের বেশ ও চিহ্নাদি ধারণ ও বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্রৈকালিক নাট্য গীত বাদ্যে আসক্ত থাকায় তোমাদের চরিত্র কলুষিত ও ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইতেছে" অতএব তোমরা শীঘ্র উহা পরিত্যাগ কর।" বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিলে যেমন সহসা নিপতিত হয়, শঙ্করের উপদেশের মর্ম্ম অবগত হইয়া মল্লারিভক্তগণ সেই প্রকার শঙ্করের চরণে আসিয়া পতিত হইল এবং তাঁহাকে অনেক প্রকার স্তব করিতে লাগিল। উহাদের ঐ প্রকার কাতর ভাব দেখিয়া শঙ্করের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। তিনি পদ্মপাদপ্রভৃতি শিষ্যগণকে আদেশ করিলে তাঁহারা প্রথমে তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া অযুত বার স্নান করাইলেন। তাহার পর, মৃত্তিকা দ্বারা মস্তক লিপ্ত করিয়া আবার মুণ্ডন করাইলেন এবং শতবার স্নান করাইলেন। পুনরায় শতবার স্নান ও প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ব্রাহ্মণ্য-পথের পথিক করিলেন। মল্লারিভক্তগণ অদ্বৈত-মতে দীক্ষিত হইয়া শঙ্করের সৎশিষ্য রূপে পরিগণিত হইল।

অনন্তর, শঙ্কর মল্লপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক শিষ্য গণ সহ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অনুচরবর্গ সহ রাজা সুধন্বা ঢক্কা-

বাদ্য দ্বারা শঙ্করের গমন বিঘোষিত করিতে লাগিলেন। কয়েক দিনের পর, তাহারা মরুন্ধনগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে পথিকগণের আশ্রয় স্থল ছিলনা, শঙ্কর করুণাপরবশ হইয়া পথিকগণের উপকারের জন্য ঐ স্থলে একটী পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। মরুন্ধনগরে বিষক্‌সেনের এক প্রকাণ্ড মন্দির আছে। উহাতে বিষক্‌সেনের মূর্ত্তি বিরাজমান। তত্রত্য লোকেরা বিষক্‌সেনের উপাসক। শঙ্করের আগমন-বার্ত্তা অবগত হইয়া কতিপয় বিষক্‌সেনের ভক্ত সেই স্থলে উপনীত হইল। তাহাদের বাহুতে শঙ্খ ও চক্রাদি চিহ্ন বিদ্যমান। তাহারা বলিল "বিষক্‌সেন আমাদের দেবতা, তিনি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের সেনাপতিরূপে বিরাজমান। তিনি পূজিত হইয়া আমাদিগকে পুণ্যদান করেন। তাঁহার প্রসাদে আমরা যমকেও কোন ভয় করি না। ভক্তগণের মধ্যে কাহারও দেহাত্যয় হইলে আমাদের প্রভু বিষক্‌সেনের সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়"। ঐ স্থলে আর একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাস ছিল। তাহারা কামদেবের উপাসক। উহাদের কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া শঙ্করকে বলিল "যতিবর! আমাদের মত শ্রবণ করুন। যে মন্মথ সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তিনি স্বর্গাদির কর্ত্তা। আমাদের উপাস্যদেব কামিনীগণের নয়নে লোলকটাক্ষের সৃষ্টি করিয়া জগৎ বশীভূত করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছাময় ও সুখস্বরূপ। যিনি স্বর্গাদি কামনা করিবেন, তিনি মন্মথকে উপাসনা করুন। তাহা হইলেই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে"। শঙ্কর এই উভয় সম্প্রদায়ের মত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং উত্তম উপদেশ দ্বারা উহাদের অজ্ঞতা বিদূরিত করিয়া অদ্বৈত-মতে দীক্ষিত করিলেন।

অনন্তর, তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক শিষ্যগণ সহ পরম রমণীয় মগধদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন পদব্রজে গমন করিয়া মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে উপনীত হইলেন। তখন ঐ দেশে বহুবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায় অবস্থিতি করিত। তিনি ঐ জন পদের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। পাটলিপুত্র নগরে অবস্থিতিকালে একদিন কতকগুলি কুবেরের উপাসক শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের গলদেশে রত্ন-খচিত সুবর্ণ-পদক বিলম্বমান। তাহারা বলিল "যতিবর! আমাদের ধর্ম্মমত শ্রবণ করুন। আমরা কুবেরের উপাসক। আমাদের উপাস্য দেব সমুদয় জগতের নিধি-সমূহের ঈশ্বর এবং তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। তাঁহার প্রসাদে আমাদের কখনও দারিদ্র্য-দুঃখের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমরা নিয়তই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া থাকি। সংসারে সমুদয় কর্ম্মই অর্থমূলক। অতএব অর্থপতি কুবেরের উপাসনা করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের প্রভু সকলের প্রধান। যে হেতু তিনি ইন্দ্রাদিদেবগণকে পর্য্যন্ত অর্থদ্বারা পরিপালন করিয়া থাকেন। অতএব যিনি স্বর্গ বা মোক্ষ কামনা করিবেন, তিনি কুবেরের উপাসনা করুন। আমাদের উপাস্য দেবকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ় এবং সৌভাগ্য-বর্জ্জিত"। শঙ্কর কুবের-ভক্তগণের মত শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ওহে কুবেরভক্তগণ! তোমাদের বাক্যের কোন প্রমাণ নাই। ধনলোভীরা কুবেরের উপাসনা করে বটে কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, ধনদ্বারা কবে কাহার তৃপ্তি হইয়াছে? ধনলোভীর ইহ লোকে শান্তি নাই, সর্ব্বদা ধননাশের আশঙ্কা তাহার

হৃদয়ে দেদীপ্যমান। ধনলোভীর সংসারে কাহারও প্রতি বিশ্বাস নাই। এমন কি, পুত্রাদি হইতেও তাহার ভয়ের কারণ ঘটিয়া থাকে। অর্থ আপাতরম্য হইলেও উহাদ্বারা কাহারও স্থায়ী সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব অর্থকে একান্ত অনর্থকর চিন্তা করিয়া উহার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ কর। যে নিত্য বস্তুকে জানিতে পারিলে সর্ব্ব-প্রকার দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হয়, তাঁহাকে জানিবার জন্য অদ্বৈত-বিদ্যার অনুশীলন কর"। শঙ্করের উপদেশ-বাক্যে কুবের-ভক্তগণের মোহ বিদূরিত হইল। তাহারা ভক্তিসহকারে শঙ্করের চরণে পতিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। তাহার পর, কয়েক জন ইন্দ্রের উপাসক আসিয়া বলিল "যতি-বর! আমাদের মত শ্রবণ করুন। ইন্দ্রই সকলের প্রভু, তিনি সৃষ্টি স্থিতি-লয়-কর্ত্তা। দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে। বেদে কথিত আছে;—ইন্দ্র সকলের ঈশ্বর এবং সর্ব্বদাতা। আর যে অমৃত পান করিলে অমরত্ব লাভ হয়, উহাও ইন্দ্রের ভবনে বিরাজমান। মোক্ষার্থি-মাত্রেই ইন্দ্রের উপাসনা করিবেন"। শঙ্কর, ইন্দ্রভক্ত-গণের মত শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ওহে ইন্দ্রভক্তগণ! তোমরা বেদের অর্থ বুঝিতে পার নাই। বেদোক্ত ইন্দ্র শব্দে পরিপূর্ণ-ঐশ্বর্য্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে বুঝায়, বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে কখনই বুঝায় না। আর তোমরা যে বলিতেছ, ইন্দ্র সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা, উহারও কোন প্রমাণ নাই। বেদে উক্ত আছে "একমাত্র পরব্রহ্মই জগতের কারণ। অতএব সেই পরব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ-জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

যদি মোক্ষলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে অদ্বৈতমতের আশ্রয় গ্রহণ কর। অদ্বৈতবিদ্যার অনুশীলন করিলেই সেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। শঙ্করের উপদেশে ইন্দ্রভক্তগণের চৈতন্য লাভ হইল, তাহারা স্বীয় ধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক শঙ্করের শিষ্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া অদ্বৈত-বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর শঙ্কর মগধদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক যমপ্রস্থপুরে* গমন করিলেন। ঐ স্থানে যমোপাসক নামক এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাস। শঙ্করের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া কতকগুলি যমভক্ত উপস্থিত হইল। তাহাদের বাহুতে মহিষ ও তপ্তলৌহের চিহ্ন। তাহারা বলিল "আমরা যমের উপাসক। যমই লয়ের কারণ এবং তিনিই সৃষ্টি ও স্থিতির কর্ত্তা। যমের উদ্দেশে সোমরস ও হব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। যমের মূর্ত্তি দুই প্রকার, শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্লবর্ণ-মূর্ত্তি পরব্রহ্ম। আর কৃষ্ণবর্ণ-মূর্ত্তি সগুণ। তিনি লোকশিক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা দণ্ড হস্তে করিয়া মহিষে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষিণদিক্ পালন করেন। যমের উপাসনা করিলে অজ্ঞান নষ্ট হয়। আমরা মোক্ষ লাভের নিমিত্ত কৃষ্ণবর্ণ যমের উপাসনা করি। তোমরাও মুক্তির জন্য যমের আরাধনা কর"। শঙ্কর যমোপাসকদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ওহে যমভক্তগণ! তোমরা যাহা বলিতেছ, উহা একান্ত অসঙ্গত। কঠোপনিষৎ পাঠে অবগত হওয়া যায়, নচিকেতা নামক এক ব্রাহ্মণ-তনয় পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যমপুরে গমন করে। সেখানে তিন রাত্রি বাস করিলে যম

* এই স্থানটী কোথায় ছিল জানা যায় না।

আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন "ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি আমার অতিথি, তিনরাত্রি অনাহারে আমার গৃহে বাস করিয়াছ, অতএব ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। এজন্য তুমি তিনটী বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা প্রথম বরে পিতার ক্রোধোপশমন, দ্বিতীয় বরে যজ্ঞবিধির জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। যম উহা প্রদান করিলে নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "হে যম! কেহ বলেন, মনুষ্যের দেহনাশ হইলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি-ব্যতিরিক্ত এক প্রকার আত্মা থাকে। কেহ বলেন, আত্মা এরূপ নহে, অন্য প্রকার। আমরা প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের দ্বারা কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না। পরম-পুরুষার্থ কেবলমাত্র বিজ্ঞানের অধীন। অতএব আপনি আমাকে এরূপ শিক্ষা দিউন্, যাহাতে আমি এই ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হইতে পারি"। যম উহা শ্রবণ করিয়া নচিকেতার প্রার্থিত বস্তুর পরিবর্ত্তে প্রচুর ধন ও অনেক লাবণ্যবতী যুবতী মহিলা প্রদান করিতে চাহিলেন, কিন্তু নচিকেতা উহাতে সম্মত হইলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন, এই ব্রাহ্মণ-কুমার নিষ্পাপ। ইহার কোন লোভ নাই। এ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিতেছে, অতএব ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাহার পর যম বলিলেন "সমস্ত বেদ যে বস্তুকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে, যে বস্তু পাইবার জন্য তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে হয়, যে বস্তু লাভ করিবার নিমিত্ত গুরুকুলে বাস ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন, আমি তোমাকে উহা বলিতেছি। ঐ বস্তু ওঙ্কার-স্বরূপ জানিবে। যিনি ওঙ্কার তিনিই পরমাত্মা অথবা ব্রহ্ম। তাঁহার শরীর নাই। তিনি আকাশের ন্যায়। পরমাত্মা নিত্য

মহান্ ও সর্ব্বব্যাপী। "অয়মহম্" এই আত্মাই আমি—এইরূপ জানিয়া ধীমান্ ব্যক্তি শোকমুক্ত হন"। অতএব হে ব্রাহ্মণ-কুমার! যদি মুক্তির অভিলাষী হও, তাহা হইলে সেই আত্ম-বস্তুকে চিন্তা কর"। যম কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নচিকেতা কৃতার্থ হইয়া গৃহে গমন করিলেন *। ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যম সকলের অধীশ্বর নহেন, তিনি পরমাত্মা ও ব্রহ্মের সেবকমাত্র। "হে যমোপাসকগণ! তোমরা বৃথা কেন যমের উপাসনা করিবে। উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-বিদ্যার অনুশীলন কর"। অনন্তর যমোপাসকগণ শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে তিনি শিষ্যগণ সহ যমপ্রস্থপুর পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম-স্থল পবিত্র প্রয়াগক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শঙ্কর প্রয়াগক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে তাঁহার আগমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। বহুধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক আসিয়া তাঁহার সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। প্রথম বরুণের উপাসক, বায়ুর উপাসক, বরাহমন্ত্রের উপাসক, মনুলোকের উপাসক, গুণাবলম্বী,(১) সাংখ্যমতাবলম্বী, পরমাণুবাদী, কর্ম্মবাদী, গ্রহগণের উপাসক,(২) পিতৃলোকের উপাসক, অনন্তদেবের উপাসক, সিদ্ধ-মন্ত্রের উপাসক, (৩) গন্ধর্ব্বের উপাসক (৪), বেতালের উপাসক-

* কঠোপনিষৎ ১ম ও ২য় বল্লরী পাঠ করুন।

(১) গুণাবলম্বী—যাহারা কেবল গুণসমষ্টির পূজা করিয়া থাকে।

(২) গ্রহগণের উপাসক ;—যাহারা মঙ্গলাদি গ্রহের উপাসনা দ্বারা স্বর্গ ও মোক্ষ-প্রার্থী।

(৩) সিদ্ধমন্ত্রের উপাসক ;—যাহারা মন্ত্রবলে সিদ্ধকে বশ করিয়া তাহা হইতে অভীষ্ট-প্রার্থী।

(৪) গন্ধর্ব্বের উপাসক ;—ইহারা বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বের উপাসনাদ্বারা অভীষ্ট-প্রার্থী।

প্রভৃতির সহিত তাঁহার অনেক শাস্ত্রীয় বিতর্ক হইল। শেষে ঐ সকল ধর্ম্মমতের পক্ষপাতী ব্রাহ্মণগণ পরাভূত হইয়া শঙ্করের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে একজন যোগবিৎ পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন;—"যতিবর! আপনি আমার প্রামাণিক বাক্য শ্রবণ করুন। যোগ হইতে মুক্তি হয়, ইহাই আমার মত। মোক্ষার্থী সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক পবিত্রচিত্ত হইয়া সুখাসনে উপবেশন করিবেন এবং গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে রাখিয়া ইন্দ্রিয়সকল নিরোধ করিবেন। তাহার পর, যিনি হৃদয়ের পুণ্ডরীক, বিরজ, বিশুদ্ধ, যিনি অশোক, অচিন্তনীয়, অব্যক্ত, অনন্তরূপ, শিব, শান্ত, আদি মধ্য ও অন্তবিহীন, বিভু, চিদানন্দ, তাঁহাকে ধ্যান করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন। আর আগমে যে জপবিদ্যা ও ষট্‌চক্র-ভেদের কথা উক্ত হইয়াছে, উহারও অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অতএব যাঁহারা মোক্ষার্থী তাঁহারা আমার এই পবিত্র মত গ্রহণ করুন"। শঙ্কর যোগবিদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ওহে যোগবিৎ! তোমার কথার কোন প্রমাণ নাই। জীব ও ঈশ্বরে ভেদজ্ঞান না থাকিলে যোগ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি আত্মাকে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান এবং সকল বস্তু আত্মার উপর অবস্থিত দর্শন করেন, সেই ব্যক্তি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। অন্য কিছুতেই ব্রহ্ম জ্ঞান হয় না। বেদে উক্ত আছে;—শম দম তিতিক্ষাদিগুণসম্পন্ন হইয়া আত্মার উপর আত্মদর্শন করিবে। পরে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এই তিন প্রকার সাধনা দ্বারা চিত্তমালিন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণের অধিকারী হইবে। বেদান্ত-শাস্ত্রে জ্ঞান হইলে সমস্ত বস্তুর অর্থ নিশ্চয়

করা যায় এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেহান্তে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়”। যোগবিৎ শঙ্করের বাক্য শুনিয়া পুনরায় বলিলেন “যতিবর! আপনি অজ্ঞান-বশতঃ এই সকল কথা বলিতেছেন। যে ব্রাহ্মণ খেচরী-মুদ্রা না জানিয়া “আমি ব্রহ্মজ্ঞানী” বলিবেন, তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদনের নিয়ম আছে। যে ব্রাহ্মণ শৃঙ্গাটক অর্থাৎ সকল পথ না জানিয়া “অহং ব্রহ্ম” এই কথা বলেন, তাঁহারও জিহ্বাচ্ছেদনের ব্যবস্থা আছে। আর যে ব্রাহ্মণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরু-ষের বাসস্থান জানেন না, অথচ “অহং ব্রহ্মাস্মি” এই কথা বলেন তাঁহার ও জিহ্বাচ্ছেদনের বিধি আছে। কেবল হটযোগবিৎ ব্যক্তিরাই পরম সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব সকলেরই যোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য”। শঙ্কর যোগবিদের বাক্য শুনিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন “তুমি যাহা বলিতেছ, উহা একান্ত অসঙ্গত। কেবল অষ্টাঙ্গযোগে মুক্তি হয় না। তবে অষ্টাঙ্গযোগ জানিলে বিশুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। আর তুমি যে বলিতেছ, খেচরী-প্রভৃতি মুদ্রা না জানিলে ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়না, কিংবা মুক্তি হয়না, ইহা তোমার সাহসমাত্র। বেদে কথিত আছে;—ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। আর কিছু-তেই মুক্তি হয়না। তজ্জন্য বিবেকী পুরুষ বেদোক্ত কার্য্যে একান্তনিষ্ঠ হইয়া বৈরাগ্যযুক্ত হইবেন এবং শমদম-তিতিক্ষাদি-গুণযুক্ত হইয়া “তত্ত্বমসি” বাক্যের অর্থ-বিচার দ্বারা আত্মা অথবা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে জানিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইবেন”। যোগবিৎ শঙ্করের উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইলেন এবং শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

তাহারপর, একজন শূন্যবাদী শঙ্করের নিকট আগমন

করিয়া বলিল "যতিবর! আমি পথে আসিতে একটী অদ্ভুত বস্তু দর্শন করিয়াছি। একজন বন্ধ্যার পুত্র, মৃগতৃষ্ণার জলে স্নান করিয়া আকাশপুষ্পের মালা পরিধানপূর্ব্বক শশশৃঙ্গের ধনু হস্তে করিয়া যাইতেছে"। শঙ্কর শূন্যবাদীর উপহাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "তোমার মত বল"। শূন্যবাদী বলিল "বেদে আছে—"খংব্রহ্ম" অর্থাৎ আকাশই ব্রহ্ম। অতএব আকাশই সকল ভূত অপেক্ষা প্রধান, আকাশই সকলের আশ্রয়, আকাশই সকল পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা দ্বারা আকাশে ব্রহ্ম-ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব মোক্ষার্থিমাত্রেরই মহাকাশের ধ্যান করা কর্ত্তব্য"। উহা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন "ওহে শূন্যতত্ত্বজ্ঞ! তোমরা শূন্যপদার্থের ধ্যান কর বলিয়া তোমাদের মত শ্রদ্ধেয় নহে। কারণ শ্রুতিতে আছে "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্" তাঁহার প্রকাশে সকল পদার্থের প্রকাশ হয়। অতএব তোমরা ভ্রান্ত মত পরিহার করিয়া অদ্বৈত-মত গ্রহণ কর। সেই পরব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত ঐক্য চিন্তা ব্যতীত জীবের মোক্ষ লাভের অন্য উপায় নাই। তাহার পর, শূন্যবাদীর সহিত শঙ্করের অনেক তর্ক হইল। উভয়েই উভয়ের যুক্তি-সমূহ খণ্ডনের জন্য বারংবার চেষ্টা করিলেন। অবশেষে শঙ্করেরই জয় হইল। শূন্যবাদী প্রণতশিরে শঙ্করের চরণে পতিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

শঙ্কর, প্রয়াগতীর্থস্থ সমুদয় বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদিগকে স্বমতে আনয়নপূর্ব্বক শিষ্য ও অনুচরবর্গ সহ তথা হইতে যাত্রা করিলেন এবং ঐ দেশে যে সকল ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ-প্রযুক্ত পাষণ্ড-আচার পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদিগকে অদ্বৈত-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া পশ্চিমসমুদ্রের উপকূলস্থ সৌরাষ্ট্র নগরীতে

উপনীত হইলেন। সমুদ্রের অতিনৈকট্য-হেতু তরঙ্গমালা সর্ব্বদা উহার প্রান্তভাগ বিধৌত করিয়া থাকে এবং ঐ নগরে অবস্থান করিলে নিরন্তর মহাসমুদ্রের গম্ভীর নাদ শ্রুতিগোচর হয়। শঙ্কর সমুদ্রজলে অবগাহন করিয়া নিকটবর্ত্তী শিবালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক শিবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া শিষ্যগণের সহিত সেখানেই অবস্থান করিলেন এবং শিষ্যগণকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ নগরীতে শৈব-নীলকণ্ঠ নামক একজন পণ্ডিত বাস করিতেন। সে সময়ে ঐ প্রদেশে শৈবনীলকণ্ঠের ন্যায় প্রধান দার্শনিক কেহ ছিলেন না। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ব্রহ্মসূত্রের "শিবতৎপর" নামক এক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। শঙ্করের আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইলে একজন শিষ্য শৈবনীলকণ্ঠের নিকট গিয়া বলিল "গুরো! শঙ্কর নামক একজন যতি আপনাকে জয় করিবার জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন। তিনি শিবালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। আপনি তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না। কারণ ঐ যতিবর ভট্টপাদের মত পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং মণ্ডনমিশ্রের ন্যায় প্রধান পণ্ডিতকেও বাদে পরাস্ত করিয়া আত্মবশে আনয়ন করিয়াছেন"। শিষ্যের বাক্য শুনিয়া নীলকণ্ঠ বলিলেন "বৎস! তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ঐ যতি, যদি সমুদ্রকে শুষ্ক করেন, অথবা আকাশ হইতে সূর্য্যকে অধঃপাতিত করেন, তথাপি আমার মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। অতএব চল, আমরা গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি"। তাহার পর, তিনি শিষ্যগণ সহ শঙ্করের নিকট আগমন করিলেন। শ্বেতবর্ণ ভস্মদ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ

ব্যাপ্ত, গলদেশে উজ্জ্বল রুদ্রাক্ষমালা শোভা পাইতেছে। তিনি স্বয়ং যেমন দার্শনিক ও শৈবমতের পারগামী, তাঁহার শিষ্যগণও তদ্রূপ কৃতবিদ্য ও শিবভক্ত। নীলকণ্ঠ শঙ্করের সন্নিধানে আগমন করিয়া প্রথম স্বীয় পক্ষ সংস্থাপন করিলেন। শিবই যে, একমাত্র উপাস্য এবং তিনিই যে মোক্ষের কারণ, উহার সপক্ষে বেদোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। উহা শুনিয়া শঙ্করের প্রধান শিষ্য সুরেশ্বর নীলকণ্ঠের সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন নীলকণ্ঠ নিষেধ করিয়া বলিলেন "জ্ঞানিবর! আমি আপনার বুদ্ধি-কৌশল অবগত আছি। অতএব আমি আপনার সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। যতিবর শঙ্কর স্বয়ং আমার পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে অগ্রসর হউন"। উহা শুনিয়া শঙ্কর স্বয়ং নীলকণ্ঠের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক ক্ষণ বিতর্কের পর, শঙ্কর নীলকণ্ঠের সংস্থাপিত মতসকল খণ্ডন করিলেন। নীলকণ্ঠ স্বীয় পক্ষ রক্ষা করা দুরূহ ভাবিয়া উহা হইতে বিরত হইলেন এবং অদ্বৈতমত নিরাকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করিলেন। শঙ্কর দেখিলেন, নীলকণ্ঠকর্ত্তৃক অদ্বৈতমতে অনেকগুলি দোষ ন্যস্ত হইয়াছে, তখন তিনি সুতীক্ষ্ণ যুক্তিসমূহের দ্বারা উহা খণ্ডন করিতে পুনরায় প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের দীর্ঘকালব্যাপী বিচার হইল। শঙ্কর বিরুদ্ধ যুক্তিসমূহ খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বৈতমত স্থাপন করিয়া পুনরায় যুক্তিদ্বারা শৈবমত নিরাকরণ করিলেন*। শৈবনীলকণ্ঠ

* বাহুল্য বোধে বিচারের বিস্তৃত বিবরণ লিপিত হইল না।

শঙ্করের নিকট পরাস্ত হইয়া স্বীয় গর্ব্ব পরিত্যাগ করিলেন এবং স্ব-রচিত ভাষ্য বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত আসিয়া শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন। পণ্ডিতবর শৈবনীল-কণ্ঠ, যতি শঙ্কর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন;——এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে অদ্বৈতমতের বিরোধী পণ্ডিতগণ ভয়ে কম্পিতকলেবর হইলেন। এই রূপে সৌরাষ্ট্র-জনপদে শঙ্করের মত ও ভাষ্য প্রচারিত হইলে পণ্ডিতগণ আসিয়া তাঁহাকে সাদরে অর্চ্চনা করিলেন।

শঙ্কর, সৌরাষ্ট্র-ভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক শিষ্য ও অনুচরবর্গ সহ ভ্রমণ করিতে করিতে সমুদ্র-বেষ্টিত দ্বারকাক্ষেত্রে * উপনীত হইলেন। সে সময়ে ঐস্থলে অনেকগুলি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বাস ছিল। তন্মধ্যে পাঞ্চরাত্রনামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের হস্তে উত্তপ্ত লৌহদ্বারা অঙ্কিত শঙ্খচক্র চিহ্ন। ললাটে তিলক ও কর্ণে তুলসীপত্র ন্যস্ত। তাহারা বলিল "জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, প্রত্যেক জীবের পরস্পর ভেদ, চৈতন্যশূন্য প্রত্যেকজীবের ভেদ, চিৎশক্তি-শূন্য পদার্থসমূহের ভেদ এবং চেতনপদার্থ মাত্রেরই ভেদ আছে। যাঁহারা এই পাঁচ প্রকার ভেদ স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই মুক্তি হয়। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ঐরূপ স্বীয় মতের ব্যাখ্যা করিবামাত্র শঙ্করের শিষ্যগণ প্রবলভাবে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। শঙ্কর এইরূপে তত্রত্য বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌরদিগকে বশে আনয়ন করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

* দ্বারকাক্ষেত্র একটী মহাতীর্থ ও প্রাচীন আনর্ত্তদেশের রাজধানী।

অনন্তর তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে শিষ্যগণ সহ উজ্জয়িনী নগরীতে * উপস্থিত হইলেন। ইহা অবন্তি-প্রদেশের রাজধানী। এখানেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বিরাজমান ছিল। অত্রত্য মহাকালের মন্দির অতিপ্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। প্রতিদিন অসংখ্য লোক মহাকালের অর্চ্চনা করিতে এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে। প্রতিদিন পূজাকালে যে মৃদঙ্গ-ধ্বনি হয়, উহার গম্ভীর শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ প্রফুল্লপুষ্পের সৌরভ ও অগুরুধূপের গন্ধে সর্ব্বদা আমোদিত। শঙ্কর, শিপ্রানদীতে স্নান করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক মহাকালের সন্দর্শন করিলেন এবং বিশ্রামের নিমিত্ত কতিপয় শিষ্য সহ ঐ বৃহৎ মন্দিরের একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। উপস্থিত জনগণের অনেকেই শঙ্করের বিশ্ববিশ্রুত মহিমা অবগত ছিলেন। তাঁহারা নানাবিধ মধুর বাক্যে শঙ্করের স্তুতি করিতে লাগিলেন। শঙ্কর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া

প্রথম পরশুরাম এখানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত করেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ এখানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া ইহার শোভা বর্দ্ধন করেন। এখানে অনেক দেবালয় আছে। এই স্থান বড়োদার মহারাজের রাজ্যের অন্তর্গত। অত্রত্য দ্বারকানাথের মন্দিরে প্রতি বৎসর দশ সহস্রাধিক যাত্রীর সমাগম হয়। এই তীর্থক্ষেত্র বড়োদা হইতে ২৭০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

* উজ্জয়িনী স্বনাম-প্রসিদ্ধ নগরী। পূর্ব্বকালে এখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ও নবরত্নসভা বিরাজিত ছিল। এখন ইহা মধ্যভারতবর্ষের গোয়ালিয়রের রাজার রাজ্যের অন্তর্গত। এই প্রাচীনক্ষেত্র এখনও উজ্জয়িনী নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা শিপ্রাতীরে অবস্থিত, ইন্দোর-নগরী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

পদ্মপাদকে ডাকিয়া বলিলেন "বৎস পদ্মপাদ! এই নগরীতে ভাস্করপণ্ডিত বাস করেন। তিনি পণ্ডিতকুলের ভূষণ এবং অনেক বার বেদসমূহের বিশদব্যাখ্যা-প্রচার ও বিবাদার্থী পণ্ডিত-দিগকে বাদে পরাস্ত করিয়া দিগন্তব্যাপী যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। তুমি তাঁহার নিকট গিয়া আমার আগমনবার্ত্তা প্রচার কর। সনন্দন শঙ্করের আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক ভট্ট-ভাস্করের নিকট গিয়া বলিলেন "পণ্ডিতবর! বোধ হয়, আপনি জানেন, শঙ্কর নামে একজন যতিরাজ জগতে অবস্থান করেন। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ দিগ্‌দিগন্তে দেদীপ্যমান। তিনি অদ্বৈতমতের পরিপন্থীদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন এবং বেদান্তবিদ্বেষী পণ্ডিতেরা বলপূর্ব্বক বেদান্ত-মতের বিরুদ্ধে যে সকল সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও অবলীলাক্রমে নিরাকরণ করিয়াছেন। আর বেদের মস্তক উপনিষৎ সমূহের যে একমাত্র পরব্রহ্ম-বিষয়ে তাৎপর্য্য, তাহাও উত্তমরূপ-প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের সেই গুরুদেব বলিয়া পাঠাইয়াছেন। আপনি মহাপণ্ডিত, আপনি অদ্বৈতমত আলোচনা করিয়া স্বীয় মত পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের মত গ্রহণ করুন, অথবা আমাদের তর্করূপ বজ্রের ভীষণ আঘাত হইতে স্বীয় পক্ষ রক্ষা করুন। ভট্টভাস্কর পদ্মপাদের অবজ্ঞা-পূর্ণ বাক্য শুনিয়া ঈষৎক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "ওহে যতি! তোমার গুরু, নিশ্চয়ই আমার সামর্থ্য অবগত নহেন। তাহা না হইলে আমার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন কেন? আমার বাক্‌কৌশলে কণাদ ও কপিলের বাক্য-সকল তেজোহীন হইয়া যায়, আধুনিক পণ্ডিতগণের যুক্তির কথা আর কি বলিব?" ভট্ট-ভাস্করের গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ

করিয়া পদ্মপাদ পুনরায় বলিতে লাগিলেন "মহাশয়! আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য, তবে ইহাও আপনি নিশ্চয় জানিবেন, যে অস্ত্র, পর্ব্বত বিদারণ করে, সে কখনই বজ্রমণি ভেদ করিতে সক্ষম হয় না। এখানে আমি আপনার সহিত বৃথা বাক্য ব্যয় করিতে ইচ্ছা করিনা, আপনি আমার গুরুর সন্নিধানে গমন করিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।" এই বলিয়া পদ্মপাদ বিদায় গ্রহণ করিলে ভট্টভাস্করও অবিলম্বে শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর, শঙ্কর ও ভট্ট-ভাস্করের পরস্পর বিতর্ক উপস্থিত হইল। উভয়ের বাক্য-বিন্যাসের নৈপুণ্য দেখিয়া উপস্থিত পণ্ডিতগণ বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমতঃ কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না যে, এই উভয় পণ্ডিতের মধ্যে কে বড়? শেষে শঙ্কর কর্ত্তৃক অভিনব অথচ সুতীক্ষ্ণ যুক্তিসকল অবতারিত হইলে ভট্টভাস্কর সহসা স্তম্ভিত হইলেন। তাহার পর, অখণ্ডনীয় যুক্তিদ্বারা অদ্বৈত-মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উভয়ের বাদানুবাদ চলিল, অবশেষে ভাষ্যকার শঙ্কর, সুধীবর ভাস্করকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। তাহার পর, তিনি অবন্তি-জনপদস্থ অন্যান্য পণ্ডিতগণকে তর্কে পরাস্ত করিয়া ঐ প্রদেশে অদ্বৈতমত সংস্থাপন করিলেন। ঐ প্রদেশস্থ পণ্ডিতবর্গ বিনয়নম্রশিরে আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

অনন্তর শঙ্কর শিষ্য ও অনুচরবর্গ সহ উজ্জয়িনী নগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক পদব্রজে গমন করিতে করিতে কিয়ৎকালের পর বাহ্লীক * দেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কোন একটী

* বাহ্লীক অতি পুরাতন জনপদ। বেদের মধ্যে ও বাহ্লীক দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহা গান্ধার (বর্ত্তমান কান্দাহার) দেশের উত্তর পশ্চিম আফ

নগরে অবস্থানপূর্ব্বক শিষ্যদিগকে সূত্রভাষ্যের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। 'তিনি ঐ প্রদেশে অদ্বৈতমত-প্রচারের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন' এই সংবাদ প্রচারিত হইলে আর্হত-মতাবলম্বিগণ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহারা অনেকে সমবেত হইয়া শঙ্করের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। তাহারা প্রথম জৈনমতের সবিস্তার ব্যাখ্যা করিয়া বলিল "আপনি মোক্ষ সাধনের উপায় স্বরূপ জীব, অজীব, আস্রব, আশ্রয়. সংবর, নির্জর ও বন্ধ এই সপ্ত পদার্থ স্বীকার করেননা কেন? এই সপ্ত পদার্থের রহস্য যিনি অবগত নহেন, কদাচ তাঁহার মুক্তির সম্ভাবনা নাই"। শঙ্কর উহা শুনিয়া ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক তাহাদের ধর্ম্মমতে দোষারোপ করিলে উভয়-পক্ষে তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হইল। দীর্ঘকাল বিবাদের পর, আর্হতেরা পরাজিত হইল। শঙ্কর ইহাদের সহিত বিবাদ-কালে অত্যন্তশিষ্ট-ভাষা ও শিষ্টনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি এমন একটী বাক্যও প্রয়োগ করেন নাই, যাহাতে তাহা-দের মনে কোন রূপ বিরক্তি বা ক্লেশ উপস্থিত হয়। তাহার পর, মাধ্যমিক-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ আসিয়া তাঁহার সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল, কিন্তু শঙ্কর প্রদীপ্ত-প্রতিভাবলে তাহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। এইরূপে তিনি আর্হত ও বৌদ্ধগণের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া বাহ্লীক দেশ-পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে পবিত্র নৈমিষা-

---

গানিস্থানের অন্তর্গত। শঙ্করের জীবৎকালে মহামদীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই, সে সময়ে ঐ সকল দেশে কেবল হিন্দুগণেরই বসতি ছিল।

রণ্যে * উপনীত হইলেন। এই ক্ষেত্র অতিপ্রসিদ্ধ। এখানে সে সময়ে অনেক বিদ্বান্ ও সাধু ব্যক্তি বাস করিতেন। শঙ্কর প্রথম গোমতীতে স্নান করিয়া শিষ্যগণ সহ একস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শঙ্করের আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইলে অনেক দার্শনিক পণ্ডিত তথায় উপস্থিত হইলেন। ক্রমশঃ শঙ্করের সহিত তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হইল। শেষে তত্রত্য সমুদয় পণ্ডিত শঙ্করের নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শঙ্কর নৈমিষারণ্যে অদ্বৈতমত প্রচার করিয়া সেখান হইতে শিষ্যগণ সহ প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশ† অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কিয়ৎকাল-মধ্যে কামরূপে‡ উপনীত হইলেন। সেখানে অভিনবগুপ্ত নামক একজন পণ্ডিত বাস করিতেন।

---

* নৈমিষারণ্য অতিপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। কথিত আছে, দানবদিগের সহিত যুদ্ধ কালে এই স্থানে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র পতিত হইয়াছিল। এখানে কলির প্রবেশাধিকার নাই। সৌতিমুনি ঋষিগণকর্তৃক আহূত হইয়া এই স্থানে মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত গোমতী-তীরে অবস্থিত।

† প্রাগ্‌জ্যোতিষের বর্ত্তমান নাম আসাম। ইহা বঙ্গদেশের ঈশান-কোণে অবস্থিত।

‡ কামরূপ একটী মহাতীর্থ। এই ক্ষেত্র গৌহাটীর সন্নিহিত ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। মহাভারতে ইহা লোহিত্য-তীর্থ নামে বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্র-শাস্ত্র-মতে কামরূপ একটী মহাপীঠ। গরুড়পুরাণ, কালিকাপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, নীলতন্ত্র, বৃহন্নীলতন্ত্র, রাধাতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র, প্রভৃতি বহু গ্রন্থে এই তীর্থের মাহাত্ম্য ও বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

তিনি ব্রহ্মসূত্রের "শাক্ত-ভাষ্য" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত শঙ্করের প্রথমে বিবাদ উপস্থিত হইল। কয়েক দিন-ব্যাপী বিবাদের পর শঙ্কর অভিনবগুপ্তকে পরাজিত করিলেন। এই দারুণ পরাজয়ে অভিনবগুপ্তের মনে অতিশয় খেদ উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন "যদিও আমি বিবাদে এই যতির নিকট পরাস্ত হইয়াছি, তথাপি দৈবকার্য্য-দ্বারা ইহার নিধন সাধন করিয়া মানসিক ক্লেশ দূর করিব।" এইরূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া গোপনে শিষ্যগণকে ঐ কথা বলিলেন এবং লোকে সন্দেহ করিবে ভাবিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার শাক্ত-ভাষ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শঙ্করের নিকট শিষ্যের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন।

কথিত আছে;—একদিন অভিনবগুপ্ত* শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র-প্রয়োগ করিলেন। তাঁহার অভিচার‡ কার্য্য সমাপ্ত হইলেই শঙ্করের দারুণ ভগন্দর রোগ উৎপন্ন হইল। ঐ ভগন্দর হইতে অনবরত প্রবল বেগে রক্ত নির্গত হওয়ায় শোণিত-প্রবাহে পরিধেয় বসন ভিঁজিয়া যাইত। অনুরক্ত শিষ্য তোটকাচার্য্য কিছুমাত্র ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া সেই পরিত্যক্ত বস্ত্র প্রত্যহ প্রক্ষালন এবং অতিযত্নের সহিত গুরুর পরিচর্য্যা কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। প্রত্যহ ঐ উৎকট ব্যাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল দেখিয়া শিষ্যগণ ভীত হইয়া শঙ্করকে বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন;—"প্রভো! আপনি এই দারুণ ব্যাধিকে উপেক্ষা করিবেন না। যদি শত্রুকে দমন না করা

* অভিনবগুপ্ত একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। তন্মধ্যে ইনি একজন আভিচারিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

‡ মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়ার নাম অভিচার।

যায়, তাহা হইলে সে যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে থাকে, রোগ সম্বন্ধেও সেই রূপ জানিবেন। আপনি যদি অচিরে ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই এই ভীষণ রোগ আপনার শরীর-ক্ষয় করিবে। আপনার শরীরের প্রতি কোন মমতা নাই, সুতরাং আপনি ঐ ব্যাধিকে গণনা করিতেছেন না, কিন্তু আপনার এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া আমাদের অসহ্য ক্লেশ হইতেছে। অতএব চিকিৎসা-শাস্ত্রে নিপুণ ও ঔষধ-প্রয়োগে দক্ষ বৈদ্যের অনুসন্ধান করা যাউক। শঙ্কর শিষ্যগণের কথা শুনিয়া বলিলেন— "প্রিয় শিষ্যগণ! তোমরা সংপ্রতি আমার কয়েকটী কথা শুন। জন্মান্তরীণ পাপের পরিপাকের নাম ব্যাধি। ভোগের দ্বারা এই ব্যাধির ক্ষয় হয়। ভোগ না হইলে জন্মান্তরেও ঐ ব্যাধি পুনরায় পুরুষকে আক্রমণ করে। জগতে ব্যাধি দুই প্রকার। এক কর্ম্ম-কৃত, অপর ধাতু-কৃত। কর্ম্ম ক্ষয় হইলে কর্ম্ম-জন্য রোগের ক্ষয় হয়। আর অবশিষ্ট ধাতুকৃত রোগ চিকিৎসাদ্বারা বিনষ্ট হয়। যে রোগ জন্মিয়াছে, কর্ম্ম ক্ষয় হইলে উহা আপনিই ক্ষয়-প্রাপ্ত হইবে। অতএব উহার আর চিকিৎসা করাইয়া কি হইবে"? গুরুর কথা শুনিয়া শিষ্যগণ পুনরায় বলিতে লাগিলেন "গুরো! আপনি যাহা বলিতেছেন উহা যথার্থ, তথাপি আপনার রোগমুক্তির জন্য যত্ন করা আবশ্যক। যাহাতে আপনার শরীর নিরাপদ্ থাকে, উহাই আমাদের চিরবাঞ্ছিত। জলজন্তু সকল যেমন জল ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারেনা; তদ্রূপ আমরাও আপনার জীবন-ব্যতীত শরীর-ধারণে অক্ষম। বিশেষতঃ সাধুগণ পরোপকারের নিমিত্তই শরীর-ধারণ করিয়া

থাকেন। অতএব গুরো! আপনিও জগতের হিতের নিমিত্ত দেহরক্ষা করুন"। এই বলিয়া গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যগণ বৈদ্যের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "ধনার্থী কবিগণ ও বৈদ্যগণ প্রায়ই ভূপতিগণের সেবা করিয়া থাকেন। অতএব কোন রাজভবনে বৈদ্যের অনুসন্ধান করা উচিত"। এই ভাবিয়া তাঁহারা এক রাজধানীতে গমন-পূর্ব্বক কতিপয় বৈদ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভি-প্রায় জানাইলেন। বৈদ্যগণ তাঁহাদের সহিত শঙ্করের নিকট আসিয়া শঙ্করের রোগমুক্তির নিমিত্ত নানাবিধ চিকিৎসা করিলেন কিন্তু একটী ঔষধও ফলোপধায়ক হইলনা। তাঁহাদের সমুদয় প্রয়াস ব্যর্থ হইল এবং ক্রমশঃই রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বৈদ্যগণ শঙ্করের শরীরের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত-ম্লান হইলেন। তখন শঙ্কর বৈদ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন; "চিকিৎসকগণ! আপনারা গৃহে গমন করুন। আমার রোগোপশমন করিতে আসিয়া আপনাদের বহুদিন গত হইয়াছে। আত্মীয়েরা আপনাদের বিরহে কাতর হইয়া পথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছেন। আর, অধিক বিলম্ব হইলে আপনারা যে রাজার আশ্রিত, তিনি অতিশয়ক্রুদ্ধ হইবেন এবং মাসিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিবেন। কারণ রাজাদের শাসন নিতান্ত অলঙ্ঘ্য। অধিকন্তু তাঁহাদের মন অশ্বের ন্যায় চঞ্চল, হয়ত আপনাদের পদে অন্য বৈদ্যও নিযুক্ত করিতে পারেন। যে দেশে বৈদ্য নাই, সে দেশে পীড়ার প্রবলতা দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং সে দেশে পীড়িত লোকের সংখ্যাও অধিক হইয়া থাকে। যে সকল রোগী আপনাদের চিকিৎসাধীন ছিল,

তাহারা এখন অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছে ও আপনাদের প্রতীক্ষায় কাল যাপন করিতেছে। মনুষ্যদিগের প্রথম পিতা হইতে জন্ম হয় বটে, কিন্তু দেহ-রক্ষার ভার চিকিৎসকদিগের উপর। বৈদ্যগণ সামান্য ব্যক্তি নহেন, শরীরধারী সাক্ষাৎ-বিষ্ণুর তুল্য। অতএব আপনারা বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র গৃহে গমন করুন। বৈদ্যগণ শঙ্করের সুললিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "প্রভো! আপনি যাহা বলিতেছেন, উহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু এখান হইতে চলিয়া যাইতে আমাদের মন সরিতেছে না। কারণ কোন্ সুবোধ ব্যক্তি দেবভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মনুষ্যাবাসে গমন করিতে ইচ্ছা করে।" এই কথা বলিয়া বৈদ্যগণ অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। এদিকে চিকিৎসকেরা গমন করিলে শঙ্করের পীড়া আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শঙ্কর শরীরের মমতা ত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য সহকারে রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন। এক দিন সহসা দুইটী চিকিৎসক, শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "যতিবর! কোন দুষ্ট লোক আপনার শরীরে রোগ উৎপাদন করিয়াছে। অতএব চিকিৎসা দ্বারা ইহার প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই" কথিত আছে;—এই কথা বলিয়া সেই চিকিৎসকদ্বয় প্রস্থান করিলে পদ্মপাদ অগ্নির ন্যায় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন "আমাদের গুরুদেব শত্রুর প্রতিও দয়াবান্, তথাপি নীচলোকের এত দূর স্পর্দ্ধা যে, তাঁহার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করে। যে নীচাশয় গুরুর দেহে রোগ উৎপন্ন করিয়াছে, আমি নিশ্চয় তাহার যমালয়ে প্রেরণ করিব। এই কথা বলিয়া তিনি শত্রু-নিপাতের জন্য মন্ত্রজপ আরম্ভ করিলেন।

শঙ্কর পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, কিন্তু পদ্মপাদ উহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তখন শঙ্কর রোগযন্ত্রণায় নিতান্ত অধীর, কি করিবেন? শিষ্যের ব্যবহারে মনে মনে ব্যথিত হইয়াও নীরবে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন মন্ত্র-জপের পর ঐ দারুণ রোগ অভিনবগুপ্তের দেহে প্রবেশ করিল এবং সেই খল ঐ ভীষণ রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া শীঘ্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

একদিন সায়ংকালে শঙ্কর ব্রহ্মপুত্র নদের বালুকাময় ভূমিতে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার রোগযন্ত্রণা সমুদয় বিদূরিত হইল। তাহার পর, ঐ দেশীয় অনেক লোক শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। কিছুদিন পরে তিনি কামরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শিষ্যগণ সহ পদব্রজে গমন করিতে করিতে মিথিলায় * উপস্থিত হইলেন। মৈথিল নৈয়ায়িকগণ বিবিধ-বিধানে তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি ঐ স্থান হইতে অঙ্গদেশে † গমন করিলেন। ঐ প্রদেশে তাঁহার অদ্বৈতমত প্রচারিত হইলে তিনি বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রচার। প্রতিগ্রামে ও নগরে বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধমঠ বিরাজিত। তিনি ঐ প্রদেশে কয়েক দিন অবস্থান-পূর্ব্বক অদ্বৈতমতের কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন করিয়া ভাগীরথী-প্রবাহ পরিপূত গৌড়দেশে উপনীত হইলেন। ঐ প্রদেশে ধর্ম্মগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধদার্শনিক বাস করিতেন। তাঁহার প্রতিভা

* ত্রিহুত-রাজ্য পূর্ব্বকালে মিথিলা নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমান দর-ভাঙ্গা, সীতামাঢ়ী, মধুবনী, মজফরপুর, চম্পারন্ বেতিয়া প্রভৃতি ঐ রাজ্যের অন্তর্গত।

† অঙ্গদেশ—বর্ত্তমান ভাগলপুর মুঙ্গের প্রভৃতি।

ও পাণ্ডিত্য সর্ব্বদেশ-প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ বৌদ্ধপণ্ডিতের সহিত শঙ্করের শাস্ত্রীয় বিবাদ হয়, কয়েক দিন বিতর্কের পর, ধর্ম্ম-গুপ্ত * পরাজিত হন। এই রূপে শঙ্কর নানা জনপদে গমনপূর্ব্বক সেই সকল দেশে অদ্বৈতবিদ্যার সমুজ্জল আলোক বিকীর্ণ করিয়া এক দিন শিষ্যগণ সহ ভাগীরথীতীরে উপবিষ্ট আছেন। সুশীতল সমীরণ মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার সেবা করি-তেছে। শিষ্যগণ নিয়ত তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিতেছেন, শঙ্কর যুক্তিপূর্ণ সুমধুর বাক্যে ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তাঁহা-দের সংশয় দূর করিতেছেন। এমন সময় একটী বর্ষীয়ান্ যতি সহসা সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গাত্রচর্ম্ম লোল, কেশ পলিত ও শুভ্রবর্ণ, বাম হস্তে কমণ্ডলু ও দক্ষিণ হস্তে রুদ্রাক্ষ-মালা, তাঁহার মুখশ্রী ও প্রসন্ন দৃষ্টি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, তিনি বিশ্বপ্রেমে জগৎ পবিত্র করিতে করিতে আগমন করিতেছেন। শঙ্কর সেই যতিবরকে দেখিয়া অভ্যুত্থানাদি দ্বারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন এবং বিনয়নম্র-শিরে তাঁহার নিকট উপবেশনপূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই যতি বলিতে লাগিলেন "শঙ্কর! তুমি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি-দের প্রিয়বিদ্যা অবগত হইয়াছ ত? যাহারা ভক্তিযুক্ত ও আত্মপরায়ণ, যাহারা বৈষয়িক পদার্থের প্রতি সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ, যাহারা অন্তরিন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া বাহ্য-ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে, যাহারা একান্ত শ্রদ্ধাশীল ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য অভিলাষী,

* ধর্ম্মগুপ্ত একজন প্রধান বৌদ্ধদার্শনিক ছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত-বৌদ্ধ-গ্রন্থ-সমূহে নানা স্থানে তাঁহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে ইনি একটী স্বতন্ত্র মত প্রচার করেন। তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত বৌদ্ধগ্রন্থে ইঁহার বিবরণ আছে।

সেই সকল বিনীত শিষ্য তোমার সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত আছে ত? তুমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যপ্রভৃতি চিরশত্রুগণকে নিপাত করিয়াছ ত? শান্তি, উপরতি, তিতিক্ষা-প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল তোমাকে শোভা-যুক্ত করিয়াছে ত? তুমি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা করিতে পারিয়াছ ত?" তোমার চিত্ত একমাত্র চৈতন্য-স্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হইয়া আছে ত? শঙ্কর ভক্তি-গদ্‌গদ্‌ বাক্যে যতির প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করিলে তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন ;—"বৎস শঙ্কর, তোমার বেদান্তভাষ্যের মহিমা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা আমার হৃদয়ে অত্যন্ত-বলবতী হইয়াছিল। তজ্জন্য অদ্য তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। সংপ্রতি তুমি স্বরচিত গ্রন্থসমূহের কিয়দংশ আমাকে শুনাও, তাহা হইলে আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিব। শঙ্কর, যতির বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাঁহাকে মাণ্ডূক্য উপনিষদের ভাষ্যের কিয়দংশ শুনাইলেন। ঐ ভাষ্যে স্থানে স্থানে তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের কারিকার ভাব সকল দূষিত হইয়াছে। বৃদ্ধ যতি, শঙ্করের অসামান্য প্রতিভা, চরিত্রের মাধুর্য্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং বিদায়গ্রহণকালে বলিলেন "বৎস! অধিক আর কি বলিব, তোমার চিত্তবৃত্তি যেন সর্ব্বদা সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে লীন থাকে।

একাদশ অধ্যায়।

কাশ্মীর-জনপদে গমন।

একদিন শঙ্কর, প্রাতঃকালে শিষ্যগণ সহ ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তায় নিরত আছেন। এমন সময়ে কতিপয় তীর্থযাত্রী পথিক সেই স্থানে সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল; "পৃথিবীর মধ্যে জম্বূদ্বীপ প্রধান। সেই জম্বূ-দ্বীপে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার কাশ্মীর-প্রদেশ উৎকৃষ্টতম। ঐ পবিত্র জনপদে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শারদা বাস করেন"*। ঐ সকল বাক্য শ্রবণমাত্র কাশ্মীর সন্দর্শনের নিমিত্ত শঙ্করের হৃদয়ে বাসনা উৎপন্ন হইল। তিনি শিষ্যগণ সহ পদব্রজে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে নানা জনপদ, অসংখ্য পর্ব্বতমালা, অপূর্ব্ব-স্রোতস্বিনী-সকল তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি সেই সকল অতিক্রমপূর্ব্বক বহু দিনের পর কাশ্মীর-জনপদে উপনীত হইলেন। কাশ্মীরে শারদাদেবীর গৃহে সর্ব্বজ্ঞ-পীঠ বিদ্যমান। সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত অন্য কেহ সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না।

---

* কাশ্মীর প্রদেশ বৈদিক কাল হইতে ভাষা শিক্ষার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণে কতিপয় শ্রুতি দৃষ্ট হয়। যথা;—"পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ্ বৈপথ্যা স্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচীং দিশং প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ এব যান্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যোবা তত আগচ্ছন্তি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষাহি বাচো দিক্প্রজ্ঞাতা"।

দেবীর গৃহের চতুর্দ্দিকে চারিটী মণ্ডপ আছে। প্রাচ্য পণ্ডিতেরা পূর্ব্বদ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকের মণ্ডপে অবস্থান করিতেছেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ পশ্চিমদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তী মণ্ডপে বিরাজমান আছেন। উদীচ্য পণ্ডিতগণ উত্তরদ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক উত্তরদিকের মণ্ডপে বিদ্যমান আছেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যিনি দেবীর দক্ষিণদ্বার উন্মোচন করিতে পারেন *। সুতরাং দেবীর দক্ষিণ দিকের দ্বার রুদ্ধ আছে। শঙ্কর ঐ কথা শুনিয়া অত্যন্ত কৌতূহলী হইলেন এবং উক্ত জনরব বিফল করিবার অভিপ্রায়ে শিষ্যগণ সহ দক্ষিণদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কপাট উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক যখন গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বাদি-গণ সসম্ভ্রমে নিবারণ করিল। তাহারা বলিতে লাগিল "যতিবর! আপনি পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক দেবীর গৃহে প্রবেশ করুন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিচারে আপনার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রমাণিত না হইবে, ততক্ষণ আপনি দেবীর গৃহে প্রবেশ করিবেন না"। উহা শুনিয়া শঙ্কর পরীক্ষা প্রদানের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলে কণাদমতাবলম্বী একজন পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন ;—

"আমাদের মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টী পদার্থ। দুইটী পরমাণু যখন পরস্পর সংযুক্ত হয়, তখন তাহা

---

* এই কথা পাঠ করিয়া মনে হয়, শঙ্করের পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে অতি প্রসিদ্ধ কোন পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তবে বর্ত্তমান সময়ে যদিও দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতগণের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা সকলেই প্রায় শঙ্করের পরবর্ত্তী।

হইতে সূক্ষ্ম দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। দ্ব্যণুক পদার্থে যে অণুত্ব আছে, কাহা হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, বলুন।"

শঙ্কর ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"দুইটী পরমাণুতে যে দ্বিত্ব সংখ্যা আছে, উহাই দ্ব্যণুকাশ্রিত পরমাণুর কারণ"। শঙ্করের সংক্ষিপ্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া কণাদ-মতাবলম্বী বিরত হইলেন। অনন্তর একজন নৈয়ায়িক আসিয়া গর্ব্বিতভাবে বলিতে লাগিলেন ;—"যতিবর! কণাদ-মত হইতে গোতমের মতে মুক্তির কি বিশেষত্ব আছে, বলুন। যদি আপনি আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর করিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনার সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা প্রমাণিত হইবে। নতুবা মনে করিব, আপনি কেবল শিষ্যদের নিকটেই সর্ব্বজ্ঞ নামে পরিচিত"। শঙ্কর নৈয়ায়িকের কথায় কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন ;—"দ্রব্যের সহিত গুণের যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের অত্যন্তনাশ হইলে আকাশের মত যে অবস্থান, কণাদের মতে তাহাই মুক্তি। আর দ্রব্যের সহিত গুণ-সম্বন্ধের অত্যন্ত-নাশ হইলে আকাশের মত যে অবস্থিতি, সেই অবস্থিতি, জ্ঞান ও আনন্দের সহিত মিলিত হইলে, গোতমের মতে মুক্তি হয়। কণাদের মতে সাতটী পদার্থ। আর গোতমের মতে ষোলটী পদার্থ। কণাদের বৈশেষিকসূত্রে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই ছয়টী ভাব পদার্থ উক্ত হইয়াছে, তবে অভাব নামক পদার্থটীও উক্ত দর্শনকারের মত-বিরুদ্ধ নহে। আর গোতমের ন্যায়সূত্রে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান এই ষোলটী পদার্থ উক্ত হই-

য়াছে। গোতমের মতে এই ষোলটী পদার্থের তত্ত্ব জানিতে পারিলেই মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়। বৈশেষিক-মতে যেমন ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, ন্যায়মতেও তদ্রূপ ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ"। নৈয়ায়িক শঙ্করের উত্তর শ্রবণ করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে একজন সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন;—"আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এখন আমি আপনাকে একটী প্রশ্ন করিতেছি, উহাতে মনোযোগ করুন। মূল-প্রকৃতি যখন স্বাধীনভাবে বিদ্যমান থাকেন, তখনই তিনি জগতের কারণ? অথবা কোন চৈতন্যপদার্থকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে জগতের কারণ হন? আমার এই জিজ্ঞাসার উত্তর না করিয়া আপনি দেবীর গৃহে প্রবেশ করিবেন না"। শঙ্কর বলিতে লাগিলেন;—"মূল প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ-বিশিষ্টা।" যদিও তিনি স্বতন্ত্র বটেন, তথাপি বহুরূপ ভজনা করিয়া থাকেন। বহুরূপা ত্রিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতিই জগতের মূলকারণ—ইহাই কপিলের সিদ্ধান্ত কিন্তু বেদান্ত-মতে প্রকৃতি স্বাধীন নহেন, চৈতন্যের অধীন"। শঙ্করের উত্তর শুনিয়া সাংখ্যমতাবলম্বী নীরব হইলে জগদ্বিখ্যাত বৌদ্ধগণ আসিয়া বলিতে লাগিলেন;—"আপনি যদি দেবীর গৃহে গমনের জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলেন বলুন, দুই প্রকার যে বাহ্যার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি? আপনি বৈদান্তিক, আপনার মতের সহিত বিজ্ঞানবাদীর মতেরই বা কি পার্থক্য"? শঙ্কর বলিলেন "বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁহারা সৌত্রান্তিকমতাবলম্বী তাঁহারা বলেন "সমুদয় জ্ঞেয় পদার্থ অনুমানদ্বারা বোধগম্য

হয়।” আর যাঁহারা বৈভাষিক, তাঁহারা বলেন “সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বোধগম্য হয়”। আর সৌত্রান্তিক বৈভাষিক এই উভয় সম্প্রদায়ই “সমুদয় পদার্থ ক্ষণভঙ্গুর, এই কথা স্বীকার করেন। কখন জ্ঞানের বিষয়ভেদ হয় ও কখনও জ্ঞেয় পদার্থের বিষয় ভেদ হইয়া থাকে। অনুমানগম্য ও প্রত্যক্ষ-প্রমাণগম্য উভয়ের বিশেষ কি, তাহা অনায়াসে জানিতে পারা যায়। বিজ্ঞানবাদীরা যত প্রকার বিজ্ঞান আছে, কখনও তাহাদের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করেন, কখনও বা তাহাদের বহুত্ব স্বীকার করেন। আর বেদান্তবাদীরা এক নিত্যজ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন। বৌদ্ধমতের সহিত বেদান্তমতের এই মাত্র প্রভেদ।” বৌদ্ধগণের প্রশ্নের উত্তর সমাপ্ত হইলে দিগম্বর-মতাবলম্বী একজন জৈন আসিয়া বলিলেন;— “আপনাকে লোকে সর্ব্বজ্ঞ বলে, অতএব বলুন জৈনমতে অস্তিকায়-প্রভৃতি যে সকল পদার্থ আছে, তাহার অর্থ কি? শঙ্কর বলিলেন “ওহে দিগম্বর! শুনুন, জৈনমতাবলম্বী পণ্ডিতগণের মতে জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায় এই পাঁচটী শব্দ দ্বারা জীবাদি পাঁচ পদার্থকে বুঝাইয়া থাকে। জৈনমত সম্বন্ধে আপনার আর কি কোন জিজ্ঞাস্য নাই?” তখন দিগম্বর-মতাবলম্বী নীরবে স্থানত্যাগ করিলে জৈমিনি-মতাবলম্বী একজন অধ্বর-মীমাংসক * সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “যতিবর! শুনিতেছি আপনি দেবীর গৃহে প্রবেশের জন্য উৎ-

* যজ্ঞ-মীমাংসক অর্থাৎ যাঁহারা বেদের প্রমাণদ্বারা যাগযজ্ঞের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করেন।

স্থক হইয়াছেন? অতএব আমার প্রশ্নের উত্তর না করিয়া আপনি দেবীর গৃহে প্রবেশ করিবেন না। আপনি বলুন জৈমিনির মতে শব্দ কি? উহা দ্রব্য না, গুণের অন্তর্গত? শঙ্কর, মীমাংসকের প্রশ্ন শুনিয়া বলিতে লাগিলেন;—"জৈমিনির মতে শব্দসকল নিত্য ও ব্যাপক। কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা তাহাদের অনুভব হয়। শব্দ সমূহের রূপ যে প্রকার, তাহাও নিত্য। আর শব্দ দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত ও ব্যাপক।

শারদা-পীঠে বাস।

এই রূপ শঙ্কর সমস্ত বাদীর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে তাঁহারা সকলেই শঙ্করকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং নানাবিধ সুমধুর বাক্যদ্বারা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া বিশেষ ভাবে পূজা করিলেন। শঙ্কর তাঁহাদের ঐরূপ অর্চ্চনায় নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলে তত্রত্য পণ্ডিতগণ স্বয়ং মন্দিরের দক্ষিণ দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া শঙ্করের পথ প্রদান করিলেন। শঙ্কর পদ্মপাদের হস্ত ধারণপূর্ব্বক দেবীর ভদ্রাসনে আরোহণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলে সহসা দৈববাণী হইল—"শঙ্কর যথার্থই সর্ব্বজ্ঞ, নতুবা বিধাতার অবতার-স্বরূপ মণ্ডনমিশ্র তাঁহার নিকট পরাজিত হইবেন কেন? শঙ্কর নিষ্পাপ, ইনি জীবনে কখনও কোন পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। ইনি কামশাস্ত্রের অনুশীলনকালে যে দেহান্তর আশ্রয় করিয়াছিলেন, উহাও তাঁহার চিত্তশুদ্ধির অন্যতম প্রমাণ। অতএব শঙ্করের দেবীর পীঠে আরোহণ করিবার যোগ্যতা আছে"। এই

আকাশবাণী উচ্চারিত হইবা মাত্র শঙ্কর মহানন্দে দেবীপীঠে আরোহণ করিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। কাশ্মীরবাসী সর্ব্বান্তঃকরণে শঙ্করের অর্চ্চনা করিল। তিনি অনন্ত-শোভার আধার ভূস্বর্গ কাশ্মীরপ্রদেশে অবস্থান করিয়া শিষ্যগণের সহিত কিছুকাল পবিত্র অদ্বৈতমত প্রচারে ব্রতী রহিলেন। শঙ্করের শারদা-পীঠে আরোহণের পর কণাদের বাক্য প্রবাদে পরিণত হইল, কপিলের কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না, গোতমের যুক্তি লুপ্তপ্রায় হইল, যোগশাস্ত্রের অনুগামী পাতঞ্জলগণ অন্ধের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। গুরু প্রভাকরের * শিষ্যগণকে ক্রমশঃ

---

* গুরু প্রভাকরের মতের কথা ইতিপূর্ব্বে অনেক বার উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মত, গুরুমত বলিয়া কেন প্রসিদ্ধ হইল, তৎসম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রভাকর একজন দক্ষিণপথনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক। তিনি শৈশবে শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। তাহার পর, একজন প্রধান মীমাংসকের নিকট মীমাংসা-দর্শন পড়িতে আরম্ভ করেন। একদিন তাঁহার গুরু ছাত্রদিগকে তৎকাল-প্রচলিত একখানি মীমাংসাগ্রন্থ পড়াইতেছিলেন। সেই গ্রন্থে "অত্রতুনোক্তং তত্রাপি নোক্তং অতঃ পৌনরুক্ত্যং" এইরূপ একটী পাঠ বাহির হয়। অধ্যাপক অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার কোন সঙ্গত অর্থ করিতে পারিলেন না। ইহার অর্থ করিলে এইরূপ হয়, এখানেও বলা হইল না, সেখানেও বলা হয় নাই, অতএব পৌনরুক্ত্য হইল। কিন্তু এরূপ অর্থ নিতান্ত অসঙ্গত। ছাত্রগণ ও অধ্যাপক মিলিত হইয়া অনেক চিন্তা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। তাহার পর, অধ্যাপক নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে চতুষ্পাঠী হইতে বহির্গত হইয়া এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রভাকর স্বীয় প্রতিভাবলে উহার একটী সঙ্গত অর্থ করিয়াও তখন প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। কারণ তাহা হইলে অধ্যাপক দুঃখিত হইতে পারেন। তাহার পর, তিনি ঐ

ক্ষীণ দেখা যাইতে লাগিল। ভট্টমতের সরণিতে আর কেহ অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিল না। সর্ব্বদিকেই শঙ্করের বিজয়-গীতি শ্রুত হইতে লাগিল। এইরূপে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিভূষিত কাশ্মীর প্রদেশে শঙ্করের মত উত্তমরূপ প্রচারিত হইলে তিনি সুরেশ্বরপ্রভৃতি কতিপয় শিষ্যের প্রতি শৃঙ্গগিরিপ্রভৃতি আশ্রমের রক্ষা ভার অর্পণপূর্ব্বক সেই সকল ক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ সুধন্বাকেও উত্তমরূপে প্রজাপালনের আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলে তিনি অনুচরবর্গ সহ শঙ্করের পদে প্রণিপাত করিয়া ঐ স্থান হইতেই স্বীয় রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কৈলাস পর্ব্বতে মোক্ষলাভ।

অনন্তর শঙ্কর অপর কয়েকটী শিষ্য সহ কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার বদরিকাশ্রমে উপস্থিত

পুস্তকে "তুনা" "অপিনা" এইরূপ পদবিচ্ছেদ করিয়া রাখিলেন। উহাতে ঐ স্থানের অর্থ এইরূপ হইল—এখানে তু শব্দ দ্বারা উক্ত হইল, সেখানে অপি শব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছে। অতএব পৌনরুক্ত্য হয়। এদিকে অধ্যাপক বহু গবেষণা দ্বারা কিছু স্থির করিতে না পারিয়া চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া আসিলেন। পুস্তক বাহির করিয়াই দেখেন, তাহাতে ঐরূপ পদচ্ছেদ করা রহিয়াছে। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, প্রভাকরই এই মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছে। অধ্যাপক প্রভাকরকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন। শেষে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে তিনি মীমাংসাদর্শনের একটী স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেন। এইজন্য তাঁহার মত গুরু-মত বলিয়া বিখ্যাত।

হইলেন। পূর্ব্বে তিনি ঐ পুণ্যক্ষেত্রে যে সকল পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়াছিলেন, অনুকম্পাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। বদরীবণের পুণ্যতীর্থে সে সময় পাতঞ্জল-মতের পক্ষপাতী বহু সংখ্যক যোগী বাস করিতেন। শঙ্কর ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে স্বীয় মতের অনুগামী করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট স্বরচিত বেদান্ত-ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল ঐ তীর্থে অতিবাহিত করিয়া তিনি শিষ্যগণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে সুপ্রসিদ্ধ কেদারতীর্থে * উপনীত হইলেন। এই তীর্থ হিমালয়ের নিতম্বদেশে অবস্থিত, সুতরাং প্রতিনিয়ত তুষারপাতে এখানে দুঃসহ শীত অনুভূত হইয়া থাকে। শঙ্করের শিষ্যগণ এখানে আসিয়া দারুণ শীতের যন্ত্রণায় ব্যথিত হইলেন। শিষ্যদের ঐরূপ অসহ্য ক্লেশ দেখিয়া শঙ্করের মনে করুণার উদ্রেক হইল।

* কেদার হিমালয়ের অন্তর্গত একটা মহাপুণ্যভূমি। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে; যিনি তত্রত্য হরপাপহ্রদে স্নান করিয়া কেদারেশ্বরের পূজা করেন, তাঁহার কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। মহাভারত, মৎস্যপুরাণ, স্কন্দ-পুরাণ, নন্দীকেশ্বরপুরাণ-প্রভৃতি অতিপ্রাচীন গ্রন্থ-সমূহে কেদারতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। তীর্থযাত্রীরা কেদারেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রালয়, মধ্যমেশ্বর ও কল্পেশ্বরের দর্শন করেন। উক্ত পঞ্চকেদারের মন্দির ব্যতীত এখানে আরও অনেকগুলি তীর্থ আছে যথা;—স্বর্গারোহিণী, ভৃগুপতন, রেতকুণ্ড, হংসকুণ্ড, সিন্ধুসাগর, ত্রিবেণীতীর্থ, মহাপথ, শিবকুণ্ড। এই শিবকুণ্ড মন্দাকিনী নামক নদীতীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে মুমুক্ষুগণ মহাপথ নামক স্থানে ভৈরবঝম্প-নামক উচ্চগিরিশৃঙ্গ হইতে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতেন। নন্দীকেশ্বর পুরাণে লিখিত আছে, যিনি ঐ গিরিশৃঙ্গ হইতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন, মহাদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার মোক্ষদান করেন। এখন ইংরেজশাসনে উহা রহিত হইয়া গিয়াছে।

তিনি উষ্ণ জল প্রার্থনা করিয়া যোগ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল, সমাধি-ভঙ্গ হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন, ঐ স্থলে একটী উষ্ণতোয়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে। শঙ্কর ঐ স্রোতস্বিনীর "তপ্ততোয়া" নাম রাখিলেন। শিষ্যগণ মহানন্দে ঐ পার্ব্বত্য-তরঙ্গিণীতে অবগাহনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। শঙ্কর কিছুকাল কেদারতীর্থে অবস্থিতি করিলেন। প্রতিদিন শিষ্যগণ তাঁহার মুখপদ্ম বিনিঃসৃত নূতন নূতন উপদেশামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে দেবপ্রতিম কতিপয় সিদ্ধপুরুষ কেদারতীর্থে আগমন করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই শঙ্করের মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তিকলাপ অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে কৈলাসপর্ব্বতে লইয়া যাইবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন। শঙ্কর সেই সকল সাধুপুরুষের স্তুতিবাক্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের সহিত কৈলাস-পর্ব্বতের উন্নতশৃঙ্গে গমন করিলেন। এখানে আগমনের পর তিনি সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। কেবল অহরহঃ সেই পবিত্র কৈলাসশৃঙ্গের হিমশুভ্র পাষাণখণ্ডে উপবেশন করিয়া সমাধিমগ্নচিত্তে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেন। এইরূপে পরমজ্ঞানী যতিপতি শঙ্করের জীবনের দ্বাত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইলে একদা তিনি নির্ব্বিকল্প-সমাধি আশ্রয় করিয়া মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন *। পরব্রহ্ম

* একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে;—শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার সময়ে একটী প্রকাণ্ড লৌহকটাহ সঙ্গে লইতেন। তিনি বৌদ্ধগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কালে ঐ কটাহ তৈলপূর্ণ করিয়া প্রজ্বলিত

হইতে বিকীর্ণ সেই পরমজ্যোতিঃ জগৎ আলোকিত করিয়া পুনরায় পরব্রহ্মে বিলীন হইলেন।

অগ্নির উপর সংস্থাপন করিতেন এবং বিপক্ষগণের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইতেন যে, যিনি বিচারে পরাজিত হইবেন, তাঁহাকে ঐ উত্তপ্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। একদা শঙ্কর মহাচীন (তিব্বত) প্রদেশে গমন করিয়া তত্রত্য তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয়শিষ্য আনন্দগিরি তাঁহাকে বলিলেন "প্রভো! আর বিচারের প্রয়োজন নাই, এতদপেক্ষা দূরতর স্থানে গমন করাও আমাদের কর্ত্তব্য নহে। জগতের সীমা নাই, কোথায় কোন্ অসীম প্রতিভাশালী পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন, কে বলিতে পারে? আনন্দগিরির প্রার্থনানুসারে শঙ্কর ঐ কটাহটী ভ্রমণের সীমা-স্বরূপ তিব্বতে রাখিয়া আসিলেন। তিব্বতের ঐ স্থানটী অদ্যাপি শঙ্কর কটাহ নামে প্রসিদ্ধ। নেপাল ও তিব্বতে কিম্বদন্তী আছে, 'শঙ্কর তিব্বতের লামার নিকট পরাজিত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে উত্তপ্ত লৌহকটাহে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন'। কেহ বলেন "লামা তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রভাবে শঙ্করের প্রাণ সংহার করেন"। যাহা হউক বৌদ্ধ-প্রধানস্থানের ঐরূপ সকল অসম্ভব কিম্বদন্তীতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

(নূতন গ্রন্থ)

সচিত্র

দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ.

শ্রীশরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

(উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা ও স্বর্ণাক্ষরে মণ্ডিত। মূল্য ১।০)

অতিসত্বর প্রকাশিত হইবে। এই সংস্করণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় গ্রন্থের কলেবর প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে মধ্যভারতবর্ষ ও দক্ষিণাপথের যাবতীয় প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের ঐতিহাসিক বিবরণ, স্থানীয় প্রবাদ, বর্ত্তমান প্রাকৃতিক দৃশ্য, অধিবাসীদের ভাষা, আচার, ব্যবহার, সভ্যতা ও অন্যান্য যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সরস ও বিশুদ্ধ ভাষায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অতিনিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। অবন্তিজনপদ, উজ্জয়িনীরাজধানী ও নবরত্ন-সভার পণ্ডিতগণের জীবনচরিত, ইন্দোরের রাজকীয় সমৃদ্ধি, বড়োদার শোভা ও বিভব, নৌসরীর অগ্নিমন্দির, বোম্বাই-নগরীর বর্ণনা, পুণার বর্ত্তমান সভ্যতা ও সৌন্দর্য্য, নাসিক বা পঞ্চবটীর নৈসর্গিক সুষমাপ্রভৃতি পাঠ করিতে করিতে পাঠক মোহিত হইবেন এবং সৎশিক্ষা, বিশুদ্ধ কৌতুক ও অপার

আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। অধিকন্তু বহুব্যয় স্বীকার-পূর্ব্বক বর্ত্তমান সংস্করণে পুস্তক মধ্যে নিম্নলিখিত মনোমুগ্ধকর চিত্রগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ঐ সকল স্থানের ফটো হইতে ঐ চিত্রগুলি প্রস্তুত। যথা;—

১ম। শিপ্রাতীর্থঘাট হইতে বহুদেবমন্দির ও প্রাসাদমালা-সম্বলিত উজ্জয়িনী নগরীর শোভা। ২য়। ইন্দোরের রাজপ্রাসাদের পূর্ব্বভাগের দৃশ্য। ৩য়। স্থাপত্য শিল্পের আদর্শ, বড়োদার লক্ষ্মীবিলাস রাজপ্রাসাদ। ৪র্থ। বোম্বাই নগরীস্থ রাজাবাইস্তম্ভ। ৫ম। বোম্বাই-ক্রফোর্ডমার্কেট্ ও দেশীয় ধনিকগণের সৌধরাজি। ৬ষ্ঠ। এপোলোবন্দর হইতে অসংখ্য-অর্ণবপোতসমন্বিত মহাসমুদ্রের দৃশ্য। ৭ম। পুণার পার্ব্বতীশৈলের চূড়ায় হর-পার্ব্বতীর মন্দির। ৮ম। পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী।

এই পুস্তক, কলিকাতা ৩২ নং কলেজ্ ষ্ট্রীট্ গ্রন্থকারের নিকট ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গলমেডিকেল্ লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। এই সংস্করণে যে রূপ ব্যয়-বাহুল্য হইয়াছে, তাহাতে মূল্য বৃদ্ধি করা উচিত ছিল, কিন্তু পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্ববারের বাইণ্ডিং পুস্তকের যেমন ১।০ মূল্য ছিল, এবারেও তাহাই রাখা হইল। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেশের প্রধান প্রধান কৃতবিদ্য ও প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্র-সম্পাদকগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য প্রথম সংস্করণে, বিজ্ঞাপিত চিত্রগুলি ছিল না। এ সংস্করণে চিত্র এবং পরিদৃষ্ট স্থানসমূহের কৌতুকাবহ বৃত্তান্তও অধিকপরিমাণে সংযোজিত হইয়াছে।